সাপ্তাহিক WEEKLY DESH

দেশ

সত্য প্রকাশে আপোসহীন

Year 11 | Issue 39
06 - 12 DECEMBER 2024
বর্ষ ১১ | সংখ্যা ৩৯
২২ অগ্রহায়ণ ১৪৩১
০৩ জমাদিউস থানি ১৪৪৬হি.

যুক্তরাজ্যে শেখ হাসিনা-ঘনিষ্ঠদের নামে

৪০০ মিলিয়ন পাউন্ডের সম্পদ

- সালমানের পরিবারের সাত বিলাসবহুল অ্যাপার্টমেন্ট
- সাফওয়ান সোবহানের ১০ মিলিয়ন পাউন্ডের ম্যানশন
- কেনসিংটনে নজরুলের পাঁচটি বিলাসবহুল সম্পদ
- সাইফুজ্জামান চৌধুরীর ৩০০টির বেশি সম্পদ

দেশ ডেস্ক, ৬ ডিসেম্বর ২০২৪ : ব্রিটিশ গণমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ানে প্রকাশিত প্রতিবেদনের তথ্য অনুসারে, গণঅভ্যুত্থানের মুখে পালিয়ে যাওয়া সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঘনিষ্ঠ কয়েকজন পরিবারের সদস্য ও ব্যবসায়ী কয়েক বিলিয়ন পাউন্ড পাচারের সঙ্গে জড়িত। বিভিন্ন দেশে এই অর্থ হুন্ডির মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে। এই তালিকায় যুক্তরাজ্যও আছে।

গত ৩০ নভেম্বর প্রকাশিত গার্ডিয়ানের এই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আরেক ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম অবজারভার ও বার্লিনভিত্তিক দুর্নীতিবিরোধী প্রতিষ্ঠান ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের (টিআই) যৌথ অনুসন্ধানে এ তথ্য বেরিয়ে এসেছে। -- ২১ নং পৃষ্ঠা ...

লন্ডনে মির্জা ফখরুল

আ'লীগ যেভাবে লুট করেছে চিন্তাও করা যায় না

দেশ ডেস্ক, ৬ ডিসেম্বর ২০২৪ : বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, কীভাবে আওয়ামী লীগ সরকার দেশের সম্পদ লুণ্ঠন করে বিদেশে পাচার করে দিয়েছে তা চিন্তা করাও যায় না। প্রতি বছর তারা ১৬ বিলিয়ন ডলার করে পাচার করেছে। নির্বাচনী ব্যবস্থাসহ দেশের সব প্রতিষ্ঠান আওয়ামী লীগ ধ্বংস করে দিয়েছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে দেশের সব রাজনৈতিক দলকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়ে মির্জা ফখরুল ভারতের নানা আচরণের প্রসঙ্গ টেনে প্রশ্ন করেন, এটা কোন ধরনের বন্ধুত্ব, এটা কোন ধরনের প্রতিবেশীসুলভ আচরণ?

৩ ডিসেম্বর মঙ্গলবার সন্ধ্যায় পূর্ব লন্ডনের রয়্যাল রিজেন্সি হলে আয়োজিত এক সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মির্জা ফখরুল এসব কথা বলেন। সমাবেশের আয়োজক যুক্তরাজ্য বিএনপি। যুক্তরাজ্য বিএনপির সভাপতি এমএ মালেকের সভাপতিত্বে সমাবেশ -- ২২ নং পৃষ্ঠা ...

ভিআইপি বন্দির জোয়ারে টাকার খেলা কারাগারে

দেশ ডেস্ক, ৬ ডিসেম্বর ২০২৪: ৫ আ গস্টের পর থেকে ঢাকার কেন্দ্রীয় এবং দেশের বিভিন্ন কারাগারে কারারক্ষীসহ কর্মকর্তাদের স্বেচ্ছাচারিতা, কয়েদি নির্যাতন, টাকার বিনিময়ে দেখভাল, যখন-তখন ভিআইপি বন্দিদের বাইরে স্বজনদের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলতে দেওয়া বা গোপনে বিশেষ ব্যবস্থায় সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দেওয়াসহ নানান অনিয়মই এখন কারাগারের ভেতরকার প্রচলিত নিয়ম। সবই চলে মোটা অঙ্কের টাকার বিনিময়ে। সংশ্লিষ্ট সূত্র থেকে জানা যায়, বিশেষ করে ঢাকার কেরানীগঞ্জ এবং গাজীপুরের কাশিমপুর কারাগারে দুর্নীতির বর্তমান চিত্র ভয়াবহ। এমন অবস্থার মধ্যেই বুধবার (৪ ডিসেম্বর) এক ব্রিফিংয়ে কথা বলেছেন কারা অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সৈয়দ মোহাম্মদ মোতাহের হোসেন।

কারাগারে গত তিন মাসের পরিস্থিতি নিয়ে আ য়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে মহাপরিদর্শক বলেন, বাইরে থেকে শোনা আর মনগড়া সব অভিযোগ ঠিক নয়। এরপরও দুর্নীতি-অনিয়মে জড়িত অভিযোগে চার কারা কর্মকর্তাকে বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠানো হয়েছে। একজনকে করা হয়েছে সাসপেন্ড। আরও কিছু অভিযোগ তদন্তাধীন।

কাশিমপুর আর কেরানীগঞ্জ কারাগারে থাকা সাধারণ বন্দিদের অনেকেরই অভিযোগ, কারাগারের অনিয়ম নতুন কিছু নয়। কিন্তু গত তিন মাসে অবস্থা আরও বেশি খারাপ। কারা কর্মকর্তা আর রক্ষীদের অনেকেই এখন যেন টাকা ছাড়া কিছুই চেনেন না। শিল্পপতি, ব্যবসায়ীসহ ভিআইপি ও রাজনৈতিক বন্দি বেশি হওয়ার কারণে এখন তাদের চাহিদাও বেড়ে গেছে। বন্দিদের খাবার, স্বজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ, কারাগারে ভালো স্থানে থাকার ব্যবস্থা এবং তাদের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা দেওয়া-সবকিছু চলে টাকার বিনিময়ে। দিতে না পারলে কয়েদিদের দুর্বিষহ জীবনযাপন করতে হয়। কারা কর্মকর্তাদের প্রত্যক্ষ মদদে দাগি আসামি, শীর্ষ সন্ত্রাসী ও চিহ্নিত আসামিরা কারাগারে বসেই নিয়ন্ত্রণ করছে তাদের বাইরে থাকা সিন্ডিকেট। গণবিরোধী কর্মকাণ্ড চালিয়েও বিত্তশালী বন্দিরা টাকার জোরে রয়েছেন 'জামাই আদরে'। পক্ষান্তরে সাধারণ বন্দিরা বঞ্চিত হচ্ছেন তাদের সামান্য প্রাপ্য অধিকার থেকে। কারাগারের কিছু অসাধু কর্মকর্তা কথিত ভিআইপি বন্দিদের সব ধরনের অনৈতিক সুযোগ-সুবিধা করে দিচ্ছেন মোটা অঙ্কের টাকার বিনিময়ে। কারা অভ্যন্তরে কথিত ভিআইপি বন্দিদের এই সুবিধা করে দেওয়াসহ নানান অনিয়মের নেপথ্যে জড়িত থাকেন ডিআইজি, জেল সুপার এবং জেলাররা পর্যন্ত। বন্দিরা কে কত টাকা দিতে পারছেন, তার ভিত্তিতে এই কর্মকর্তারা নির্ধারণ করে দেন- কে কতটা সুযোগ-সুবিধা পাবেন।

সদ্য কারামুক্ত কয়েক বন্দির সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, কারাগারে প্রবেশপথেই বন্দিদের দীর্ঘ সময় বসিয়ে রেখে নগদ অর্থ দাবি করা হয়। টাকা পেলে তাদের সঙ্গে ভদ্র আচরণ করা হয়। ভিআইপি সিট বরাদ্দ দেওয়ার নামে কারাসংশ্লিষ্টরা নতুন আসা বন্দির কাছ থেকে টাকা হাতিয়ে নেয়। ভালো সেলে থাকতে হলে হাজতি প্রতি সপ্তাহে পাঁচ হাজ ার টাকা দিতে হয়। ওয়ার্ড ইনচার্জ ও রাইটার এ টাকার রফা করেন। একজন চিফ রাইটার হতে হলে তাকে ৩০ লাখ টাকা দিয়ে চুক্তিবদ্ধ হতে হয়। বিভিন্ন কারাগারে ডিআইজি প্রিজন, জেলার ডেপুটি জেলার ও কয়েকজন কারারক্ষী মিলে একটি সিন্ডিকেট গড়ে তুলেছেন জেলখানাগুলোর ভেতর। বন্দিরা বাইরে টেলিফোন করতে চাইলে রক্ষীরাই সেটার ব্যবস্থা করে দেন। প্রতি দুই মিনিটের জন্য এক হাজার টাকা করে দিতে হয়।

বন্দিদের জন্য বরাদ্দ খাবার নিয়ে চলে হরিলুট। অনেকের মতে, এ খাবার খাওয়ার অযোগ্য। যারা খায়, তারা বাধ্য হয় খেতে। যাদের সামর্থ্য আছে তারা কারা ক্যান্টিনে খান। ভালো একটা উদ্দেশ্য নিয়ে করা হলেও কারাগারের এই ক্যান্টিন হচ্ছে অবৈধ আয়ের একটি বড় উৎস। টাকা ছড়ালে এ ক্যান্টিনে সবকিছুই পাওয়া যায়। তবে বাইরের চেয়ে দাম এখানে অনেক বেশি। গরুর গোশত দুই হাজার টাকা কেজি।

সংবাদ সম্মেলনে কারা মহাপরিদর্শক:

বুধবার সকালে পুরান ঢাকার কারা অধিদপ্তরে গত তিন মাসের কারাগারের পরিস্থিতি নিয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এক প্রশ্নের জবাবে কারা মহাপরিদর্শক সৈয়দ মোহাম্মদ মোতাহের বলেন, দুর্নীতি-অনিয়মে জড়িত থাকার অভিযোগে চার কারা কর্মকর্তাকে বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠানো হয়েছে। আ রও কিছু অভিযোগ তদন্তাধীন রয়েছে। তদন্ত শেষে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। চেষ্টা চলছে আরও ভালো করার।

কারাগারে বন্দির সংখ্যা জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমাদের ধারণ ক্ষমতা ৪২ হাজার। ৫ আগস্টের আগে বন্দি ছিল ৫৫ হাজার। যদিও গণঅভ্যুত্থা?নের পর সেই সংখ্যা কমে গিয়েছিল। এখন আবার গ্রেপ্তার চলছে। ফলে বন্দির সংখ্যা উর্ধ্বমুখী। এখন এই সংখ্যা ৬৫ হাজার।

কারাগারে কতজন ডিভিশন পেয়েছেন এবং রাজনৈতিক বন্দিদের ডিভিশন দেওয়া হয়েছে কি না- জানতে চাইলে আইজি প্রিজন বলেন, কারাগারে দুই ধরনের ডিভিশন দেওয়া হয়। একটা হলো প্রথম শ্রেণির সরকারি কর্মকর্তা, আরেকটা হলো যারা সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তি। তাদের বিষয়ে জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সিদ্ধান্ত দেন। আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে অনেকেই এ সুবিধা পেয়েছেন। আবার অনেকের আ বেদন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। তিনি আরও বলেন, কারাগারগুলোতে বিশেষ বন্দিদের সংখ্যাও কম নয়। তবে সকল সময়ের মতো কারাবিধিসহ অন্যান্য বিধিবিধানের আলোকে তাদের নিরাপদ আটক ও প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা হচ্ছে। বিশেষ প্রকৃতির বন্দিদের ওয়ার্ড/সেলে মোবাইল ফোন জ্যামার স্থাপন করাসহ সিসি ক্যামেরা দ্বারা সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ করা হয় এবং প্রতিদিন কয়েকবার তল্লাশি করা হয়।

কারা মহাপরিদর্শক আরও বলেন, কারাবন্দিরা যোগাযোগের ক্ষেত্রে আদালতের আদেশ ছাড়াও সকল প্রকার বিচারাধীন বন্দি প্রতি ১৫ দিনে এবং সাজাপ্রাপ্ত বন্দি ৩০ দিনে আইনজ ীবীসহ একবারে পরিবারের সর্বোচ্চ পাঁচজন সদস্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারেন। এ ছাড়া প্রত্যেক বন্দিই প্রতি ৭ দিনে একবার আইনজীবীসহ পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে তিনটি নম্বরে ১০ মিনিটের জন্য কথা বলার সুযোগ পান। শ্রেণিপ্রাপ্ত বন্দিরা দিনে দুইবেলা এবং অন্য সকল বন্দি দিনে একবেলা আ মিষ জাতীয় খাবার পান। কারাগারের ভেতরের ক্যান্টিনে পণ্যের দাম ন্যায্যতার সঙ্গে নির্ধারণসহ ক্যান্টিন সুবিধা সবার জ ন্যই উন্মুক্ত রাখা হয়েছে। তবে এ ক্ষেত্রে ব্যক্তিবিশেষে মাসিক সর্বোচ্চ ব্যয় নির্ধারণ করে দেওয়ার উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে।

সম্প্রতি কারাগারে বন্দিদের মোবাইল ফোন ব্যবহারসহ আয়েশী জীবনযাপন করার বিষয় নিয়ে প্রশ্নের জবাবে কারা মহাপরিদর্শক বলেন, বিশেষ প্রকৃতির বন্দিদের নির্ধারিত এলাকায় মোবাইল ফোন জ্যামার এবং সিসি ক্যামেরা থাকায় মোবাইল ফোন ব্যবহারের কোনো সুযোগ নেই। বিধি অনুযায়ী শ্রেণিপ্রাপ্ত বন্দি খাট, চেয়ার-টেবিল, পত্রিকার পাশাপাশি কিছু অতিরিক্ত খাদ্যদ্রব্য পেয়ে থাকেন– যা দিয়ে আয়েশী জীবনযাপন কোনোভাবেই সম্ভব নয়। অপরদিকে কোনো বন্দিকে কারাগারের বাইরে পাঠানোর সময় প্রধান ফটক পর্যন্তই কারা কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণ ও দায়দায়িত্ব থাকে। এরপর আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর তত্ত্বাবধানে বিধি মোতাবেক নিরাপত্তাসহ হাতকড়া/ডান্ডাবেড়ি পরানো, প্রিজন ভ্যান/মাইক্রোবাসে নেওয়া ইত্যাদি পরিচালিত হয়ে থাকে। তবে কয়েকটি গণমাধ্যমে কারাগার ও কারাবন্দিদের নিয়ে ধারণাগত সংবাদ প্রচার করার ফলে জনমনে কারাগার সম্পর্কে নেতিবাচক তথ্য পৌঁছাচ্ছে বলে কারা কর্তৃপক্ষ মনে করে।

তিনি আরও বলেন, কারাগারগুলোতে স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিতে বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে কর্তৃপক্ষ। সেগুলো হলো কারা অভ্যন্তরের সকল প্রকার তল্লাশি জে রদার করা হয়েছে। এ ছাড়া অবৈধ দ্রব্যাদির প্রবেশ রোধকল্পে প্রবেশপথে বডিস্ক্যানারসহ অন্যান্য আধুনিক সরঞ্জামাদি স্থাপন করা হয়েছে। কারা অভ্যন্তরে মাদকদ্রব্যের প্রবেশ রোধকল্পে ঝুঁকিপূর্ণ কারাগারগুলোতে ডগ স্কোয়াড মোতায়েন প্রক্রিয়া চূড়ান্ত পর্যায়ে। সৎ ও যোগ্যতাসম্পন্ন অফিসার এবং কারারক্ষীদের পেশাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে কারা সদর দপ্তরসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কারাগারে পদায়ন করা হয়েছে। অসাধু কারা কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিরুদ্ধে চাকরি হতে অপসারণ, তাৎক্ষণিক বদলিসহ সকল প্রকার বিভাগীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। তবে আ ইনি দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে অনেকে আবার অপরাধমূলক কার্যক্রমে জড়িত হচ্ছেন বিধায় কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণে আ ইনি সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

কারা মহাপরিদর্শক বলেন, জুলাই ও আ গস্টের গণঅভ্যুত্থানের সময় দেশের কারাগার থেকে পালিয়ে যাওয়া ২ হাজার ২০০ আ সামির মধ্যে ১ হাজার ৫০০ জনকে গ্রেপ্তার করা হলেও ফাঁসির সাজাপ্রাপ্তসহ ৭০০ আ সামি এখনও পলাতক। এদের মধ্যে ৭০ জন জঙ্গি ও দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি।

গত তিন মাসে কারাগার থেকে এখন পর্যন্ত ১১ জন শীর্ষ সন্ত্রাসীসহ আলোচিত ১৭৪ আসামিকে মুক্তি দেওয়া হয় বলেও জানান তিনি।

সম্প্রতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে সাবেক মন্ত্রী ও নীলফামারী-২ (সদর) আসনের সাবেক সংসদ সদস্য কারাবন্দি আসাদুজ্জামান নূরের ওপর হামলার ঘটনা ঘটে। এ প্রসঙ্গে সৈয়দ মোতাহের বলেন, কারারক্ষীরা সেখানে উপস্থিত থাকলেও নিশ্চিতভাবে নিরাপত্তার দুর্বলতা ছিল। কারা অধিদপ্তর বিষয়টি খতিয়ে দেখছে, যাতে পরবর্তীকালে এ ধরনের ঘটনা না ঘটে।

কারাগারের লোগোতে নৌকাসহ অন্যান্য জি নিস রয়েছে উল্লেখ করে মহাপরিদর্শক জ ানান, কারা অধিদপ্তরের লোগো পরিবর্তনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

লন্ডনে বেঙ্গল ব্রিটিশ স্পোর্টস অ্যাওয়ার্ডস ১৪ ডিসেম্বর

লন্ডন, ৬ ডিসেম্বর ২০২৪: প্রথমবারের মতো লন্ডনে বেঙ্গল ব্রিটিশ স্পোর্টস অ্যাওয়ার্ড ২০২৪ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। সম্মানজ নক এ আয়োজনের বিষয়টি অবহিত করতে

গত ২ ডিসেম্বর সোমবার দুপুরে লন্ডন-বাংলা প্রেস ক্লাবে সংবাদ সম্মেলনে করে বেঙ্গল ব্রিটিশ স্পোর্টস অ্যাওয়ার্ড (বিবিএসএ)। সংবাদ সম্মেলনে বিস্তারিত তুলে ধরেন বেঙ্গল বৃটিশ স্পোর্টস অ্যাওয়ার্ডস-এর এডভাইজার ড. জাকির খান, ফাউন্ডার ওয়ালিদ আলী, কো-ফাউন্ডার মোহাম্মদ খালেদ ও প্রেজেন্টার মাহমুদ শাহনেওয়াজ।

সারাদেশ থেকে বাছাইকৃতদের নিয়ে আগামী ১৪ ডিসেম্বর বিকাল ৪টায় টাওয়ার হ্যামলেটস টাউন হলে বিশিষ্টজনদের উপস্থিতিতে অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হবে। মর্যাদাপূর্ণ এ অ্যাওয়ার্ড ট্যালেন্টেড খেলোয়াড় ও আগ্রহী সকলকে উৎসাহিত এবং অনুপ্রাণিত করবে। ১৪ ডিসেম্বরের আয়োজন শুধু খেলোয়াড়দের নয়, কমিউনিটি সর্বক্ষেত্রে প্রেরণা জোগাবে। কমিউনিটির মানুষ জানতে পারবে আমাদের দেশের অনেকে উচ্চ পর্যায়ে খেলছে, যার ফলে নতুন প্রজন্মের কাছে আগ্রহ বাড়বে । প্রথমবারের মতো চালু হওয়া সম্মানজনক এ অ্যাওয়ার্ডস এবার ১৫ জনকে

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, বৃটেনে বিভিন্ন ধরনের অ্যাওয়ার্ড চালু থাকলেও খেলাধূলায় কোনো অ্যাওয়ার্ড নেই। টপ লেভেলে যে সকল বাংলাদেশী অ্যাথলিট, বক্সার, ফুটবলার, ক্রিকেটার, ক্যারাম খেলায় উচ্চপর্যায়ে কৃতিত্বপূর্ণ অবদান রাখছেন তাদেকে উজ্জীবিত করতে এমন আয়োজন করা হয়েছে।

প্রদান করার কথা রয়েছে।

বেঙ্গল ব্রিটিশ স্পোর্টস অ্যাওয়র্ডের কর্নধাররা কমিনিটির সহযোগিতা কামনা করে বলেন, আপনাদের সহযোগিতা ফেলে আগামীতে আরো বড় পরিসরে আয়োজন করা সম্ভব হবে।

বৃটেনের যেখানে বাংলাদেশী সেখানেই আমরা

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH

দেশ

সত্য প্রকাশে আপোসহীন

বৃটেনজুড়ে
প্রতি শুক্রবার আপনার মসজিদে
সপ্তাহজুড়ে ফ্রি গ্রোসারী শপে

বৃটিশ হাইকমিশনারকে ডাকলেন উপদেষ্টা

বৃটেন নিয়ে অস্বস্তি, লন্ডনে বক্তৃতা করবেন হাসিনা

দেশ ডেস্ক, ৬ ডিসেম্বর ২০২৪: ভারতের সঙ্গে টানাপড়েনের মধ্যে নতুন করে অস্বস্তি তৈরি হয়েছে বৃটেনকে নিয়ে। বৃটিশ পার্লামেন্টে বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের সুরক্ষা এবং অন্তর্বর্তী সরকারের কার্যক্রম নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেছে দেশটির অল পার্টি পার্লামেন্টারি গ্রুপ। যদিও পার্লামেন্টে দেয়া বক্তব্যে অনেক অসত্য তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে বলে প্রতিবাদ করেছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তথা বাংলাদেশ সরকার।

কূটনৈতিক সূত্র বলছে, বৃটেনকে নিয়ে অস্বস্তির দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে দেশটিতে অবস্থান করা আওয়ামী সমর্থকদের তৎপরতা। তারা লন্ডনে একটি বড়সড় সমাবেশের প্রস্তুতি নিচ্ছে। আগামী ৮ই ডিসেম্বর সেই সমাবেশ হবে। যেখানে হাজারো নেতাকর্মীর উপস্থিতির চেষ্টা চলছে। অনুষ্ঠানের আয়োজক যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগ। শেখ হাসিনাকে 'প্রধানমন্ত্রী' দাবি করে তারা ওই আয়োজনের একটি পোস্টার করেছে, যেখানে প্রধান অতিথি হিসেবে হাসিনা বক্তব্য রাখবেন বলে প্রচার চালাচ্ছে। যদিও ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার রক্তাক্ত অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা ছেড়ে ভারতে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছেন শেখ হাসিনা। খোদ আশ্রয়দাতা ভারতই তাকে সাবেক প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ট্রিট করছে।

কূটনৈতিক সূত্র --- ২১ নং পৃষ্ঠা ...

বৃটিশ পার্লামেন্টে স্বেচ্ছামৃত্যু বিল পাস

দেশ ডেস্ক, ৬ ডিসেম্বর ২০২৪ : বা সহায়ক মৃত্যুকে বৈধ করার একটি প্রস্তাব পাস হয়েছে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে। দীর্ঘ বিতর্কের পর এ ধরনের মৃত্যুর বিষয়ে বড় ধরনের আইনি পদক্ষেপ নিল যুক্তরাজ্য। প্রস্তাবিত আইন অনুসারে, ছয় মাসের মধ্যে মৃত্যুর সম্ভাবনা আছে, এমন কোনো প্রাপ্তবয়স্ক অন্তিম রোগী নিজেদের জীবন শেষ করতে কর্তৃপক্ষের সহায়তা চাইতে পারবেন।

গত শুক্রবার বিবিসি জানিয়েছে, প্রায় এক দশকের মধ্যে এই প্রথমবার সংসদ সদস্যরা স্বেচ্ছামৃত্যু বৈধ করার প্রস্তাবে ভোট দিয়েছেন। অবশেষে ৩৩০ বনাম ২৭৫ ভোটের ব্যবধানে প্রস্তাবটি পাস হয়েছে। প্রস্তাবিত আইনটি এখন আরও বিস্তারিত আলোচনা ও সংশোধনের জন্য সংসদে উত্থাপন করা হবে। এটি কার্যকর করতে এখন ব্রিটিশ পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের অনুমোদন প্রয়োজন।

এর আগে, এমপিদের বিবেকের ওপর ভিত্তি করে এই প্রস্তাবে ভোট দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী স্যার কিয়ার স্টার্মার এবং তাঁর পূর্বসূরি ঋষি সুনাকও প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিয়েছেন। তবে কনজারভেটিভ নেতা কেমি ব্যাডেনক

এই প্রস্তাবের বিপক্ষে ছিলেন।

বিবিসি জানিয়েছে, যুক্তরাজ্যে স্বেচ্ছামৃত্যু বৈধ করার প্রস্তাবটি লেবার এমপি কিম লিডবিটার উত্থাপন করেছিলেন। ভোটের পর তিনি বলেছেন, 'এই সিদ্ধান্ত সহায়ক মৃত্যুর পক্ষে প্রচারণাকারীদের জন্য বিশাল এক বিজয়।'

বিলটির প্রস্তাবিত বিধি-কাঠামোতে বলা হয়েছে, সহায়ক --- ২২ নং পৃষ্ঠা ...

বাংলাদেশিদের অতিরিক্ত ছাড়ের ঘোষণা দিল কলকাতার হাসপাতাল

ঢাকা, ৪ ডিসেম্বর : ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কে টানাপোড়নের মধ্যে স্বস্তির খবর এল। বয়কট নয়, বরং অতিথি হিসেবে বাংলাদেশি নাগরিকদের আপ্যায়ন করবে ভারতের হাসপাতাল। আইন মেনে চিকিৎসা পরিষেবা নিতে যাওয়া বাংলাদেশি নাগরিকদের ক্ষেত্রে চিকিৎসা পরিষেবায় ১০ শতাংশ ছাড়ের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।

গত বুধবার রীতিমতো সাংবাদিক সম্মেলন করে এমন ঘোষণা দেন বেহালা বালানন্দ ব্রহ্মচারি হসপিটাল অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টারের হাসপাতাল সুপার ডক্টর সুশান্ত সেনগুপ্ত ও ট্রাস্টের সম্পাদক দীপক সরকার।

বাংলাদেশি রোগী বয়কট প্রসঙ্গে তারা বলেন, চিকিৎসা পরিষেবার জন্য যেসব রোগী ভারতে আসছেন তাদের কেন চিকিৎসা পরিষদের দেওয়া হবে না? মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে এবং চিকিৎসক হিসেবে কর্তব্য রোগীকে ফিরিয়ে দেওয়া উচিত নয়।

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের দাবি বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে মানুষ আর্থিকভাবে কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত। আর তাদের হাসপাতালে যে ২ শতাংশ কাছাকাছি বাংলাদেশি রোগী আসেন তারাও আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। তাই রোগীর পরিবারের দিকে তাকিয়ে ১০ শতাংশ মানবিক ছাড় দিচ্ছে তারা।

আপাতত নির্দিষ্ট কোনো সময় সীমার জন্য নয়, বরং অনির্দিষ্টকালের জন্যই এই ছাড় ঘোষণা করা হয়েছে বাংলাদেশি রোগীদের জন্য।

রাজনৈতিক দলের সঙ্গে বৈঠকে ড. ইউনূস

আমাদের এই স্বাধীনতা অনেকের পছন্দ হচ্ছে না

ঢাকা, ৪ ডিসেম্বর : দেশের বিদ্যমান পরিস্থিতিতে সব রাজনৈতিক দলকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূস। তিনি বলেছেন সবাই মিলে আমরা একজোট হয়ে যেন কাজটা করতে পারি। সবাই একত্র হয়ে বললে একটা সমবেত শক্তি তৈরি হয়, এই সমবেত শক্তির জন্যই আপনাদের সঙ্গে বসা।

বুধবার রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে রাজনৈতিক দলের নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে এ কথা বলেন তিনি। বিকাল ৪টায় শুরু হওয়া বৈঠকে বিএনপি, জামায়াতে ইসলামীসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

ড. ইউনূস বলেন, আমরা কেন জানি মানুষের ক্রোধ থেকে মুক্ত হতে পারছি না। বিজয়ের মাসে আরো বেশি করে আনন্দ করার কথা আমাদের। কিন্তু আমাদের এই স্বাধীনতা অনেকের কাছে পছন্দ হচ্ছে না। ৫ই আগস্টের পর থেকে কী হয়েছে, বাস্তবের পরিপ্রেক্ষিতে আপনারা তা দেখেছেন। আমরা এই পরিস্থিতিতে মনে করেছিলাম দুর্গাপূজা নিয়ে একটা হাঙ্গামা শুরু হবে। সেখানে আপনারা সবাই ঐক্যের মধ্যে শরিক হয়েছিলেন। সারাদেশ জুড়ে শান্তিপূর্ণভাবে পূজা পালিত হয়েছে। কোথাও কোনো ধরনের বিশৃঙ্খলা হয়নি। সেটাও অনেকের পছন্দ হয়নি। দেশকে নতুন করে অস্থির করার চেষ্টা চলছে। এখন যে চেষ্টা

চলছে সেখানে বিশেষভাবে আমরা আপনাদের চাচ্ছি।

তিনি বলেন, যে বাংলাদেশ আমরা গড়ে তোলার চেষ্টা করছি, সেটাকে ধামাচাপা দিয়ে তারা আগের বাংলাদেশের কাহিনী রচনা করে যাচ্ছে। সারাক্ষণ নানা রূপে তারা এটা করে যাচ্ছে। এটা যে শুধু এক দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে তাও নয়, বড় দেশের মধ্যেও এটি ছড়িয়ে গেছে। আমাদের এই অভ্যুত্থানটা তাদের পছন্দ হয়নি। তারা এটাকে নতুন ভঙ্গিতে দুনিয়ার সামনে পেশ করতে চায়। এই ভয়ংকর পরিস্থিতি থেকে আমাদের দেশকে রক্ষা করতে হবে। এখন সেগুলোকে মিথ্যা প্রমাণ করা বা বাস্তবতাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আমাদের সবাইকে একজোট হতে হবে। এটা কোনো বিশেষ রাজনৈতিক মতবাদের বিষয় না। জাতি হিসেবে আমাদের অস্তিত্বের বিষয়।

বাংলাদেশ নিয়ে ষড়যন্ত্রকারীদের বিষয়ে তিনি বলেন, আমরা অভ্যুত্থানের মাধ্যমে যে স্বাধীন বাংলাদেশ তৈরি করলাম, তারা এটাকে মুছে দিয়ে আগেরটায় ফিরে যেতে চায়। মুখে বলছে না যে আগেরটা, কিন্তু ভঙ্গি হলো আগেরটা ভালো ছিল। তাদের শক্তি এত বেশি যে তারা মানুষকে এর ভেতরে ভেড়াতে পারছে। তাদের কল্পকাহিনীর কারণে মানুষ সন্দেহ প্রকাশ করছে যে এটা কী ধরনের সরকার হলো।

বর্হিবিশ্বের মিডিয়া নিয়ে ড. ইউনূস বলেন, আমরা বার-বার তাদের বলছি যে, আপনারা আসেন এখানে, দেখেন, এখানে কোনো বাঁধা নেই। কিন্তু না, তারা ওখান থেকেই কল্পকাহিনী বানিয়ে যাচ্ছে। এখন আমাদের সারা দুনিয়াকে বলতে হবে যে, আমরা এক, আমরা যেটা পেয়েছি সেটা একজোট হয়ে পেয়েছি, কোনো মতবাদের কারণে পাইনি, ধাক্কাধাক্কি করে পাইনি, যারা আমাদের ওপর চেপে ছিল, তাদের উপড়ে ফেলেছি। এটাই সবার সামনে তুলে ধরতে হবে, সবাই মিলে যেন এটা করতে পারি। আমাদের নতুন বাংলাদেশের যাত্রাপথে এটা মস্ত বড় একটা বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে, অস্তিত্বের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

নিউইয়র্ক টাইমসকে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর

পৃথিবীর আর্থিক ইতিহাসে সর্বোচ্চ পরিমাণ অর্থ লুট হয়েছে

ঢাকা, ৪ ডিসেম্বর : বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আহসান এইচ মনসুরের হিসাবে, শেখ হাসিনার গত ১৫ বছরের শাসনামলে কেবল বাংলাদেশের আর্থিক ব্যবস্থা থেকেই ১৭ বিলিয়ন বা ১ হাজার ৭০০ কোটি ডলারের সমপরিমাণ অর্থ পাচার হয়েছে। তবে অন্যান্য অর্থনীতিবিদের হিসাবে, শেখ হাসিনার শাসনামলে বাংলাদেশ থেকে যে পরিমাণ অর্থ পাচার হয়েছে, তা ৩০ বিলিয়ন বা ৩ হাজার কোটি ডলারের বেশি হতে পারে।

নিউইয়র্ক টাইমসে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, পাচার হওয়া টাকার প্রকৃত পরিমাণ কেউই নিশ্চিত করে বলতে পারছেন না। বিভিন্ন ধরনের আর্থিক হিসাব-নিকাশ করে আহসান মনসুর বলেন, শেখ হাসিনার শাসনামলে তাঁর সহযোগীরা বাংলাদেশের ব্যাংক খাত থেকে যে পরিমাণ অর্থ লুট করেছে, তা কার্যত পৃথিবীর আর্থিক ইতিহাসে সর্বোচ্চ। এতে বাংলাদেশের অর্থনীতির অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে।

মার্কিন এই সংবাদমাধ্যমের অনলাইন সংস্করণে বুধবার এই প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হয়েছে। গভর্নর আহসান এইচ মনসুরের সাক্ষাৎকার কবে নেওয়া হয়েছে তা নিউইয়র্ক টাইমসের প্রতিবেদনে বলা হয়নি। তবে চলতি সপ্তাহে অর্থনৈতিক পরিস্থিতি-বিষয়ক শ্বেতপত্র কমিটি বলেছে, সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার শাসনামলে গত ১৫ বছরে বাংলাদেশ থেকে সার্বিকভাবে প্রতিবছর গড়ে প্রায় ১৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অবৈধভাবে পাচার হয়েছে।

আহসান মনসুর নিউইয়র্ক টাইমসকে বলেন, সর্বোচ্চ রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ বুঝতে পেরেছিল, লুটপাট করার জন্য সবচেয়ে ভালো জায়গা হচ্ছে ব্যাংক। এই প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশের ব্যাংকগুলো শত শত কোটি ডলারের সমপরিমাণ অর্থ বিভিন্ন কোম্পানিকে ঋণ দিয়েছে, যে কোম্পানিগুলোর অনেকগুলোর অস্তিত্বই নেই। এই টাকাও কখনো সম্ভবত ব্যাংকে ফিরে আসবে না; এই অর্থের একটি বড় অংশ দেশ থেকে অবৈধভাবে বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর হওয়ার আগে ২৭ বছর আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলে (আইএমএফ) কাজ করছেন আহসান মনসুর। তিনি বলেন, ব্যাংকের পুরো পরিচালনা পর্ষদ হাইজ্যাক করা হয়েছিল। তাঁর ভাষ্য, বিশ্বের অন্য কোনো দেশে সরকারের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ এভাবে গুন্ডা-মাস্তানদের সহযোগিতায় পুরো ব্যাংক খাতে এমন পদ্ধতিগতভাবে ডাকাতি করেছে, এমন ঘটনা তিনি আর কোথাও দেখেননি।

সংবাদে বলা হয়েছে, ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর বাংলাদেশে এখনো রাজনৈতিক প্রতিহিংসার পালা চলছে, গণসহিংসতাও দেখা যাচ্ছে। অর্থনীতি প্রসঙ্গে আহসান মনসুর বলেন, আগামী বছর অর্থনীতির আকাশে আরও ঝড় উঠবে; এরপর অর্থনীতির আকাশ পরিষ্কার হতে শুরু করবে।

শেখ হাসিনা ভারতের পালিয়ে গেছেন। তাঁর ভাগ্যে কী আছে, তা এখনো পরিষ্কার নয়। বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার বলেছে, তাঁকে ভারত থেকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা হবে। এর মধ্যে শেখ হাসিনার অন্যতম সহযোগী সাবেক সংসদ সদস্য সাইফুজ্জামান চৌধুরীর বিরুদ্ধে অর্থ পাচারের তদন্ত হচ্ছে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের নির্বাহী পরিচালক এ কে এম এহসান। সাইফুজ্জামান চৌধুরীর বিরুদ্ধে এখনো অভিযোগ গঠন করা হয়নি। তবে আল-জাজিরাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে সাইফুজ্জামান চৌধুরী বলেছেন, হাসিনা সরকারের বিরুদ্ধে 'উইচ হান্ট' করা হচ্ছে, তিনি তার বাইরে নন।

নিউইয়র্ক টাইমস শেখ হাসিনা ও সাইফুজ্জামান চৌধুরীর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে।

ঢাকায় আওয়ামী লীগের দলীয়

কার্যালয় শূন্য পড়ে আছে। এরপর তারা শেখ হাসিনার মুখপাত্রের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেও সফল হয়নি।

ইসলামী ব্যাংকের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আব্দুল মান্নানের পদত্যাগের ঘটনা সবিস্তারে তুলে ধরেছে নিউইয়র্ক টাইমস। সংবাদে বলা হয়েছে, ২০১৭ সালের ৫ জানুয়ারি আর দশটা সাধারণ দিনের মতো আব্দুল মান্নান কার্যালয়ে যাওয়ার জন্য বাসা থেকে বেরিয়েছিলেন। পথিমধ্যে তিনি একটি ফোন কল পান। কলটি করেছিলেন সামরিক গোয়েন্দা দপ্তরের প্রধান। তাঁকে বলা হয়, গাড়ির গতিমুখ পরিবর্তন করে তিনি যেন সংস্থাটির সদর দপ্তরে চলে আসেন।

গত অক্টোবর মাসে আব্দুল মান্নান নিউইয়র্ক টাইমসকে সেই ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন। কার্যালয়ে যাওয়ার পর সামরিক গোয়েন্দারা আব্দুল মান্নানের ফোন, ঘড়ি ও ওয়ালেট রেখে দেন। এরপর গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান আব্দুল মান্নানের দীর্ঘ ক্যারিয়ারের বিবরণ দেন; বাংলাদেশের ব্যাংক খাতকে তিনি যে গ্রামীণ দরিদ্র মানুষের কাছে নিয়ে গেছেন, সে জন্য তাঁর প্রশংসা করেন।

আব্দুল মান্নান ভাবছিলেন, তাঁর সময়টা বোধ হয় বৃথা যাচ্ছে। কিন্তু এরপরই তাঁকে ইসলামী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালকের পদ থেকে পদত্যাগের চিঠিতে সই করতে বলা হয়। গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান তাঁকে বলেন, এই আদেশ দেশের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের কাছে থেকে এসেছে, অর্থাৎ তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁকে পদত্যাগের নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু তিনি প্রথমে পদত্যাগ পত্রে সই করতে রাজি হননি। তখন ইসলামের খলিফা ওসমানের কথা মনে হচ্ছিল তাঁর। সপ্তম শতাব্দীতে ঘাতকের আক্রমণের মুখে তিনি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে গেছেন।

কিন্তু এই পর্যায়ে এসে আব্দুল মান্নান আর বলতে পারলেন না। প্রথমত তিনি বলেন, গোয়েন্দা কর্মকর্তারা তাঁকে মৌখিকভাবে রাজি করানোর চেষ্টা করেছেন। এরপর তাঁকে গোয়েন্দা প্রধানের কার্যালয় থেকে আরেকটি স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়।

আব্দুল মান্নান বলেন, 'আমি যে ধরনের মানুষ, তাতে ওই সময়ে আমাকে যে অপমানজনক পরিস্থিতির মধ্যে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল, তার বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়।' এরপর তিনি সময়ের হিসাব ভুলে যান এবং একপর্যায়ে জানতে পারেন, দুপুরের আগে আগে তিনি পদত্যাগ পত্রে সই করেছেন। এরপর তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয় এবং পরবর্তী আট বছর তিনি কার্যত নির্বাসনে ছিলেন; এখন তিনি আবার একটি ব্যাংকের চেয়ারম্যান হয়েছেন।

আব্দুল মান্নান ও আহসান মনসুর একই সুরে বলেন, ওই ঘটনার পর এস আলম গোষ্ঠী ইসলামী ব্যাংকসহ অন্যান্য ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ হাতে নেয়। এস আলম গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা সাইফুল আলম ট্রেডার হিসেবে ব্যবসা শুরু করেন। পরবর্তী সময়ে তিনি বিশেষ করে শেখ হাসিনার আমলে জ্বালানি, আবাসন খাতসহ বিভিন্ন খাতে ব্যবসা সম্প্রসারণ করেন। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের দাবি, এস আলম গোষ্ঠী অন্যান্য গোষ্ঠীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে শেখ হাসিনার আমলে বাংলাদেশের ব্যাংক খাত শূন্য করে দেওয়ার চক্রান্ত করেছিল।

হাসিনা সরকারের ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের ব্যাংক হিসাব জব্দ করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন বিএফআইইউর নির্বাহী পরিচালক এ কে এম এহসান। ইসলামী ব্যাংকসহ অন্যান্য ব্যাংক এস আলম গোষ্ঠীর হাতে যাওয়ার পর নামে-বেনামে বিভিন্ন কোম্পানিকে ঋণ দেওয়া হয়েছে, যে ঋণের বড় অংশ আর ফেরত আসেনি। ফলে সেগুলো খেলাপি হয়ে গেছে।

এদিকে এস আলম গ্রুপও বসে নেই। তারা আইনি প্রতিষ্ঠান কুইন ইমানুয়েলের মাধ্যমে বিবৃতি দিয়েছে। বলেছে, দেশের একটি মাত্র ব্যাংক তাদের নিয়ন্ত্রণে ছিল এবং সেটা ইসলামী ব্যাংক নয়। তাদের অভিযোগ, আহসান এইচ মনসুর এস আলম গোষ্ঠীর সঙ্গে নিপীড়নমূলক আচরণ করছেন; এমনকি যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হচ্ছে না।

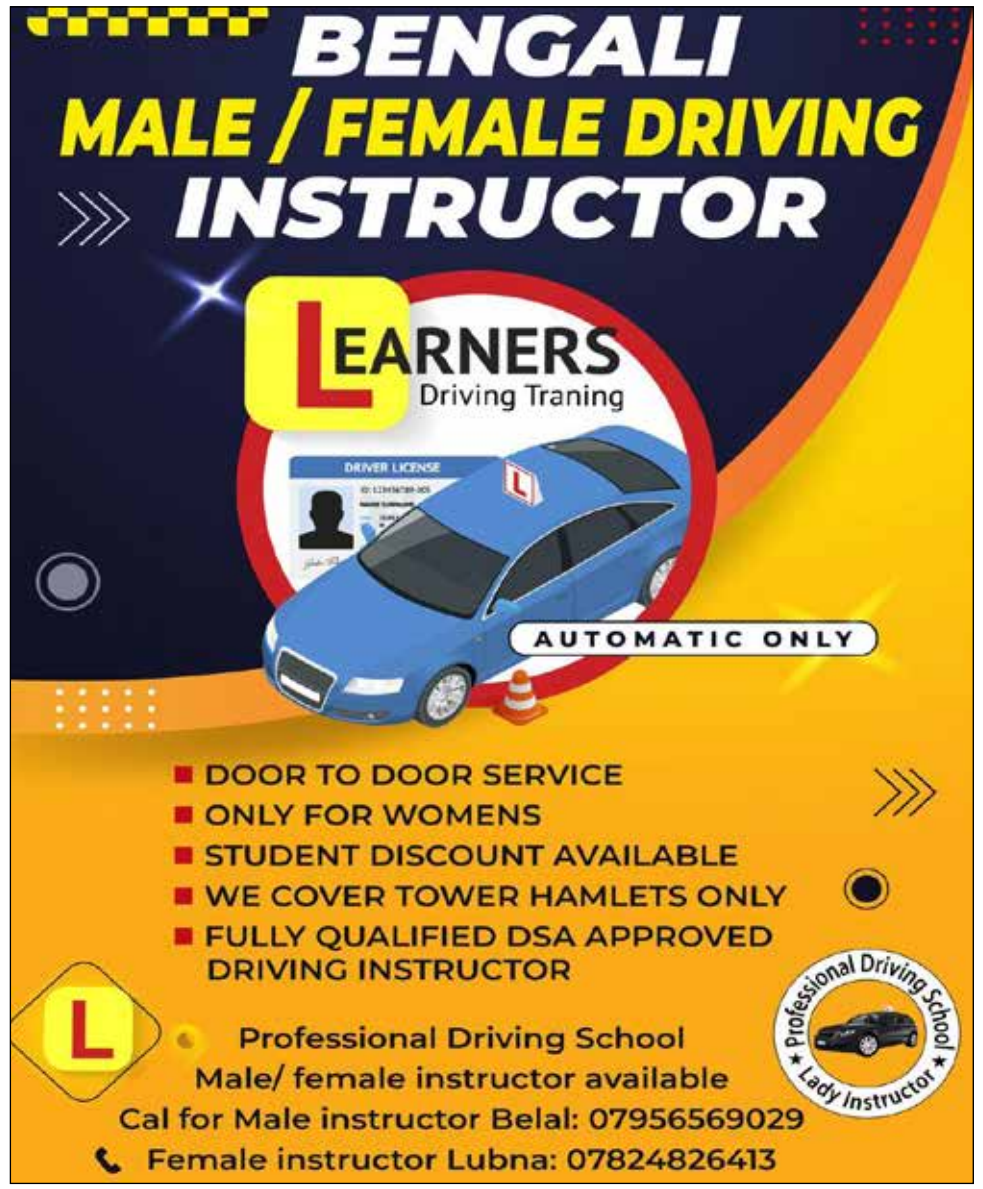

বাংলাদেশে আর ভারতের আধিপত্য চলবে না: হাসনাত আব্দুল্লাহ

ঢাকা, ৪ ডিসেম্বর : বাংলাদেশে আর ভারতের আধিপত্য চলবে না- এমন কড়া বার্তা দিয়ে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আহ্বায়ক হাসনাত আব্দুল্লাহ বলেছেন, যতদিন আমাদের মনে সাঈদ, ওয়াসিম, মুগ্ধ ও সাজিদের রক্ত আছে, ততদিন ভারত এ দেশে আধিপত্য বিস্তার করতে পারবে না। ভারতের সঙ্গে চোখে চোখ রেখে কথা হবে, সম্পর্ক হবে ন্যায্যতার ভিত্তিতে।

হাসনাত বলেন, ফ্যাসিস্টদের আর কোনো ষড়যন্ত্র সফল হতে দেওয়া যাবে না। এবার যদি আমরা ব্যর্থ হই, তাহলে বাংলাদেশ আর কোনো দিন ঘুরে দাঁড়াতে পারবে না। জুলাই থেকে আজ পর্যন্ত আমরা সংগ্রাম অব্যাহত রেখেছি।

বুধবার বিকালে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় (জবি) সাংবাদিক জোট আয়োজিত 'বিপ্লবোত্তর ছাত্র ঐক্য' শীর্ষক আলোচনা সভায় তিনি এসব কথা বলেন।

হাসনাত বলেন, বিভিন্ন ক্রিয়াশীল ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে মতপার্থক্য থাকবে, এটা হলো গণতন্ত্রের সৌন্দর্য। কিন্তু এই দেশের অখন্ডতা, বিদেশি আগ্রাসন, সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে কোনো আপস চলবে না। সবাইকে একমত হতে বাধ্য করা- এটি হচ্ছে আওয়ামী কালচার। এর আগে আওয়ামী লীগ সরকার দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে কম্প্রোমাইজ করে শাসন করেছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, আওয়ামী সরকার বছরের পর বছর আমাদের শাসন এবং শোষণ করেছে।তারা দিল্লিকে কিবলা বানিয়ে ঢাকাকে শাসন করেছে।

হাসনাত আবদুল্লাহ বলেন, 'আপনারা যারা ভারতের পলিসি মেকার আছেন- মালদ্বীপকে বশ্যতা স্বীকার করাতে পারেননি, শ্রীলংকাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেননি, নেপালের কাছে বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন, ভুটান আর মিয়ানমারের সঙ্গে আপনাদের কোন্দল, পার্শ্ববর্তী কোনো দেশের সঙ্গে আপনাদের সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক নেই।'

তিনি বলেন, 'ভারতের সঙ্গে আমাদের কোনো ধর্মীয় কারণে সম্পর্কের অবনতি হয়নি। তাই যদি হতো তাহলে নেপাল হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও তাদের সঙ্গে কেন ভারতের ভালো সম্পর্ক নেই।'

হাসনাত আরও বলেন, আমাদের মধ্যে যতদিন ঐক্য আছে, ততদিন আমাদের মধ্যে কেউ বিভেদ তৈরি করতে পারবে না। আমাদের সামনে অনেক রাস্তা অতিক্রম করতে হলে, সেই পথ অনেক বেশি কন্টকাকীর্ণ। আমাদের মধ্যে ঐক্য রাখতে হবে। আমাদের মধ্যে মতপার্থক্য যেন পরমতসহিষ্ণুতার পর্যায়ে থাকে, আওয়ামী লীগের মতো দমন-নিপীড়নের পর্যায়ে যেন না যায়।

এর আগে উদ্বোধকের বক্তব্যে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. রেজাউল করিম বলেন, এই জাতি যতদিন টিকে থাকবে, ততদিন জুলাই অভ্যুত্থানের কথা স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এই বিজয় যেন চিরঞ্জীব থাকে, সেই দোয়া আল্লাহ তায়ালার কাছে করছি।

অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিব, সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দিন নাছির, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের সভাপতি মঞ্জুরুল ইসলাম, ছাত্র অধিকার পরিষদের বিন ইয়ামিন মোল্লা, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের সাধারণ সম্পাদক রাফিকুজ্জামান ফরিদ এবং অন্যান্য সংগঠনের নেতারা।

বাংলাদেশে ভ্রমণ সতর্কতা বৃটেনের

ঢাকা, ৪ ডিসেম্বর : সন্ত্রাসী হামলার ঝুঁকিতে বাংলাদেশ-এমনটা জানিয়ে নিজ দেশের নাগরিকদের বাংলাদেশ ভ্রমণে সতর্ক করেছে বৃটেন। মঙ্গলবার ঢাকাস্থ বৃটিশ হাইকমিশন বৃটিশ নাগরিকদের বাংলাদেশ ভ্রমণবিষয়ক পরামর্শে ওই সতর্কতা জারি করে। হালনাগাদ সতর্ক বার্তায় বলা হয়, নির্বিচার সন্ত্রাসী

হামলা চালানো হতে পারে। জনাকীর্ণ এলাকা, ধর্মীয় স্থাপনা ও রাজনৈতিক সভা-সমাবেশসহ বিভিন্ন জায়গায় এই হামলা হতে পারে। বৃটিশ হাইকমিশন বলেছে, কিছু গোষ্ঠী এমন ব্যক্তিদের টার্গেট করেছে, যাদের ইসলাম পরিপন্থি জীবনাচরণ ও মতামত রয়েছে বলে তারা মনে করে। হাইকমিশন আরও বলেছে, মাঝেমধ্যে সংখ্যালঘু ধর্মীয় গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে হামলা হয়েছে এবং পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনীকে টার্গেট করা হয়েছে। প্রধান শহরগুলোতে এসব হামলায় বিস্ফোরক ব্যবহার করা হয়েছে। বাংলাদেশি কর্তৃপক্ষ পরিকল্পিত এসব হামলা নস্যাতে কাজ করে যাচ্ছে। স্বল্প সময়ের নোটিশে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর উপস্থিতি বৃদ্ধি এবং চলাচলে বিধিনিষেধ আরোপ করা হতে পারে। ভ্রমণ সতর্কতায় নাগরিকদের উদ্দেশ্যে বৃটিশ হাইকমিশন বলেছে, চারপাশ সম্পর্কে আপনাকে সচেতন থাকতে হবে। বিশেষ করে পুলিশের স্থাপনাগুলোর আশপাশে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। বড় ধরনের সমাবেশ এবং পুলিশ ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর উপস্থিতি সংবলিত অন্যান্য জায়গা এড়িয়ে চলুন। বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে বৃটিশ হাইকমিশন বলেছে, ২০২৪ সালের জুলাই ও আগস্টে বাংলাদেশ জুড়ে ব্যাপক সহিংসতা হয়, যাতে অনেক মৃত্যু ও বহু আহত হয়েছে। পরিস্থিতি এখনো অস্থির রয়েছে উল্লেখ করে ওই বার্তায় বলা হয়, রাজনৈতিক মিছিল ও সমাবেশ এখনো অব্যাহত রয়েছে। এগুলো দ্রুত সহিংস হয়ে উঠতে পারে, যা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে রূপ নিতে পারে। দেশ জুড়ে শহর ও নগরে বিক্ষোভ ও ধর্মঘটের সময় সহিংসতা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটতে পারে। এসব ঘটনা প্রাণঘাতীও হয়ে উঠতে পারে। বাংলাদেশে সাম্প্রতিক অস্থিরতার একটি প্রভাব পুলিশের কর্মকাণ্ডের ওপর পড়েছে উল্লেখ করে বৃটিশ হাইকমিশন বলেছে, দেশ জুড়ে কিছু থানায় উল্লেখযোগ্য ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। সেগুলোর বেশির ভাগ আবার সচল হয়েছে।

Our Services:
- Accounts for LTD company
- Restaurants & Takeaway
- Cab Drivers & Small Shops
- Builders & Plumbers
- VAT
- Payroll & CIS
- Company Formations
- Business Plan
- Tax Return

TAJ ACCOUNTANTS

We are registered licence holder in public practice

TAKE CONTROL OF YOUR FINANCE

Taj Accountants
69 Vallance Road
London E1 5BS
tajaccountants.co.uk

Direct Lines:
07428 247 365
07528 118 118
020 3759 5649

BENECO financial services

1st time buyer Mortgage

বিস্তারিত জানতে আজই যোগাযোগ করুন
020 8050 2478

আমরা আমাদের এক্সটেনসিভ মর্টগেজ ল্যান্ডার্স প্যানেল থেকে সবধরণের মর্গেজ করে থাকি।

মর্গেজ মর্গেজ মর্গেজ
বাড়ি কিনতে চান?

- পর্যাপ্ত আয়ের অভাবে মর্গেজ পাচ্ছেন না?
- ক্রেডিট হিস্ট্রি ভালো নয়
- লেনদেনে 'ডিফল্ট' হিসেবে চিহ্নিত
- সময়মতো মর্গেজ পেমেন্ট পরিশোধ ব্যর্থতা
- রাইট টু বাই সুবিধা

Beneco Financial Services
5 Harbour Exchange
Canary Wharf
London E14 9GE.
Tel : 020 8050 2478
E: info@benecofinance.co.uk
St: 31/05- 30/06

barakah Money Transfer
বারাকাহ মানি ট্রান্সফার

SEND MONEY 24/7
ANY BANK, ANY BRANCH USING BARAKAH MONEY TRANSFER APP.

বারাকাহ মানি ট্রান্সফার APP (এ্যাপ) এর মাধ্যমে দিনে-রাতে ২৪ ঘন্টা 24/7 দেশের যে কোন ব্যাংকের যেকোন শাখায় টাকা পাঠান নিরাপদে।

প্রতিটি মুহূর্তে টাকার রেইট ও বিস্তারিত তথ্য জানতে লগ্ অন করুন
www.barakah.info

হাফিজ মাওলানা আবদুল কাদির
প্রতিষ্ঠাতা ঃ বারাকাহ মানি টান্সফার
M: 07932801487

barakah Money Transfer বারাকাহ মানি ট্রান্সফার
131 Whitechapel Road
London E1 1DT
(Opposite East London Mosque)

App Store | Google play
Send money 24/7 using Barakah Money Transfer App

TAKA RATE LINE : 020 7247 0800

বিশেষ সাক্ষাতকারে ড. ইউনূস

শেখ হাসিনাকে হস্তান্তরে বাধ্য হবে ভারত

ঢাকা, ৪ ডিসেম্বর : অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে বিচার শেষে রায় হলে হাসিনার প্রত্যাবর্তনের বিষয়ে ভারতকে আনুষ্ঠানিকভাবে অনুরোধ জানাবে বাংলাদেশ। এক্ষেত্রে উভয় দেশের স্বাক্ষরিত একটি আন্তর্জাতিক আইনের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'ভারত এ আইন মেনে কাজ করতে বাধ্য হবে।'

গত শনিবার নিক্কেই এশিয়াকে দেওয়া এক একান্ত সাক্ষাৎকারে এসব কথা বলেন প্রধান উপদেষ্টা। সোমবার সাক্ষাৎকারটি প্রকাশিত হয়।

তিনি বলেন, ক্ষমতাচ্যুত শেখ হাসিনা সরকার সবকিছু ধ্বংস করে গেছে, নির্বাচনের আগে আমাদের অর্থনীতি, শাসনব্যবস্থা, আমলাতন্ত্র ও বিচারব্যবস্থায় সর্বাত্মক সংস্কার করতে হবে।

বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার নির্বাচনি ব্যবস্থা, সংবিধান এবং বিচার ব্যবস্থার ক্ষেত্রে সংস্কারের জন্য বেশ কয়েকটি কমিশন গঠন করেছে। জানুয়ারির মধ্যে ওই কমিশনগুলোর সুপারিশ হাতে পাওয়ার পর পূর্ণাঙ্গ সংস্কার বাস্তবায়ন করার কথা জানান অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস। তবে এই সংস্কার বাস্তবায়নে সময় লাগবে।

তিনি বলেন, এই সংস্কার বাস্তবায়নে সময় লাগবে, কেননা 'নতুন বাংলাদেশ' গড়তে আমরা একদম শূন্য থেকে শুরু করেছি।

নির্বাচন ঠিক কখন হবে সে বিষয়ে কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি প্রধান উপদেষ্টা। তিনি বলেছেন, নির্বাচনের সময় নির্ভর করছে সংস্কার প্রক্রিয়ার ওপর। এর ফলাফলই সময় নির্ধারণ করে দেবে।

সাধারণ নির্বাচনে ড. ইউনূস প্রার্থী হবেন কিনা জানতে চাইলে তিনি বিষয়টি নাকচ করে দিয়ে বলেন, 'না, আমি রাজনীতিবিদ নই। আমি সবসময়ই রাজনীতি থেকে দূরে থেকেছি।' রাষ্ট্রের যেসব ব্যক্তি নীতি-নৈতিকতা সমুন্নত রাখেন,

নিয়ম-কানুন মেনে চলেন এবং নিজেকে দুর্নীতিমুক্ত রাখেন তাদের নির্বাচনে দাঁড়ানো উচিত বলে মনে করেন ড. ইউনূস।

তিনি বলেন, হাসিনার ১৫ বছরের শাসনামলে দেশের শাসনকাঠামো পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গেছে, আর গণতন্ত্র, অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ও জনগণের আস্থা পুনরুদ্ধার করে তা পুনর্গঠনের সুবিশাল কর্মযজ্ঞ আমাদের ঘাড়ে এসে পড়েছে।

প্রধান উপদেষ্টা বলেন, 'হাসিনার শাসনামলে গণতন্ত্রের রীতি-নীতি একদম ধ্বংস হয়ে গেছে। টানা তিন মেয়াদে ভোটারবিহীন ভুয়া নির্বাচন মঞ্চস্থ করেছেন হাসিনা। আর তাতে তিনি নিজেকে এবং তার দলকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজয়ী ঘোষণা করেছেন। একজন ফ্যাসিবাদী শাসক হিসেবে এসব করেছেন হাসিনা।'

ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেন, 'এ বছরের আগস্টে ছাত্রনেতৃত্বাধীন সরকারি চাকরিতে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে কয়েকশ শিক্ষার্থী নিহত হন। এরপরই শিক্ষার্থীদের এই আন্দোলন হাসিনার পতনের আন্দোলনে রূপ নেয়। শেষ পর্যন্ত ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে হাসিনার ১৫ বছরের শাসনের অবসান ঘটে। তিনি হেলিকপ্টারে চড়ে ভারতে পালিয়ে যান। অক্টোবরে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল শেখ হাসিনা এবং তার বেশ কয়েকজন সহযোগীর বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছে।'

কূটনৈতিক ফ্রন্টে বাংলাদেশের ভারতের সঙ্গে শক্তিশালী ও সহযোগিতাপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলা উচিত। এক্ষেত্রে ড. ইউনূস দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা (সার্ক) পুনরুজ্জীবনের প্রস্তাব করেছেন। ভারত ও পাকিস্তানের বৈরী সম্পর্কের ফলে সার্ক কার্যত নিষ্ক্রিয় রয়েছে। সার্কের লক্ষ্যগুলোর মধ্যে রয়েছে- ইউরোপীয়ান ইউনিয়নের সদস্য দেশগুলোর মতো নিজেদের মধ্যে চলাফেরার স্বাধীনতা, আন্তঃসীমান্ত বাণিজ্য উৎসাহিত করা। সার্কের সম্ভাবনার কথা তুলে ধরে ভারতেকে পাকিস্তানের সঙ্গে উত্তেজনা নিরসনের আহ্বান জানান ড. ইউনূস।

এদিকে হাসিনার পতনের পর বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ জানিয়েছে ভারত। তাদের দাবি বাংলাদেশে হিন্দুদের ঘরবাড়ি, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান ও মন্দিরে 'হামলা' করা হয়েছে। এ বিষয়ে ঢাকাকে অবশ্যই হিন্দু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে বলে জোর দিয়েছে দিল্লি। তবে ভারত সরকারের এসব ঢালাও বক্তব্য নাকচ করে দেন ড. ইউনূস।

তিনি বলেন, 'সংখ্যালঘু ইস্যুতে যা বলা হচ্ছে তার বেশির ভাগই প্রোপাগান্ডা।' এগুলো সঠিক তথ্যের ওপর ভিত্তি করে বলা হচ্ছে না বলে পালটা অভিযোগ করেন ড. ইউনূস। তিনি ভারতীয় সাংবাদিকদের বাংলাদেশে এসে তদন্তসাপেক্ষে সঠিক তথ্য তুলে ধরার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, আমরা এসব অপ-তথ্যের বিরুদ্ধে ভারত সরকারকে ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য কাজ করছি।

অন্য আঞ্চলিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ইউনূস চীনকে 'আমাদের বন্ধু' বলে অভিহিত করেন।

তিনি বলেন, সড়ক ও বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ থেকে শুরু করে সমুদ্রবন্দর পর্যন্ত তারা আমাদের বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করছে।

তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশ বেইজিংয়ের সঙ্গে সহযোগিতা অব্যাহত রাখবে।

দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় দেশগুলোর সংস্থা- আসিয়ানে বাংলাদেশের যোগ দেওয়ার বিষয়ে জোর দেন ড. ইউনূস। বাংলাদেশ আসিয়ানে যোগ দেওয়াকে একটি প্রতিশ্রুতিশীল সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করতে চায়। কারণ বাংলাদেশ বিশেষ করে ২০২৬ সালে জাতিসংঘের স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছে, এরপর বাংলাদেশ আর অগ্রাধিকারভিত্তিক শুল্ক সুবিধা পাবে না।

মালয়েশিয়া আগামী জানুয়ারি থেকে আসিয়ানের সভাপতি হতে যাচ্ছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে ড. ইউনূস বলেন, তিনি মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিমের সঙ্গে বাংলাদেশের সদস্যপদ নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি বাংলাদেশকে আসিয়ানে স্বাগত জানাতে তার সদিচ্ছার কথা ব্যক্ত করেছেন। তবে এক্ষেত্রে বেশ কিছু ধাপ রয়েছে বলে উল্লেখ করেন তিনি।

তিনি বলেন, বাংলাদেশের আসিয়ানে যোগ দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রথম ধাপটি হবে আসিয়ানের সংজ্ঞা সংশোধনে একটি সর্বসম্মত রেজোল্যুশন নিশ্চিত করা। এর আগে আমরা আসিয়ানের একটি সেক্টরাল ডায়ালগ পার্টনার হিসেবে স্বীকৃতি অর্জনের আশা করছি। আসিয়ানের সদস্য দেশগুলো বাংলাদেশের এই প্রচেষ্টাকে সমর্থন করবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন ড. ইউনূস।

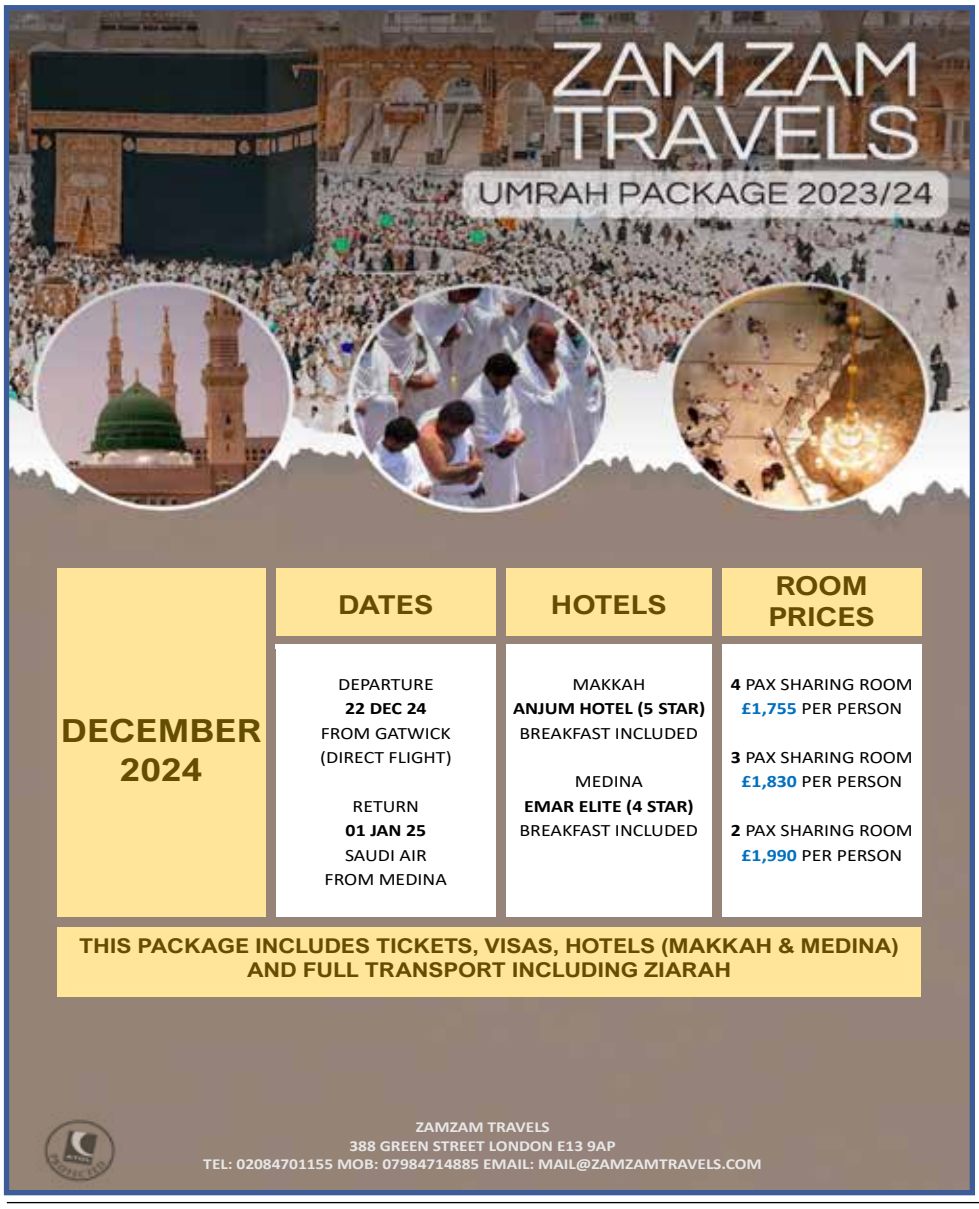

নিউইয়র্কের রাস্তায় মুগ্ধতা ছড়াচ্ছেন মিম

ঢাকা, ৪ ডিসেম্বর : বড়পর্দায় এখন খুব একটা ব্যস্ততা নেই চিত্রনায়িকা বিদ্যা সিনহা মিমের। অবসরের এই সময়টা আনন্দ-উৎসবে কাটাতে তাই মার্কিন মুলুকে পৌঁছে গেছেন। সেখানে এখন বড়দিনের আবহ বিরাজ করছে। স্বামী সনি পোদ্দারকে নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে তার সময়টা যে খুবই ভালো কাটছে, সেটা তার ফেসবুক পেজে চোখ রাখলেই বুঝা যায়।

সম্প্রতি নিজের যুক্তরাষ্ট্র সফরের বেশকিছু স্থিরচিত্র সামাজিক মাধ্যমে শেয়ার করেছেন মিম। তাতে দেখা যায়, কখনো ম্যানহাটন, নিউইয়র্কের টাইমস স্কয়ার তো কখনো আবার টুইন টাওয়ার মেমোরিয়ালে গিয়ে প্রকাণ্ড এক ক্রিসমাস ট্রি পেছনে রেখে স্মৃতি জমা করছেন তিনি।

জানা যায়, একটি পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে যোগ দিতেই যুক্তরাষ্ট্রে গিয়েছেন মিম। তবে সে সম্পর্কিত কিছু পোস্ট না করলেও নিজেদের অবকাশযাপনের মুহূর্তগুলো ভক্তদের সঙ্গে ভাগাভগি করে নিয়েছেন এই অভিনেত্রী।

সামাজিক মাধ্যমে মিমের শেয়ার করা একটা ভিডিও দেখা যায়, নিউইয়র্কে বিভিন্ন সাজে, ভঙ্গিতে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন নায়িকা। হেঁটে বেড়াচ্ছেন রাস্তায়, পার্কের ফুটপাতে। কখনও বেঞ্চে বসে ছবি তুলছেন, আবার কখনও মিল্কশেক পান করে তার স্বাদ বোঝানোর চেষ্টা করছেন। শপে শপে ঘুরে শো-পিস এর মতো জিনিস দেখছেন, আবার শপিং মলেও পা রাখছেন।

ছবি, ভিডিওগুলো নেটমাধ্যমে ছড়াতেই মিমের অনুরাগীদের প্রতিক্রিয়াও ছিল দেখার মতো। আসলে মিমকে বিভিন্ন এলাকা থেকে নানান সাজে দেখে রীতিমতো মুগ্ধ হন তার ভক্তরা; ভালোবাসা ও শুভেচ্ছায় ভরিয়ে দিতে থাকেন তারা।

তিন বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর মতামত চাইলেন প্রধান উপদেষ্টা

বৈঠক থেকে বেরিয়ে এসে জানালেন ফুয়াদ

ঢাকা, ৪ ডিসেম্বর : প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস তিনটি বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে মতামত চেয়েছেন বলে জানিয়েছেন আমার বাংলাদেশ (এবি) পার্টির যুগ্ম সদস্য সচিব আসাদুজ্জামান ফুয়াদ।

বুধবার বিকেল সোয়া ৫টার দিকে বৈঠকের বিরতির সময় ফরেন সার্ভিস একাডেমি থেকে বের হয়ে সাংবাদিকদের তিনি এ কথা জানান।

ব্যারিস্টার ফুয়াদ বলেন, ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে তিনটি বিষয়ে আলোচনা করেছেন প্রধান উপদেষ্টা। প্রথম বিষয় ভারতসহ সারাবিশ্বে যে প্রোপাগান্ডা চলছে সেগুলো নিয়ে রাষ্ট্র হিসেবে আমাদের করণীয়; দ্বিতীয় বিষয় আগরতলায় সহকারী হাইকমিশন অফিস ভাঙচুর ও পতাকা অবমাননা নিয়ে করণীয় এবং তৃতীয় বিষয় বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতন নিয়ে যে গল্প ও উপন্যাস সারা দুনিয়ায় চলছে তা নিয়ে মতামত জানতে চেয়েছেন তিনি।

এ সময় বৈঠকের এজেন্ডা সরকারের পক্ষে শিল্প উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান তুলে ধরেন বলেও জানান তিনি।

আসাদুজ্জামান ফুয়াদ বলেন, আজকের বৈঠকে নির্বাচন সংক্রান্ত আলোচনা ছিল না। সবগুলো দল তাদের মতামত তুলে ধরছেন রাষ্ট্র হিসেবে আমাদের করণীয় কি। এখন পর্যন্ত রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষ থেকে যে আলোচনা হয়েছে তা হলো-

১. বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক দল আজকের আলোচ্য সূচনায় নির্বাচন না থাকলেও প্রয়োজনীয় সংস্কার শেষে নির্বাচন দেয়ার জন্য তাগাদা দিয়েছেন।

২. স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের সেবার ঘাটতি সারাদেশে পরিলক্ষিত হচ্ছে, এই ক্ষেত্রে সরকার কী ব্যবস্থা নিবে।

৩. সবাই রাষ্ট্রকে আশ্বস্ত করেছেন স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে এবং জাতীয় স্বার্থের প্রশ্নে আমরা আপনাদের পিছনে আছি। আপনাদের সিদ্ধান্ত ও লড়াইয়ের পিছনে আমরা অংশীদার।

তিনি বলেন, দুই-একজন পরামর্শ দিয়েছেন সংখ্যালঘুদের ব্যাপারে আমরা একটি জাতীয় কমিশন করতে পারি কি না। জাতীয় কমিশন করলে ৫০ বছরের বঞ্চনা বিশেষ করে গত ১৬ বছরে যে বঞ্চনা হয়েছে তার সত্যতা কতটুকু তা বের হয়ে আসবে, এমন মতামতও কেউ কেউ দিয়েছেন বলেও জানান তিনি।

KUSHIARA

Travels • Cargo • Money Transfer • Courier Service

বিমান ও অন্যান্য এয়ারলাইন্সের সুলভমূল্যে টিকিটের জন্য আমরা বিশ্বস্ত

IATA Biman BRITISH AIRWAYS TURKISH AIRLINES QATAR KUWAIT Emirates

Hotline
0207 790 1234
0207 790 9888
Mobile
07956 304 824

We Buy & Sell BDT Taka, USD,Euro

Money Transfer
Bureau De Exchange

Cargo Services

আমরা ডিএইচএল- এ লেটার ও পার্সেল করে থাকি।

ঢাকা ও সিলেট সহ বাংলাদেশের যে কোন এলাকায় আপনার মূল্যবান জিনিসপত্র যত্নসহকারে পৌঁছে দিয়ে থাকি।

আমরা হোটেল বুকিং ও ট্রান্সপোর্টের ব্যবস্থা করে থাকি।

Address:
319 Commercial Road,
London, E1 2PS
Tel: 020 7790 9888,
020 7790 1234
Cell: 07956304824
Whatsapp Only:
07424 670198,07908 854321
Phone & Whatsapp:
+880 1313 088 876,
+880 1313 088 877

Bangladesh Office, Sylhet.
House No: 36, Road No 13
Block B, Shahjalal Uposhor
Tel: 0088 029 9770 0392
Mob: 0088 01313 088877

Open:
Saturday-Thursday
Friday Telephone service only

We are Open 7 Days a Week
10 am to 8 pm

For More Information
kushiaratravel@hotmail.com

LAWMATIC
SOLICITORS

আপনি কি
IMMIGRATION FAMILY PERSONAL INJURY
CONVEYANCING CRIMINAL LITIGATION
সংক্রান্ত সমস্যায় আছেন ?
দীর্ঘ এক দশকের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন আইনজীবীদের সহযোগিতা নিন

ASADUZZAMAN

FAKHRUL ISLAM

SAYED HASAN

SALAH UDDIN SUMON

Immigration and Nationality	ইমিগ্রেশন ও ন্যাশনালিটি
Family and Children	ফ্যামিলি ও চিলড্রেন
Personal Injury	পার্সোনাল ইনজুরি
Litigation	লিটিগেশন
Property, Commercial & Employment	প্রপার্টি, কমার্শিয়াল ও এমপ্লয়মেন্ট
Housing and Homelessness	হাউজিং ও হোমলেসনেস
Landlord and Tenant	ল্যান্ডলর্ড ও টেনেন্ট
Welfare Benefits	ওয়েলফেয়ার বেনিফিটস
Money Claim & Debt Recovery	মানি ক্লেইম ও ডেট রিকভারি
Wills and Probate	উইলস ও প্রবেট
Mediation	মিডিয়েশন
Road Traffic Offence	রোড ট্রাফিক অফেনস্
Flight Delay Compensation	ফ্লাইট ডিলে কমপেনসেশন
Crime	ক্রাইম
Conveyancing	কনভেয়েনসিং

132 Cavell Street
London E1 2JA
T : 0208 077 5079
F : 0208 077 3016
www.lawmaticsolicitors.com
info@lawmaticsolicitors.com

দু-এক দিনের মধ্যে সুখবর আসছে : জামায়াত আমির

ঢাকা, ৪ ডিসেম্বর : দেশবাসী আগামী দু-এক দিনের মধ্যে সুখবর পেতে যাচ্ছেন বলে জানিয়েছেন জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান।

বুধবার সন্ধ্যায় প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে সংলাপ শেষে রাজধানীর

ফরেন সার্ভিস অ্যাকাডেমি থেকে বেরিয়ে সাংবাদিকদের তিনি এই কথা জানান।

সংলাপের বিষয়ে জামায়াতের আমির বলেন, অপপ্রচার মোকাবিলায় আমরা সরকারের সঙ্গে কাজ করব।

তিনি বলেন, আমরা কারও পাতা ফাঁদে পা দেবো না। কারও কাছে মাথা নত করব না, আবার সীমা লঙ্ঘনও করব না। দু-একদিনের মধ্যে সুখবর পাবেন আশা করি।

ডা. শফিকুর রহমান বলেন, দেশের সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে কোনো ছাড় নয়। সব ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করতে আমরা ঐক্যবদ্ধ।

এর আগে, বিকেল সোয়া ৪টার দিকে রাজধানীর ফরেন সার্ভিস অ্যাকাডেমিতে দেশের চলমান নানা ইস্যুতে আলোচনার জন্য বিএনপি-জামায়াতসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের সঙ্গে সংলাপে বসেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস।

বিকেল সাড়ে ৩টা থেকে ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আসতে থাকেন রাজনৈতিক দলগুলোর নেতারা। বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেনের নেতৃত্বে ৫ সদস্যের প্রতিনিধি দল সংলাপে অংশ নেয়।

অন্য সদস্যরা হলেন, ড. আব্দুল মঈন খান, নজরুল ইসলাম খান, আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী ও অধ্যাপক ডাক্তার এ জেড এম জাহিদ হোসেন।

জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে প্রতিবাদ সমাবেশে রিজভী

‘হিন্দু-মুসলমান একইসঙ্গে লড়াই করে দিল্লির দাসত্বকে খান খান করে দেব’

ঢাকা, ৪ ডিসেম্বর : বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী বলেছেন, ‘আজকে সারাদেশের মানুষ জাগরিত। তাদের মনের যে জাগরণ দেশ মাতৃকা রক্ষার জন্য, এখানে হিন্দু-মুসলমান এই মাতৃকায় যাদের জন্ম, এই মাটির সন্তান তারা। তারা এই দেশকে অন্যের গোলামির কাছে বিক্রি করবে কেন? আমরা হিন্দু-মুসলমান একইসঙ্গে লড়াই করব। দিল্লির দাসত্বকে খান খান করে দেব।’

বুধবার (৪ ডিসেম্বর) জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে আগরতলায় বাংলাদেশের সহকারী হাইকমিশনে হামলার প্রতিবাদে বাংলাদেশ পূজা উদ্‌যাপন ফ্রন্টের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত বিক্ষোভ সমাবেশ ও পদযাত্রায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি।

বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব বলেন, ‘বিজেপি সরকার গোঁড়া হিন্দুত্ববাদকে পুঁজি করে ক্ষমতায় এসেছে। এদের আর কোনো পুঁজি নেই। সুতরাং, ক্ষমতায় থাকতে হলে হিংসা ও ঘৃণা ছড়াতে হবে। এ ছাড়া নরেন্দ্র মোদি বাবুর ক্ষমতায় থাকা অনেক মুশকিল হবে। কারণ ভারতের স্বাধীনতায় তাদের পূর্বসূরিদের কোনো অবদান নেই। এটি আমার নিজের ইতিহাস পাঠ নয়, একজন বিখ্যাত লেখক অন্নদা শংকর রায় তার এক লেখায় বলেছেন।’

রুহুল কবির রিজভী বলেন, ‘আমার কাছে অবাক লাগে, যে ভদ্রমহিলার (ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়) প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ছিল। অসাম্প্রদায়িক, সেক্যুলার হিসেবে যে রাজনীতিবিদকে চিনতাম, তাকেও মনে হলো– রাজনীতির জন্য মুখে অসাম্প্রদায়িকতার কথা বলতেন, ধর্ম নিরপেক্ষতার কথা বলতেন, কিন্তু তার গভীরে ছিল কট্টর হিন্দুত্ববাদ। যেকোনো আদর্শের কট্টরবাদ মানবতার পরিপন্থী।’

তিনি বলেন, ‘পশ্চিমবঙ্গে মুসলিমদের হার ২৫ শতাংশ, অথচ সরকারি চাকরিতে সুযোগ পায় মাত্র ১ শতাংশ। তাহলে মমতা তো কখনোই ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদী ছিলেন না।’

রুহুল কবির রিজভী বলেন, ‘আমরা জোর গলায় বলতে পারি– শেখ হাসিনা ছাড়া অন্যের ধর্মের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ কেউ কখনোই ছড়ায়নি (বাংলাদেশে)। এই দেশে যারা ইসলামী রাজনীতি করেন, তারাও কিন্তু সাম্প্রদায়িক কথা বলেন না। অন্য ধর্মের প্রতি আক্রমণ করে কোনো কথা বলেন না। এটাই আমাদের ঐতিহ্য।’

ভারতীয়দের উদ্দেশে বিএনপির এ নেতা বলেন, ‘আপনারা আগরতলায় সহকারী হাইকমিশনে আমাদের পতাকা নামিয়ে ছিঁড়েছেন। এটা তো প্রচণ্ড আঘাত। এটা আমরা কোনোদিনও ভুলে যাব না।’

রুহুল কবির রিজভী বলেন, ‘আমরা আমাদের স্বাধীনতা রক্ষায় অঙ্গিকারাবদ্ধ। আমরা ভারতসহ যত বড়, ক্ষুদ্র রাষ্ট্র আছে প্রত্যেকটা দেশের স্বাধীনতার মর্যাদা দিই, কিন্তু ভারতের শাসকগোষ্ঠী যদি মনে করে, ‘‘সম্প্রসারণ চালিয়ে বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান ও অন্যান্য দেশ আমরা (ভারত) কব্জা করে নেব’’। তাহলে আপনারা বোকার স্বর্গে বাস করছেন।’

WorkPermitCloud Ltd.

A cloud-based solution for all your Immigration needs

Do you

- Need sponsorship licence?
- Need immigration advice?
- Wish to recruit skilled staff?
- Need a robust HR system?

Our Services

- Sponsor Licence Application
- Skilled Worker Visa application
- Health & Care worker Visa application
- Innovator Founder Visa application
- Self-Sponsorship service
- HRM software service

Contact us

+44 020-8087-2343
+44 07888193300(WhatsApp)
info@workpermitcloud.co.uk
workpermitcloud.co.uk

Scan the QR code to visit our website

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH
দেশ
সত্য প্রকাশে আপোসহীন

(Weekly Desh is a Leading Bengali newspaper in the UK which distributes FREE in the Mosques every Friday. Also, it's available through the week at grocery shops and Cash and Carry in our designated paper stands. The newspaper is published by Reflect Media Ltd Company number 08613257 and. VAT registration number: 410900349)

Editor:
Taysir Mahmud

31 Pepper Street
Tayside House
Canary Wharf
London E14 9RP
Tel: 0203 540 0942
M: 07940 782 876
info@weeklydesh.co.uk (News)
advert@weeklydesh.co.uk (Advertisement)
editor@weeklydesh.co.uk (Editorial inquiry)

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, রুখতে হবে অপরাজনীতি

বাংলাদেশকে বলা হয় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ। এ দেশে ইসলাম এসেছে তরবারি নয়, সুফিসাধকদের মাধ্যমে। চৈতন্যদেবের মানবিক চেতনা বাংলাদেশের মানুষকে অনুপ্রাণিত করেছে। মধ্যযুগের কবি বড়ু চণ্ডীদাসের কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে অমীয় বাণী 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই'। এর আগে সম্রাট অশোকের সময় বৌদ্ধধর্মের শান্তি ও অহিংসার বাণী প্রচারিত হয়েছে এই জনপদে। বাংলাদেশে খ্রিস্টধর্মের আগমন মোগল তথা মুসলিম শাসনামলেই। ব্রিটিশ উপনিবেশবাদী শাসনের যত সমালোচনাই থাক না কেন, তারা তাদের ধর্মকে এই দেশবাসীর ওপর চাপিয়ে দেওয়ার ভ্রান্তিতে ভোগেনি। বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে সর্বস্তরের মানুষ ধর্মীয় বিভেদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল। কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করেছিল পাকিস্তানি দখলদার বাহিনী এবং তাদের দোসরদের বিরুদ্ধে। ৩০ লাখ মানুষের প্রাণ আর দুই থেকে তিন লাখ মা-বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে এ দেশের মানুষ ছিনিয়ে এনেছে মুক্তিযুদ্ধের বিজয়। কর্তৃত্ববাদী শাসনের বিরুদ্ধে মহান জুলাই গণ অভ্যুত্থানে বাঙালি, পাহাড়ি, হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান সব সম্প্রদায়ের মানুষ অংশ নিয়েছে- ধর্ম যার যার রাষ্ট্র সবার এই অবিনাশী চেতনায়। তবে জুলাই অভ্যুত্থানের অর্জনকে কেড়ে নেওয়ার জন্য চক্রান্তে লিপ্ত হচ্ছে ঘর ও বাইরের শত্রুরা। এই গণ অভ্যুত্থানের পর সংখ্যালঘুদের উপাসনাগার ও বাড়িঘরে হামলা চালায় মতলববাজরা। হতাশার মধ্যে আশার আলো হলো, সে চক্রান্ত রুখে দেয় ছাত্রসমাজ তথা দেশের মানুষ। সনাতন ধর্মাবলম্বীদের উপাসনালয় প্রহরায় মাদরাসাশিক্ষার্থীরা যে নিবেদিতপ্রাণ ভূমিকা রেখেছেন, তা প্রশংসার দাবিদার। জুলাই অভ্যুত্থানের পর সারা দেশে শারদীয় দুর্গোৎসব উদযাপিত হয়েছে শান্তিপূর্ণভাবে। বাংলাদেশের মহত্ত্ব তুলে ধরতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে সর্বস্তরের মানুষ। সম্প্রতি সনাতন ধর্মের একজন ধর্মীয় নেতার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের এবং তাকে গ্রেপ্তারের পর জামিন না দিয়ে কারাগারে প্রেরণের নির্দেশ দেন আদালত। মামলার বাদী যে রাজনৈতিক দলের সদস্য তারাই তাকে দল থেকে বহিষ্কার করে মামলার উদ্দেশ্য সম্পর্কে সংশয় থাকায়। তারপরও দুর্ভাগ্যজনকভাবে বিপত্তি এড়ানো যায়নি। আদালত প্রাঙ্গণে ধর্মীয় নেতার ভক্তদের বিক্ষোভ প্রদর্শন এবং পুলিশি অ্যাকশনের পর উদ্ভূত গোলযোগে একজন আইনজীবী নিহত হয়েছেন মর্মান্তিকভাবে। আমরা যে কোনো ধরনের অসহিষ্ণুতার বিরুদ্ধে এবং আদালতে একজন আইনজীবীর হত্যাকাণ্ডকে আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে সীমাহীন ব্যর্থতা বলেই মনে করি। এ ঘটনায় যে বা যারাই জড়িত, বিচারের মাধ্যমে অপরাধীদের দ্রুত দৃষ্টান্তমূলক সাজা কাম্য। একইভাবে দেশের ভাবমূর্তির স্বার্থে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখতে জাতিকে ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা পালন করতে হবে। যারা কাণ্ডজ্ঞানহীনভাবে উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে অপরাজনীতি করার চেষ্টা করছে, তাদের নিবৃত্ত করা সরকারের দায়িত্ব বলে বিবেচিত হওয়া উচিত।

শতাব্দীর জটিল রাজনীতির কবলে দেশ!

গোলাম মাওলা রনি

এমনটি আমি কোনো দিন দেখিনি। কোথাও শুনিনি কিংবা বইপুস্তকে পড়িনি। ইতিহাস-রাজনীতি-আইন নিয়ে পড়াশোনা করেছি। বহু দেশে গিয়েছি, বহু নাটক-সিনেমা গল্প-উপন্যাস পড়েছি কিন্তু ২০২৪ সালের ডিসেম্বর মাসে বাংলাদেশের রাজনীতিতে যা দেখেছি তা কোথাও দেখিনি। আলোচনার শুরুতেই বলে নেওয়া ভালো যে রাজনীতি একটি বিজ্ঞান। এখানে কল্পনা-স্বপ্ন-ধোঁকাবাজি, টাউটারি-বাটপারির কোনো সুযোগ নেই। এখানে বিজ্ঞানের মা হিসেবে পরিচিত অঙ্কের ব্যবহার করতে হয় সবার আগে। তারপর ফিজিক্স বা পদার্থবিদ্যার সূত্র অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হয়। সবার শেষে যোগ হয় রসায়ন বা কেমিস্ট্রি।

অঙ্কের সংখ্যাতত্ত্ব না থাকলে যেমন অঙ্ক করা সম্ভব নয়- তদ্রূপ রাজনীতির ময়দানে সংখ্যাতত্ত্ব অর্থাৎ ০, ১, ২, ৩ থেকে ৯ পর্যন্ত এবং সেসব সংখ্যার যোগ-বিয়োগ-গুণ ভাগ যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা আবশ্যক। প্রথমত রাজনীতিতে আপনি যাদের ওপর আধিপত্য দেখাবেন এবং যাদের পরাজিত করবেন তাদের সংখ্যার সঙ্গে আপনার সংখ্যার একটি গাণিতিক সমীকরণ লাগবে। আপনি যদি অযোগ্য, অথর্ব এবং কম বুদ্ধির এক কোটি লোক জড়ো করেন এবং তাদের একত্র করে গুণ-ভাগ-যোগ-বিয়োগ করেন তবে ফলাফল নিশ্চিত শূন্য। আবার যদি ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বখতিয়ার খলজির সঙ্গী-সাথিদের মতো লোকজন আপনার সঙ্গে থাকে তবে প্রতিটি লোকের গুণগত ও সংখ্যাগত মান হবে ৯ এবং প্রতিটি সংখ্যা একটি অপরটির সঙ্গে গুণনিয়ক হিসেবে কাজ করবে অর্থাৎ ৯ঢ়৯ঢ়৯ঢ়৯...।

উল্লেখিত তথ্য অনুযায়ী সেই আদিকাল থেকে তাবৎ দুনিয়ার রাজনীতির ফলাফল নির্ধারিত হয়ে এসেছে। খুব অল্পসংখ্যক মানুষ কেবল গুণগত পার্থক্যের জন্য তাদের চেয়ে শত গুণ হাজার গুণ লক্ষ গুণ কিংবা কোটি মানুষকে পরাজিত করেছে- তারপর পরাজিতদের জয় করে তাদের ওপর নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং সবশেষে শাসন করেছে। অন্যদিকে প্রকৃতির ভেড়ার পালের মতো সংখ্যাধিক্য, দাঁতাল শুয়োরের মতো গোঁয়ার্তুমি এবং তেলাপোকা ও শুয়োপোকার মতো বৈশিষ্ট্য নিয়ে বহু জাতি, গোষ্ঠী, সম্প্রদায় নিজেদের বিপুল সংখ্যাধিক্য ধনসম্পদ, অহমিকা, প্রাসাদ-স্ত্রী-পুত্র, হর্মরাজি সবকিছুসহ কখনো পরাজিত শতাব্দীর জটিল রাজনীতির কবলে দেশ!আবার কখনো বা সমূলে বিনাশ হয়েছে কেবল রাজনীতির সংখ্যাতত্ত্বের সূত্র না জানার কারণে।

রাজনীতির সংখ্যাতত্ত্বের সূত্র অনুযায়ী রাজনীতি করার জন্য যেমন বিপুলসংখ্যক নেতা-কর্মী-সমর্থক দরকার তদ্রূপ দল পরিচালনার জন্য যোগ্যতর ও শ্রেষ্ঠতর নেতৃত্ব দরকার। এখানে নেতার যোগ্যতা বলতে তাঁর বড়ত্ব অর্থাৎ সংখ্যার বিচারে জনগণের মধ্যে তাঁর মান কী ১ নাকি ৯ তা নির্ধারণ জরুরি। দ্বিতীয়ত শ্রেষ্ঠত্ব বলতে তাঁর চরিত্রের মাধুর্যতা, অভিজ্ঞতা, জনপ্রিয়তা, সফলতা, সুসম্পর্ক, সুখ্যাতি ইত্যাদিকে বোঝায়। এসব গুণাবলি নেতার সংখ্যাত্মক মানের সঙ্গে পাটিগণিতের যোগ বা গুণের সূত্রমতে একধরনের ফলাফল তৈরি করে, যা নেতাকে উচ্চতর মাকামে পৌঁছে দেয়। রাজনীতির সংখ্যাতত্ত্বের আরেক বৈশিষ্ট্য হলো শান্তির সময়ে পাটিগণিতের সূত্র প্রযোজ্য হয় এবং অশান্তি-যুদ্ধবিগ্রহের সময় বীজগণিতের সূত্রমতে সবকিছু চলে। অর্থাৎ শান্তির সময় কোনো কিছু গড়তে কিংবা ধ্বংস করতে যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগের সূত্র কার্যকর থাকে। অন্যদিকে যুদ্ধের সময় রুটওভার সূত্রের কবলে পড়ে হিমালয় পাহাড় প্রশান্ত মহাসাগরে রূপ নেয় অথবা আমাজনের জঙ্গল সাহারা মরুভূমিতে পরিণত হয়। কখনো কখনো আসমানের গ্রহ-নক্ষত্র কক্ষচ্যুত হয়, জমিনের খালবিলের পুঁটি-ভেদা-কাঁচকি-মলা-ডেলা মাছে পরিণত হয় অথবা জমিনের মশা-মাছি-উইপোকারা আকাশের তারা হয়ে জ্বলজ্বল করতে থাকে। যুদ্ধকালীন এই বিবর্তনে কেবল রাজনীতির সংখ্যাতত্ত্বের মাধ্যমেই ভারসাম্য আনা সম্ভব।

২০২৪ সালের ডিসেম্বর মাসে আপনারা বাংলাদেশের রাজনীতিতে কোন কোন সংখ্যা কীভাবে দেখতে পাচ্ছেন এবং সেগুলো কী পাটিগণিত নাকি বীজগণিতের সূত্রে নড়াচড়া করছে তা নিয়ে ভাবতে থাকুন। আর আমি এই সুযোগে রাজনীতিবিজ্ঞানের দ্বিতীয় স্তর, অর্থাৎ পদার্থবিদ্যার সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করে আসি। আপনারা জানের যে ইংরেজি ফিজিক্স শব্দটি এসেছে গ্রিক ফুঁসিস শব্দ থেকে, যার অর্থ প্রকৃতি সম্পর্কিত জ্ঞান, গণিত বা অঙ্ক যখন প্রকৃতির কোনো পদার্থের ওপর প্রয়োগ করা হয় তখন সেখানে যে বিজ্ঞানময়তার সৃষ্টি হয়, তা-ই এক কথায় ফিজিক্স।

আপনার যদি ফিজিক্স বা পদার্থবিজ্ঞানের জ্ঞান না থাকে তাহলে আপনি প্রকৃতির কোনো পদার্থকে মূল্যায়ন করতে পারবেন না। পদার্থের শক্তি, ভর বা ওজন এবং কার্যকারিতা সম্পর্কে আপনি যদি অবোধ শিশু হন তবে বিষধর গোখরা সাপ এবং কেঁচোর পার্থক্য আপনি বুঝবেন না। আপনি শেয়ালকে মনে করবেন শজারু আর বিড়ালকে মনে করবেন বাঘ। আপনি পিঁপড়ের শক্তি নিয়ে মস্ত বড় হাতিকে মাথার ওপর তুলে নাচতে চাইবেন এবং তেলাপোকা হয়ে ঈগলের সঙ্গে আকাশে ডানা মেলে ওড়ার প্রতিযোগিতা শুরু করবেন। আপনি নাপিতের দোকানের ক্ষুর দিয়ে অ্যাটম বোমার বিরুদ্ধে লড়াই করার চেষ্টা করবেন। অথবা গুলতি নিয়ে কামানের সামনে দাঁড়িয়ে অকুতোভয়ে হুংকার দেবেন এবং তিরধনুক দিয়ে মিগ ৩৫-এর মতো অত্যাধুনিক জঙ্গিবিমান ভূপাতিত করার চেষ্টা করবেন।

পদার্থবিজ্ঞানের জ্ঞান না থাকলে আপনি মানুষের গতিপ্রকৃতি ভারসাম্য ইত্যাদি কিছুই বুঝবেন না। অবোধ শিশুর মতো আপনি কারণে-অকারণে হাসবেন এবং ক্ষণে ক্ষণে কাঁদবেন।

অন্যের গুদগুদি বা সুড়সুড়িতে লম্পঝম্প করবেন এবং নিজ বিছানায় মলত্যাগ করে মনের আনন্দে সারা অঙ্গে মেখে এবং কিঞ্চিৎ গলধঃকরণ করে ওলে ওলে পুতুপুতু করে বড়দের বিনোদন প্রদান করবেন। আপনি আগুন দিয়ে খেলবেন এবং হাতের কাছে যা পাবেন তাই মুখের মধ্যে ঢোকানোর জন্য নাচানাচি করবেন। আপনার যদি দু-চারটে দুধদাঁত উঠে থাকে তবে তা দিয়ে লোহা-তুলা-সাপ-ব্যাঙ-মানুষ সবাইকে নির্বিশেষে কামড় দেবেন এবং একেবারে কিছু না পাওয়া গেলে নিজের আঙুলে কামড় বসিয়ে ওয়া ওয়া শব্দে দুনিয়া তোলপাড়ের চেষ্টা চালাবেন। পদার্থবিজ্ঞানের উপরিউক্ত সাধারণ আলোচনা থেকে আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন যে রাজনীতির জন্য প্রকৃতির জ্ঞান কতটা জরুরি।

দ্বিতীয়ত পদার্থবিজ্ঞানের ভর-তাপ-চাপ সামাল দিয়ে একটি কাঠামো নির্মাণ করতে না পারলে মানুষকে আজীবন গুহাবাসী হয়েই থাকতে হতো। পৃথিবীর তাবৎ স্থাপত্যবিদ্যা বা ইঞ্জিনিয়ারিং এর মূলে রয়েছে পদার্থবিজ্ঞানের অবদান। মিসরের পিরামিড, চীনের মহাপ্রাচীর, আসোয়ানের বাঁধ, গ্রান্ড ক্যানাল খনন, আধুনিককালের সুয়েজ খাল অথবা প্রাচীন ফেরাউন জমানার প্রথম সুয়েজ খাল এবং হজরত ওমর (রা.)-এর জমানায় খননকৃত দ্বিতীয় সুয়েজ খালের হাত ধরে বর্তমানের সুয়েজ খালের মধ্যে পদার্থবিজ্ঞানের প্রয়োগ এবং এসব কর্মকাণ্ডের সঙ্গে মহাকালের রাজনীতি-অর্থনীতি এবং সামরিক নীতির কী সম্পর্ক রয়েছে, তা বিস্তারিত আলোচনা করতে গেলে রীতিমতো মহাভারত রচনা হয়ে যাবে। সুতরাং ওই দিকে না গিয়ে চলমান বাংলাদেশের রাজনীতিতে পদার্থবিজ্ঞানের যে করুণ দশা ঘটেছে তা নিয়ে আলোচনা করা যাক।

পদার্থবিজ্ঞানের অন্যতম শর্ত হলো গাণিতিক নিয়মে যে কোনো বিষয়ের জন্য একটি কাঠামো দরকার। রাষ্ট্র তার আমলাতন্ত্রের মাধ্যমে এই কাঠামো গড়ে তোলে। থানা-পুলিশ-প্রশাসন, বিচার বিভাগ-সংসদ থেকে শুরু করে প্রত্যন্ত গ্রামে অবস্থিত একটি তহশিল অফিস, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ডাকঘর, সরকারি বাংলো অথবা গণশৌচাগারের মাধ্যমে রাষ্ট্র তার কাঠামো গড়ে তোলে। এই কাঠামো যেখানে যত মজবুত সেখানেই রাষ্ট্র তার ক্ষমতা প্রয়োগে অধিকতর সক্ষম। অন্যদিকে রাষ্ট্রের অবকাঠামো যেখানে দুর্বল যেমন আমাদের পাহাড়, বনাঞ্চল এবং চরাঞ্চলে সরকারি কাঠামো শক্তিশালী না হওয়ার কারণে ওসব এলাকায় রাষ্ট্রীয় আইনের পরিবর্তে প্রকৃতির আইন বেশি কার্যকর। রাষ্ট্রের মতো সরকার কিংবা রাজনৈতিক দলের কাঠামোর ওপর নির্ভর করে রাজনীতি এবং সরকারের সাফল্য। যে কোনো রাজনৈতিক দলের সংখ্যাতত্ত্ব এবং সারা দেশে কাঠামোগত অবস্থানের ওপর তাদের সফলতা নির্ভর করে। বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের নিজস্ব রাজনীতি, নিজেদের সংখ্যাতত্ত্ব এবং নিজেদের কাঠামোগত কোনো বিজ্ঞান নেই। ফলে রাষ্ট্রের কাঠামোর ওপর নিজেদের সংখ্যাতত্ত্বের পাটিগণিত বা বীজগণিতের যে সূত্র তা কোনো অবস্থাতেই জনগণকে শূন্য বা ঋণাত্মক ফলাফলের বাইরে কিছু দিতে পারছে না।

আমরা আজকের আলোচনার একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। এবার রাজনীতির কেমিস্ট্রি নিয়ে কিছু বলি, আপনার যদি রসায়ন সম্পর্কে কোনো জ্ঞান না থাকে তবে দই আর চুনের পার্থক্য নিরূপণ করতে পারবেন না। দইয়ের মধ্যে চিনি মিশিয়ে তা গলধঃকরণ করলে আপনার মুখ গহ্বর ও খাদ্যনালির মধ্যে যে তৃপ্তির পরশ পাবেন তা রীতিমতো আপনার জন্য মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়াবে যদি আপনি এক চামচ চুন এবং এক চামচ চিনি একত্রে মুখের মধ্যে ঢুকিয়ে তা গলধঃকরণের চেষ্টা করেন। দই-চিনি কিংবা চুন-চিনির রসায়নের চেয়েও জটিল ও কুটিল পরিণত সৃষ্টি হয় রাজনীতির ময়দানে যদি আপনি মানুষের মন-মস্তিষ্ক আচার-আচরণ, রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং স্থান কাল পাত্র অনুধাবন, পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে ব্যর্থ হন।

২০২৪ সালের ডিসেম্বর মাসে বাংলাদেশের রাজনীতিতে বিজ্ঞানের পরিবর্তে ফ্যান্টাসি- অঙ্কের পরিবর্তে ঝাড়ফুঁক, পদার্থবিজ্ঞানের সূত্রের পরিবর্তে পেশিশক্তি হম্বিতম্বি-ধরো মারো খাও প্রযুক্তির সীমাহীন ব্যবহার এবং রসায়নের পরিবর্তে মামলাহামলা, লাঠিপেটা, ধোঁকাবাজি, জালজালিয়াতি, চিনির পরিবর্তে লবণ, চুনের স্থলে দই, কাজের পরিবর্তে আশ্বাস, খাদ্যের পরিবর্তে প্রসাধনী ইত্যাদি লাখো কোটি রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়ার বিস্তীর্ণ জনপদে রাজনীতি ততটা জটিল, ততটা দুর্বোধ্য এবং ততটা প্রাণহীন পাথরে পরিণত হয়েছে যা গত ১০০ বছরের ইতিহাসে বাঙালি কোনো দিন দেখেনি।

লেখক : সাবেক সংসদ সদস্য ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক

বিশ্বনাথ গ্রাম উন্নয়ন পরিষদ ইউকে গঠিত

বিশ্বনাথ উপজেলার পশ্চিম এলাকার বিশেষ করে দৌলতপুর ও দশঘর ইউনিয়নের রাস্তাঘাটসহ বিভিন্ন উন্নয়ন কাজের সহযোগিতার লক্ষ্যে গঠিত হয়েছে পশ্চিম বিশ্বনাথ গ্রাম উন্নয়ন পরিষদ ইউকে। এ উপলক্ষে গত ২৬ নভেম্বর ইস্ট লন্ডনের প্রিন্সলেট স্ট্রিটের দর্পণ মিডিয়া সেন্টারে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বিশিষ্ট কমিউনিটি নেতা মনির খানের সভাপতিত্বে ও কদর উদ্দিনের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় সংগঠনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয় এবং এর নামকরণ চূড়ান্ত করা হয়। সেই সাথে এ ব্যাপারে বিভিন্ন কর্মপন্থা নির্ধারণ করা হয়। তবে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনাক্রমে পরবর্তীতে পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন প্রভৃতি কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। তাই এ সমস্ত সভায় সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রবাসীদের উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে।

অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত ছিলেন সাংবাদিক রহমত আলী, আজম আলী, আজিমুদ্দিন আজির, ছোরাব আলি, জিয়াউল হক জিয়া, আমির উদ্দিন, আফজল হোসেন প্রমুখ।

উল্লেখ্য, ইতিপূর্বে দেশে পশ্চিম বিশ্বনাথ গ্রাম উন্নয়ন কমিটি নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন দৌলতপুর ও দশঘর ইউনিয়ন ব্যাপী বিস্তৃত বিশ্বনাথ ছালিয় রাস্তা সংস্কারে বিশেষ ভূমিকা পালন করা হয়। কিন্তু এরপর থেকে এ সংগঠনের কার্যক্রম অব্যাহত না থাকায় এ রাস্তাটি আবার সংকুচিত হয়ে পড়ছে বিধায় এ সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা অনেকেই উপলব্দি করছেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

লন্ডনে কওমি সলিডারিটি এলায়েন্সের প্রতিবাদ সভা

দেশে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে গণ প্রতিরোধের আহ্বান

চট্টগ্রামে আদালত পাড়ায় চিহ্নিত সাম্প্রদায়িক শক্তি কর্তৃক আইনজীবী সাইফুল আলম আলিফের নৃসংশ হত্যা, বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতা হাসনাত আব্দুল্লাহ ও সারজিস আলমকে গাড়ী চাপায় হত্যা চেষ্টা এবং গণ অভ্যুত্থান ও দেশ বিরোধী ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে গণ প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছে জুলাই গণ অভ্যুত্থান পূর্ববর্তী বৈষম্য-বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমর্থনে গঠিত কওমি সলিডারিটি এলায়েন্স ইউকে।

গত ২৯ নভেম্বর শুক্রবার লন্ডনে এক প্রতিবাদ সভায় পতিত স্বৈরাচারের শিকড় মুলোৎপাটনে সরকারকে কঠোর পদক্ষেপ নেয়ার দাবী জানিয়ে বলা হয় অন্যথায় জুলাই গণ অভ্যুত্থানে হাজারো প্রাণের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতা পরাধিনতার লৌহ কপাটে বন্ধি হয়ে পড়বে।

সভায় সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট আলেম ও সংগঠক অধ্যাপক মাওলানা আব্দুল কাদির সালেহ ।

সংগঠনের সমন্বয়ক মুফতী ছালেহ আহমদ, মাওলানা আনিসুর রহমান ও মাওলানা সাইফুর রহমানের যৌথ পরিচালনায় প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য রাখেন মাওলানা শুয়াইব আহমদ, মাওলানা সৈয়দ আশরাফ আলী,মাওলানা গোলাম কিবরিয়া,মুফতী আব্দুল মুনতাকিম,মাওলানা হাসান নূরী চৌধুরী,আলহাজ্ব আতাউর রহমান,মাওলানা ইমদাদুর রহমান মাদানী,মাওলানা সৈয়দ তামিম আহমদ,মাওলানা মামনুন মুহিউদ্দীন,হাফিজ হোসাইন আহমদ বিশ্বনাথী, মাওলানা সৈয়দ নাঈম আহমদ, মাওলানা জসিম উদ্দীন, মাওলানা আব্দুল বাসিত,মাওলানা জাবির আহমদ,মাওলানা দিলোয়ার হোসাইন,হাফিজ মাওলানা আব্দুল

মুহাইমিন সুন্নাহ,প্রমূখ ।

সভায় উপস্থিত ছিলেন মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, আব্দুল করিম ওবায়েদ, মাওলানা নাজমুল হক,মাওলানা সিরাজুল হক, হাফিজ জাকারিয়া আহমদ, মাওলানা মুছা চৌধুরী, সাইফুল আলম,আহমাদ আহমদ,শামছুল হক।

সভাপতির বক্তব্যে মাওলানা আব্দুল কাদির সালেহ বলেন, জুলাই বিপ্লবের বিরুদ্ধে সকল নাশকতার বিশ দাঁত সমূলে ভেঙ্গে দিতে হবে। শহীদ আলিফের রক্তের প্রতিশোধ নিতে রাজপথ-জনপথ সহ সর্বত্র বিপ্লব ও দেশ বিরোধি শত্রুদের প্রতিরোধ করতে রাজ পথে নির্ঘুম পাহারা গড়ে তুলতে হবে। ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার ছদ্মাবরনে পতিত স্বৈরাচারের দোসররা দেশে নৈরাজ্য সৃষ্টি করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। এদের প্রতি কোন রকমের দূর্বলতা প্রদর্শন করলে এর মাশুল এই জাতি আর বহন করতে পারবেনা। তিনি রাজনৈতিক দল সমূহকে দ্রুত ক্ষমতার মসনদে বসার উন্মাদনা পরিহার করে আগে দেশ রক্ষার সমগ্রামে ঐক্য বদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান।

অন্যান্য উলামা নেতৃবৃন্দ উগ্র সাম্প্রদায়িক সংগঠন ইসকনকে অবিলম্বে নিষিদ্ধ ঘোষনা ও আইনজীবী শহীদ আলিফসহ জুলাই বিপ্লবের সকল শহীদের হত্যাকারীদের দ্রুত গ্রেফতার ও বিচারের আওতায় আনার জন্য সরকারের

ZAMAN BROTHERS (CASH & CARRY)

SERVING THE COMMUNITY OVER 24 YEARS

কারি ক্যাপিটেল খ্যাত ব্রিকলেনে অবস্থিত আমাদের ক্যাশ এন্ড ক্যারিতে বাংলাদেশের যাবতীয় স্পাইস, লাউ, জালি, কুমড়া, ঝিংগা, শিম ও লতিসহ রকমারি তরি-তরকারী, তরতাজা মাছ, হালাল মাংস ও মোরগ পাওয়া যায়। যে কোনো পণ্য অত্যন্ত সুলভ মুল্যে পাইকারি ও খুচরা কিনতে পারেন।

এখানে আক্বিকার অর্ডার নেয়া হয়

VISA Maestro MasterCard

WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT CARDS

Open 7 days: 9am-till late

17-19 Brick Lane
London E1 6PU
T: 020 7247 1009
M: 07983 760 908

17 ZAMAN BROTHERS | 19 BRICK LANE FISH & MEAT BAZAAR

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে সমধারা'র তৃতীয় আয়োজন 'নবীজী' অনুষ্ঠিত

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) স্মরণে সাহিত্যের কাগজ সমধারা তৃতীয়বারের মতো সিরাত অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। সকল ধর্মের মানুষের অংশগ্রহণে আয়োজনটি ভিন্নমাত্রা পায়।

গত শনিবার সন্ধ্যায় বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র ভবনের প্রধান মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত আয়োজন দুই পর্বে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম পর্বে মহানবীর (সা.) শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা নিয়ে আবৃত্তি প্রয়োজনা 'দ্য লাইট'-৩। এর আগে প্রথম পর্বে নবী আগমনের পটভূমি, দ্বিতীয় পর্বে সত্যের উপলব্ধি, সত্যের প্রচার; নির্মম নির্যাতনেও বিশ্বাসে অটল; হিজরত : সোনালি সকালের সূচনা নবী জীবনের এ বিষয়গুলো উপস্থাপন করা হয়েছে।

এবারের পর্বে মহানবী সা. মদীনায় শুরু করলেন ঘর গোছানোর কাজ; সীমিত শক্তি ও উপকরণ নিয়ে বদরের প্রান্তরে বড় বিজয়ের উপাখ্যান; ধনীর সম্পদে দরিদ্রের অধিকার প্রতিষ্ঠা; নিশ্চিত বিজয় যেভাবে বিপর্যয়ে পরিণত হলো; ওহুদের প্রান্তরে বিপর্যয় থেকে বিজয়- এই বিষয়গুলো ধরে 'দ্য লাইট'-৩ তৈরি করা হয়েছে। প্রযোজনায় যুক্ত হয়েছে কুরআনের বাণী, নবীর জীবনী অংশ বিশেষ, কাজী নজরুল ইসলাম রচিত নাত এবং নবীজীকে নিবেদিত কবিতা। কবিতাগুলো সমধারা পরিবারের সদস্যরা লিখেছেন।

কবিতাগুলো লিখেছেন; হাসান হাফিজ, আরিফ মঈনুদ্দীন, রেজাউদ্দিন স্টালিন, মানজুর মুহাম্মদ, আমিরুল মোমেনীন মানিক, স. ম. শামসুল আলম, জালাল খান ইউসুফী, মামুন মুস্তাফা, দাউদুল ইসলাম, তাহমিনা শিল্পী, মিজান ফারাবী, নজরুল ইসলাম আসলমী, ইশরাত জাহান ইউনিটি, বাদল মেহেদী, ফারজানা ইয়াসমিন, সাজ্জাদুর রহমান, ইফতেখার হালিম, তোফায়েল তফাজ্জল, ফকির ইলিয়াস, আবু তাহের মুহাম্মদ, সোহেল মল্লিক, মাশরুরা লাকি, ড. আবদুল আলীম তালুকদার ও সালেক নাছির উদ্দিন।

আয়োজনে নবীজীকে (সা.) নিবেদিত সমধারার ১০৩তম সংখ্যার পাঠ উন্মোচন করা হয়। সংখ্যায় প্রবন্ধ ও কবিতা স্থান

প্র্যাকটিসিং ব্যারিস্টার হলেন সাংবাদিক মাহাবুবুর রহমান

ইংল্যান্ড এবং ওয়েলসের স্বনামধন্য খ্যাতনামা আইনজীবী মোঃ মাহাবুবুর রহমান ঐতিহ্যবাহী লিংকন্স ইন থেকে 'বার অ্যাট ল' ডিগ্রি অর্জন করেছেন। এর আগেই বার স্ট্যান্ডার্ডস বোর্ড তাকে প্র্যাকটিসিং ব্যারিস্টার হিসেবে অনুমোদন দেয়। তিনি দীর্ঘদিন সলিসিটর অ্যাডভোকেট হিসেবে ইউকের সব উচ্চপর্যায়ের আদালতে কৃতিত্বের সঙ্গে লিগ্যাল প্র্যাকটিস করে যাচ্ছেন। ইতোমধ্যে তিনি নিউ ওয়াক চেম্বার নামে একটি ব্যারিস্টার চেম্বারে টেনান্সি পেয়েছেন।

ব্যারিস্টার মাহাবুবুর রহমান তার মেধা এবং অধ্যবসায়ের মাধ্যমে ইউকের আইনাঙ্গনে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন, যা শুধু তার জন্য নয় বরং আইন অঙ্গনে তার সহকর্মী, বাংলাদেশি কমিউনিটি ও আইনের শিক্ষার্থীদের জন্যও একটি বড় অনুপ্রেরণা। তার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিশ্বব্যাপী ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য একটি শক্তিশালী ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে, এই প্রত্যাশা করেছেন তার সহকর্মী ও শুভানুধ্যায়ীরা।

প্রসঙ্গত, যুক্তরাজ্যে চারটি ইনস অব কোর্ট থেকে কল-টু-দ্য বার ডিগ্রি প্রদান করা হয়। চারটি ইন হলো- লিংকনস্ ইন, গ্রেজ ইন, ইনার টেম্পল এবং মিডল টেম্পল। দ্য অনারেবল সোসাইটি অব লিংকনস্ ইন সবচেয়ে বড় এবং সদস্য সংখ্যা বেশি। দ্বিতীয় বৃহত্তম ইন হলো- ইনার টেম্পল।

মাহাবুবুর রহমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির সভাপতিসহ গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন, ঢাকা রিপোর্টার্স

ইউনিটি, ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়ন, ইউকের ন্যাশনাল ইউনিয়ন অব জার্নালিস্ট, অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সদস্য। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পড়াকালীন ২০০১ সালে তিনি সাংবাদিকতা পেশায় জড়িয়ে পড়েন। এরপর তিনি বাংলাদেশের দৈনিক আমার দেশ, বাংলাবাজার পত্রিকা, ইউকের প্রভাবশালী সংবাদপত্র দ্য গার্ডিয়ান এবং সর্বশেষ রয়টার্সে কাজ করেছেন। সাংবাদিকতা জীবনে তিনি যেমন বেশকটি পুরস্কার পেয়েছেন, তেমনি অনুসন্ধানী রিপোর্ট লিখতে গিয়ে হুমকির মধ্যে পড়তে হয়েছে।

২০১৩ সালে জাতিসংঘ সম্মেলন কভার করতে গিয়ে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভুয়া সাউথ সাউথ পুরস্কারের তথ্য ফাঁস করে তিনি আলোচিত হন এবং জীবন হুমকির মধ্যে পড়ে। এরপর তাকে দেশত্যাগে বাধ্য করা হয়।

তিনি একজন পেশাদার সাংবাদিক থেকে আইন পেশায় যুক্ত হন ২০১৫ সালে। প্রথমে তিনি ইউকের সিটিজেন অ্যাডভাইস ব্যুরোতে অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হিসেবে কাজ করেন। এরপর তিনি লন্ডনের জেএস সলিসিটর ফার্মে প্যারা লিগাল হিসেবে কাজ করেন। তিনি লন্ডনের অন্যতম স্বনামধন্য ব্যারিস্টার চেম্বার গার্ডেন কোর্ট চেম্বারে খ্যাতিমান বিচারপতি ও ব্যারিস্টার মার্ক সায়েমস্রে সহকারী হিসেবে কাজ করেছেন। কনসালটেন্ট সলিসিটর হিসেবে কাজ করেছেন আরেকটি স্বনামধন্য সলিসিটর ফার্ম ডিপলট সলিসিটর্সে।

আন্তর্জাতিক যুদ্ধাপরাধ, মানবাধিকার, অ্যাসাইলাম ও ইমিগ্রেশন এবং মানি লন্ডারিং বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যারিস্টার মাহাবুবুর রহমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনার্স ও মাস্টার্স সম্পন্ন করেন। এরপর ব্রিটেনের ওয়েস্ট মিনিস্টার ইউনিভার্সিটি থেকে তিনি গ্র্যাজুয়েশন ডিপ্লোমা ইন ল' এবং লিগ্যাল প্র্যাকটিস কোর্স সম্পন্ন করেন।

feast & Mishti
Restaurant & Sweetmeat
ফিস্ট : হোয়াইটচ্যাপেল মার্কেট
যত খুশি তত খান
বাফেট £15.99
৩০+ আইটেম
Under 7's £7.99
৬০ ও ৩৫ জনের ২টি প্রাইভেট রুমসহ ২০০ সিট
For Party Booking: 020 7377 6112
245-247, Whitechapel Road, London E1 1DB

বাংলা টাউন
ক্যাশ এন্ড ক্যারি
বিলেতে বাঙালি কমিউনিটির পরিচায়ক
FISH
RICE
MEAT
CHICKEN
রয়েছে ফ্রি কার পার্কিং সুবিআ
Tel: 020 7377 1770
Open: Mon-Sun: 8am-9.30pm
67-69 Hanbury Street, Brick Lane, London E1 5JP

Community Development Initiative
Advancing to the next level
আপনার সংগঠন অথবা মসজিদ কি চ্যারিটি রেজিস্ট্রি করতে চান?
Would you like to register your organisation or Masjid as a charity.
We can help you with charity registration and other charity related services.
- Charity Registration
- Developing Constitutions
- Charity Administration
- Gift Aid
- Trainings
- And much more!
- Bank account opening
- Submitting Annual Return
- Project Management
- Just Giving Campaign
- Policy Development

Contact: Community development initiative
Arif Ahmad, Mobile: 07462 069 736
E: kdp@tilcangroup.com, W: www.ukcdi.com
WD: 27/08C

লন্ডন এন্টারপ্রাইজ একাডেমিতে সফল ক্যারিয়ার মেলা অনুষ্ঠিত

খালেদ মাসুদ রনি: বিভিন্ন ধরনের প্রায় ৪০টি প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণে লন্ডন এন্টারপ্রাইজ একাডেমিতে ক্যারিয়ার মেলা সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ পথ নির্বাচন করতে গত বুধবার এ মেলার আয়োজন করে প্রতিষ্ঠানটি। কর্মাশিয়াল রোডের লন্ডন এন্টারপ্রাইজ স্কুলের হলরুমে দুপুর থেকে শুরু হওয়া মেলা চলে সন্ধ্যা ৫টা পর্যন্ত।

সফল ক্যারিয়ার মেলায় সেনাবাহিনী, পুলিশসহ বিভিন্ন শিল্প পেশাদার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, কলেজ, সিক্সথ ফরম, ইউনিভার্সিটি এবং পেশাদার প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলো একত্রিত

হয়। মেলার মাধ্যমে ইয়ার ইলাভেন শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করতে বিভিন্ন ধরনের মূল্যবান তথ্য এবং দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়। এক ছাদের নিচে এমন মেলার আয়োজনে খুশি অংশগ্রহনকারী প্রতিস্টান, অভিবাবক ও শিক্ষার্থীরা।

এসময় অভিভাবকেরা বলেন, ব্যস্ত সময়ে সব কিছু এক সাথে পেয়ে আমরা খুশি। আমাদের ছেলে-মেয়েদের নিয়ে আলোচনা করে পরবর্তী করনীয় ঠিক করবো, এজন্য লন্ডন এন্টারপ্রাইজ স্কুল কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান তারা।

মেলার আয়োজন নিয়ে লন্ডন এন্টারপ্রাইজ একাডেমির প্রিন্সিপাল আশিদ আলী বলেন, "আজকের এই সফল এবং তথ্যপূর্ণ ক্যারিয়ার মেলা আয়োজন করতে পেরে আমরা অত্যন্ত গর্বিত। আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে আমাদের শিক্ষার্থীদের যথেষ্ট জ্ঞান এবং দিকনির্দেশনা প্রদান করা, যাতে তারা আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে তাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে। আমরা বিশ্বাস করি যে শিক্ষার্থীদের জন্য এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যে তারা দেখতে পায় তাদের সামনে কতটা সুযোগ রয়েছে এবং তারা কীভাবে ইয়ার ইলাভেনের পর তাদের পথ চয়ন করতে পারে।" লন্ডন এন্টারপ্রাইজ একাডেমি একটি উন্নত মানের স্কুল যা শিক্ষার্থীদের তাদের পূর্ণ সম্ভাবনা অর্জনে সাহায্য করে। একাডেমি একটি বিস্তৃত পাঠ্যক্রম এবং বিভিন্ন অতিরিক্ত পাঠক্রমিক কার্যক্রম প্রদান করে, যা শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত করে তোলে।

এলএমসিতে ইসলামফোবিয়া বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত

মুসলিম কমিউনিটি অ্যাসোসিয়েশন (এমসিএ) এর উদ্যোগে 'বাধাহীন ইসলামফোবিয়া : মুসলিম কমিউনিটির ওপর প্রভাব' বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২৯ নভেম্বর শুক্রবার সন্ধ্যায় লন্ডন মুসলিম সেন্টারের প্রথম তলায় এ সেমিনারের আয়োজন করা হয়।

এতে সভাপতিত্ব করেন এমসিএ এর সাবেক প্রেসিডেন্ট দেলোয়ার হোসেন খান। শুরুতে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন মানবাধিকার সংগঠন মুসলিম ভয়েস এর এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর মাহফুজ নাহিদ।

সেমিনারে অতিথি ছিলেন মিডল ইস্ট আই'র পুরস্কার বিজয়ী সাংবাদিক, লেখক ও কলামিস্ট পিটার ওবোর্ন, ব্রিটিশ গিলড অব ট্রাভেল রাইটার্স অ্যাডেল ইভান্স, অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্ত সাংবাদিক তারেক হোসেন, মুসলিম কমিউনিটি অ্যাসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি, মুসলিম এইডের সাবেক সিইও ব্যারিস্টার হামিদ হোসেন আজাদ, মুসলিম কাউন্সিল অব ব্রিটেনের সাবেক সেক্রেটারি জেনারেল, লেখক ও গবেষক ডক্টর মোহাম্মদ আব্দুল বারি, লন্ডন ইস্ট একাডেমির সাবেক প্রিন্সিপাল, লেখক ও সংগঠক মুসলেহ ফারাদী, কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও

মিডিয়াকর্মীগণ।

সেমিনারে লেখক ও কলামিষ্ট পিটার ওবোর্ন বলেন, ইসলামোফোবিয়া ইউরোপজুড়ে এবং যুক্তরাজ্যে বাড়ছে, যা আমাদের সম্প্রদায়, রাজনীতি এবং মিডিয়াকে প্রভাবিত করছে। আমরা এই ক্রমবর্ধমান হুমকি মোকাবিলা করছি, বিশেষ করে ব্রিটিশ রাজনীতি এবং মিডিয়ার মধ্যে এবং চ্যালেঞ্জ এবং এটিকে অতিক্রম করার উপায়গুলি অন্বেষণ করি।

ইউরোপীয় ইতিহাস এবং ইসলামফোবিয়ার ওপর চমৎকার আলোচনা করেন লেখক ও সাংবাদিক তারিক হোসেন।

ব্যারিস্টার হামিদ আজাদ বলেন, ইসলামোফোবিয়া মোকাবেলা করা শুধু মুসলমানদের দায়িত্ব নয়; এটি একটি বিশ্বব্যাপী প্রচেষ্টা যার জন্য সরকারী পদক্ষেপ সহ সমষ্টিগত পদক্ষেপের প্রয়োজন। এই সেমিনার থেকে তিনি দাবি জানান যে, সরকারকে অবশ্যই ইসলামোফোবিয়ার একটি আইনি সংজ্ঞা গ্রহণ করতে হবে এবং দেশের নাগরিক হিসাবে অন্যান্য সম্প্রদায়ের মতো মুসলিম সম্প্রদায়ের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে আইন প্রণয়ন করতে হবে। আসুন, আমরা এমন একটি বিশ্ব গড়তে নিজেদের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করি যেখানে ঘৃণা ও কুসংস্কারের ওপর পারস্পরিক শ্রদ্ধা এবং বোঝাপড়ার জয় হয়। এই সেমিনারটি আমাদের সৃষ্টিকর্তার দ্বারা নির্ধারিত প্রতিটি মানুষের মর্যাদা সমুন্নত রাখার জন্য টেকসই প্রচেষ্টার সূচনা করুক। সেমিনারটি প্রশ্নোত্তর পর্বের মাধ্যমে শেষ হয়।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

কুশিয়ারা ক্যাশ এণ্ড ক্যারি
Tel: 020 7790 1123
কমিউনিটির সেবায় ২৫ বছর
পূর্ব লন্ডনে বাংলাদেশী কমিউনিটির প্রাণকেন্দ্র কমার্শিয়াল রোডে আমাদের ক্যাশ এন্ড ক্যারিতে রকমারি তরি-তারকারি, তরতাজা মাছ, হালাল মাংস ও মোরগ পাওয়া যায়।
যেকোনা ধরনের পণ্য অত্যন্ত সুলভ মুল্যে পাইকারি ও খুচরা কিনতে পারেন।
313-317 Commercial Road, London E1 2PS
WD: 27/08C

KOWAJ JEWELLERS
310 Bethnal Green Rd, London E2 0AG
Tel: 020 7729 2277 Mob: 07463 942 002
গহনার জগতে অত্যন্ত সুপরিচিত সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নাম হচ্ছে খোঁয়াজ জুয়েলার্স। অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে বাংলাদেশী স্বর্ণসহ সবধরণের স্বর্ণের মূল্যায়ন করা হয় ইনশাল্লাহ।
Mohammad Kowaj Ali Khan
Owner of Kowaj Jewellers
পাত্র এবং পাত্রীর সন্ধ্যান দেওয়া হয়
তাছাড়া, স্বাস্থ্য বিষয়ক উপদেশও দেওয়া হয়।

Fast Removal
Fast REMOVALS
07957 191 134
www.fastremoval.com
House, Flat & Office Removals ■ Surprisingly affordable prices ■ Fast, reliable and efficient service ■ Short-term notice bookings ■ Packing materials available.
For instant Online Quote visit www.fastremoval.com
Mob: 07957 191 134

অল সিজন ফুডস
(নির্ভরযোগ্য ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানী)
حلال
আপনার যেকোনো অনুষ্ঠানের খাবার সরবরাহের দায়িত্ব আমাদের উপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিত থাকুন।
দীর্ঘ এক যুগেরও বেশি সময় যাবত আপনাদের সেবায় নিয়োজিত।
ALL SEASON FOODS
WEDDING PLANNER
SCHOOL MEAL CATERER
SANDWICH SUPPLIER
88 Mile End Road, London E1 4UN
Phone : 020 7423 9366
www.allseasonfoods.com

গ্রেটার যশোর অ্যাসোসিয়েশনের প্রথম মিলন মেলা অনুষ্ঠিত

গ্রেটার যশোর অ্যাসোসিয়েশন ইউকের প্রথম মিলন মেলা ২০২৪ অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ৩০ নভেম্বর শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে ছটায় ইস্ট লন্ডনের মাইক্রোবিজনেস সেন্টারে এই মিলন মেলার

আয়োজন করা হয়।

এতে সংগঠনের ৬০ জনেরও বেশী সদস্য এবং তাদের পরিবারের সদস্যরা এই মিলন মেলাতে স্বত:স্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন।

সংগঠনের কনভেনর এবং কমিউনিটির বিশিষ্ট আইনজীবী ব্যারিস্টার মো. কামরুল হাসান (এমকিউ হাসান) এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয়। প্রাথমিকভাবে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন ব্যারিস্টার জুবা। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করেন হাফেজ বশির উদ্দীন। অনুষ্ঠানে সভাপতি ব্যারিস্টার মো. কামরুল হাসান উপস্থিত সবাইকে স্বাগত জানান। এসময় তিনি জানান, গ্রেটার যশোর অ্যাসোসিয়েশন ইউকের প্রথম সভা গত ৯ মে ২০২৪ তারিখে এমকিউ হাসান সলিসিটরস হোয়াইটচ্যাপেলের অফিসে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সকলের উপস্থিতিতে একটি আহবায়ক কমিটি গঠন করা হয় এবং সর্বসম্মতিক্রমে ব্যারিস্টার মো. কামরুল হাসান (এম কিউ হাসান)-কে আহবায়ক করা হয়। উক্ত সভায় সর্বসম্মতিক্রমে সংগঠনের প্রাথমিক লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়। সেগুলো হচ্ছে- নড়াইল, মাগুরা, ঝিনাইদহ এবং যশোর সহ বৃহত্তর যশোর অঞ্চলের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য এই সংগঠনটি গঠিত হবে এবং নাম হবে 'গ্রেটার যশোর অ্যাসোসিয়েশন ইউকে'। সংগঠনটি একটি প্রেসার গ্রুপ হিসাবে কাজ করবে, যার মাধ্যমে এই সংগঠন বৃহত্তর যশোর সম্পর্কিত বিভিন্ন দাবি এবং সমস্যাগুলি উত্থাপন করবে। যুক্তরাজ্যে বসবাসরত বৃহত্তর যশোরবাসীদের মধ্যে একটি নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা হবে এবং গেট-টুগেদার, ঈদ উদযাপন, বসন্ত উৎসব এবং মধুমেলার মতো বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। বাংলাদেশের মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান করা হবে। এই সংগঠনের মাধ্যমে ইউকেতে বসবাসকারী বৃহত্তম যশোরবাসী একে অপরকে সাহায্য করার চেষ্টা করবে।

সভায় বক্তব্য রাখেন রাজিয়া বেগম, মোস্তফা ফারুক, ব্যারিস্টার আবু রেজা তুহিন, ড. কামরুল হাসান, নাজমুল হাসান, অ্যাকাউন্টেট আবু সাজ্জাদ, ব্যারিস্টার চঞ্চল মাহফুজ, সলিসিটর মামুন, নাজমা খাতুন, ডলার বিশ্বাস, বসির উদ্দীন , এ্যাডভোকেট মতিউর রহমান, ইফতেহেদুল ইসলাম হিমেল, সাংবাদিক মুজাহিদ প্রমুখ।

সভায় আগত সদস্যবৃন্দ তাদের মূল্যবান বক্তব্যের মাধ্যমে এই সংগঠনকে সামনের দিকে নিয়ে যাওয়ার জোর আশা ব্যক্ত করেন। আগামী সামারে আরো ব্যাপকভাবে বড় ইভেন্টের আয়োজন করার কথা ব্যক্ত করা হয় এবং কমিটি করার আগ্রাহ প্রকাশ করা হয়। উপস্থিত সদস্যবৃন্দের জন্য নৈশভোজের আয়োজন করা হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

চট্টগ্রাম আদালত প্রাঙ্গণে আইনজীবী হত্যা হেফাজতে ইসলাম ইউকের নিন্দা ও প্রতিবাদ

চট্টগ্রাম আদালত প্রাঙ্গণে আইনজীবী সাইফুল ইসলামকে ইসকন দ্বারা হত্যার ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন হেফাজতে ইসলাম ইউকের নেতৃবৃন্দ। একই সাথে তারা হত্যার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের দ্রুত গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।

গণমাধ্যমে প্রেরিত এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ইসকন ভারতের হিন্দুত্ববাদী এজেন্ডা বাস্তবায়নে দেশে সাম্প্রদায়িক উষ্কানি ও দাঙ্গা লাগানোর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। দেশবাসীকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার উদাত্ত আহ্বান জানান নেতৃবৃন্দ।

বিবৃতিতে হেফাজতে ইসলাম ইউকের সভাপতি শায়খুল হাদীস মুফতি আব্দুর রহমান এবং মহাসচিব মাওলানা গোলাম কিবরিয়া বলেন, 'চিন্ময় কৃষ্ণ দাসের গ্রেপ্তারকে কেন্দ্র করে উগ্র হিন্দুত্ববাদী ইসকনের কর্মী-সমর্থকেরা চট্টগ্রাম আদালত প্রাঙ্গণে সন্ত্রাসী আক্রমণ চালিয়ে রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী সাইফুল ইসলামকে কুপিয়ে হত্যা করেছে। ভারতের উসকানি ও মদদে এ ষড়যন্ত্রমূলক অরাজকতা তৈরি করা হয়েছে বলে আমরা মনে করি। এ ষড়যন্ত্রের সঙ্গে জড়িত ইসকনের কর্মী-সমর্থকদের দ্রুত গ্রেপ্তার করে শহীদ সাইফুল হত্যার ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে হবে সরকারকে। সন্ত্রাসী কার্যক্রমের দায়ে হিন্দুত্ববাদী ইসকনকে নিষিদ্ধ করতে হবে।'

বিবৃতিতে তারা আরও বলেন, 'ভারতের কোনো ফাঁদে পা না দিতে সাধারণ সনাতনী হিন্দু ভাইবোনদের প্রতি আমরা আহ্বান করছি। আর যারা ভারতের চক্রান্তের সঙ্গে একীভূত হয়ে দেশবিরোধী অরাজকতা তৈরি করতে সক্রিয়, তাদের বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নিয়ে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার নজির দেখাতে হবে সরকারকে।'

নেতৃবৃন্দ তাদের এই যৌথ বিবৃতিতে বলেন, 'ইসকনের সাম্প্রদায়িক উস্কানি ও সম্প্রীতি নষ্টের অপচেষ্টা রুখে দিতে হবে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধিয়ে দেশকে অস্থিতিশীল করার মাধ্যমে ইসকন দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। ইসকন বাংলাদেশকে বিশ্বের দরবারে উগ্রবাদী দেশ হিসেবে প্রচারের অংশ হিসেবে বহুমুখী ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নের মিশন নিয়ে মাঠে নেমেছে। কথিত সন্ত্রাসী ইসকনকে দ্রুত নিষিদ্ধ করতে হবে। ৯০ পার্সেন্ট মুসলমানের দেশে ইসকনের কোনো ষড়যন্ত্র বরদাশত করা হবে না।' সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

লোন, ক্রেডিট কার্ড চান?
'E3 DEBT MANAGEMENT'
■ STUDENT LOAN/BIG LIMIT CREDIT CARDS পেতে আমাদের সাহায্য নিন
■ CREDIT SCORE IMPROVES/HIGH করতে আমাদের সাহায্য নিন
■ ক্রেডিট কার্ড বিল / লোন পরিশোধ করতে পারছেন না? INTEREST FREEZE +আপনার টোটাল ঋণের UP TO 75% মাফ করে ৬০ মাসে AFFORDABLE MONTHLY পেমেন্ট এ ঋণ মুক্ত হতে পারেন।
Whattsapp only :MON-SAT:10 am-8pm (Please do not call from withheld number)
Mr Ali:07354483336 (Whattsapp message only) Tel:02081230430
Fax:02078060776 Email:debtsolutions@hotmail.co.uk
Suite10, 219 Bow Road London E3 2SJ
www.sites.Google.com/site/E3DEBTMANAGEMENT

Why visit a branch to Send money to Bangladesh?
Get registered & Send money online from anywhere within the UK

SAVE Time & Travel Cost
Enjoy better rate
www.baexchange.co.uk
Contact us : 0203 005 4845 - 6
B A Exchange Company (UK) Ltd.
(Fully owned by Bank Asia Ltd, Bangladesh)
131 Whitechapel Road, (First Floor) London E1 1DT

Tareq Chowdhury
Principal
Kingdom Solicitors
Commissioner for OATHS
ইমিগ্রেশন ও ফ্যামেলী বিষয়ে যে কোন আইনগত পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন
Mobile: 07961 960 650
Phone : 020 7650 7970
102 Cranbrook Road, Wellesley House, 2nd Floor, Ilford, IG1 4NH
www.kingdomsolicitors.com

MQ HASSAN SOLICITORS
& COMMISSIONERS FOR OATHS
helping people through the law

Practicing Areas of law:
* Immigration
* Asylum
* Divorce
* Adult dependent visa
* Human Rights under Medical grounds
* Lease matter - from £700 +
* Sponsorship License (No win no fees)
* Islamic Will
* Will & Probate
* Visitor Visa
*Competitive fees
*Excellent service
MQ Hassan Solicitors is managed and supervised by renowned and experienced Barrister & Solicitor MQ Hassan. He has been practicing Law for 30 years and possesses excellent communication skills and maintains excellent working relationships.
37 New Road, Ground Floor
Whitechapel, London E1 1HE
Tel-020 7426 0858
Mob: 07495 488 514 (Appointment only)
E: info@mqhassansolicitors.co.uk

টাওয়ার হ্যামলেটস এডুকেশন অ্যাওয়ার্ডস ১৮৫ জন শিক্ষার্থীকে সম্মাননা প্রদান

আমাদের মেধাবী ছেলে মেয়েরা এই বারাকে গর্বিত করেছেন: মেয়র লুৎফুর

টাওয়ার হ্যামলেটস বারার তরুণদের পরিশ্রম ও সাফল্যের স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য গত বৃহস্পতিবার (২৮ নভেম্বর) রাতে আয়োজিত এক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে ১৮৫ জন শিক্ষার্থীকে সম্মাননা জানানো হয়। টাওয়ার হ্যামলেটস এডুকেশন অ্যাওয়ার্ডস ছিল বারার মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের সাফল্য উদযাপন এবং এই সাফল্য অর্জনে তাদের সহযোগিতা করায় শিক্ষকদের ও অভিভাবকদের ধন্যবাদ জানানোর এক অনন্য সুযোগ। অনুষ্ঠানটি বারার ঐতিহ্যবাহী ভেন্যু ট্রক্সি হলে অনুষ্ঠিত হয়। এটা সঞ্চালনা করেন বিবিসি নিউজ এর উপস্থাপক সামান্থা সিমন্ডস এবং আইটিভি নিউজ এর সাংবাদিক মাহাথির পাশা।

জিসিএসই-তে সেরা অর্জনকারী, এ-লেভেল এ সেরা অর্জনকারী, অসাধারণ সাফল্য এবং ব্যতিক্রমী প্রচেষ্টা-এই ক্যাটাগরিতে পুরস্কার প্রদান করা হয়। টাওয়ার হ্যামলেটসের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে ছাত্রছাত্রীদের মনোনয়ন আহ্বান করা হয়, এবং বিজয়ীদের হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে তুলে দেয়া হয় সার্টিফিকেট ও ভাউচার।

বারার শিক্ষা ও তরুণদের জন্য নিবেদিত সার্ভিসসমূহের উন্নয়নে টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের বিপুল বিনিয়োগের অংশ হিসেবে আয়োজিত এই পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের শিক্ষা খাতে চলমান কাজ ও বিনিয়োগের প্রতিফলন দেখা যায়। কাউন্সিল বারার কিশোর তরুণ জনগোষ্ঠিকে তাদের সম্ভাবনায় পৌঁছাতে উদ্দীপনা দেয়ার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এর মধ্যে রয়েছে এডুকেশন মেইনটেন্যান্স অ্যালাওয়েন্স (ইএমএ) এবং ইউনিভার্সিটি বার্সারি প্রকল্প, যা বর্তমানে তৃতীয় বছরে রয়েছে। এই প্রকল্প দু'টির মাধ্যমে যোগ্য ছাত্র ছাত্রীদের লেখাপড়ার জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।

২০২২ সালে চালু হওয়ার পর থেকে, এই প্রকল্পের আওতায় ২,৩৫০টি বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে, যার মোট মূল্য ১.৮২ মিলিয়ন পাউন্ড। এ বছরের আবেদনের শেষ তারিখ ছিলো গত ২১ নভেম্বর, যার আওতায় এবার অতিরিক্ত ২,০৫০ জন ছাত্রছাত্রীকে সহায়তা প্রদান করা হবে।

টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল ইংল্যান্ডের প্রথম কাউন্সিল হিসেবে প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিনামূল্যে স্কুল মিল অর্থাৎ স্কুলে খাবার প্রদান কার্যক্রম শুরু করে। এছাড়াও, কাউন্সিলের ইয়ুথ সার্ভিস উন্নয়ন প্রকল্পে ১৩.৭ মিলিয়ন পাউন্ড বিনিয়োগ করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে বক্তৃতাকালে পুরস্কার বিজয়ীদের প্রতি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে বারার নির্বাহী মেয়র লুৎফুর রহমান বলেছেন, "আপনারা সবাই অসাধারণ কাজ করেছেন এবং আপনার পরিবার ও আমাদের বরোকে গর্বিত করেছেন। শিক্ষা অর্জনের পথে আপনাদের সমর্থন দিতে আমাদের কাউন্সিল প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, এবং আমরা প্রতিটি যুবকের ভবিষ্যতে বিনিয়োগের গুরুত্ব বুঝি।"

মেয়র বলেন, "আমরা আমাদের তরুণ সমাজকে তাদের সাফল্যের পথে সহায়তা করতে এবং উদযাপন করতে সবসময় পাশে থাকব।"

ডেপুটি মেয়র এবং শিক্ষা বিষয়ক কেবিনেট মেম্বার কাউন্সিলর মাইয়ুম তালুকদার বলেন, "আমাদের তরুণ সমাজের অসাধারণ প্রতিভা, দৃঢ় সংকল্প এবং কঠোর পরিশ্রম নিজ চোখে দেখা সত্যিই গর্বের বিষয়। টাওয়ার হ্যামলেটস এডুকেশন অ্যাওয়ার্ডস আমাদের ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষকদের কৃতিত্বের জন্য অভিনন্দন জানানোর একটি মাধ্যম। আমি আমাদের সকল ছাত্রছাত্রীদের তাদের সাফল্যে গর্বিত হওয়ার আহ্বান জানাই এবং নতুন উচ্চতায় পৌঁছানোর প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে বলি।"

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিরা নৈশভোজের পাশাপাশি ফটোবুথ, ববা পানীয় ও চায়ের স্বাদ, এবং টিএইচএএমইএস স্যাটারডে মিউজিক সেন্টার বিগ ব্যান্ডের সঙ্গীত পরিবেশনা উপভোগ করেন।

অনুষ্ঠানে মেয়র লুৎফুর রহমান, ডেপুটি মেয়র কাউন্সিলর মাইয়ুম তালুকদার, হেডটিচার ভেরোনিকা আর্মসন, কাউন্সিলের এডুকেশন ডিরেক্টর স্টিভ রেডি, অনুষ্ঠানের 'গো' স্পন্সর আইকন কলেজের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর, প্রিন্সিপাল ও ফাউন্ডার ড. প্রফেসর নুরুন নবী প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

অনুষ্ঠানে অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্য রাখেন টাওয়ার হ্যামলেটস বারার একসময়ের মেধাবী শিক্ষার্থী ওরিন বেগম, যিনি বছর দশেক আগে উচ্চশিক্ষার জন্য কাউন্সিল থেকে ইউনিভার্সিটি বার্সারি লাভ করেছিলেন এবং অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি থেকে ল' গ্রাজুয়েট হোন এবং বর্তমানে নর্ডিক এভিয়েশন ক্যাপিটাল এর লিগ্যাল বিভাগের ভাইস চেয়ার হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন। ওরিন বেগম এওয়ার্ড লাভকারী শিক্ষার্থীদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, "টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলকে ধন্যবাদ, যারা এই ছাত্রছাত্রীদের সম্ভাবনাকে বাস্তবায়িত করতে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের শিক্ষায় বিনিয়োগ করতে পাশে দাঁড়িয়েছে।"

আরেকজন অতিথি সেকেন্ডারি হেডটিচার্স গ্রুপের চেয়ার ড্যানি লি'র মন্তব্য ছিলো এমন চ্চ "এডুকেশন অ্যাওয়ার্ডসে সম্মানিত ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন বিষয়ে অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছেন। তাদের সাফল্য শুধু তাদের ব্যক্তিগত অগ্রগতিই নয়, বরং আমাদের বরোর সম্মিলিত সাফল্যের প্রতীক।"

টাওয়ার হ্যামলেটস এডুকেশন অ্যাওয়ার্ডসে স্থানীয় বহু প্রতিষ্ঠানের স্পনসরশিপ ছিল, যার মধ্যে প্রধান 'গোলড স্পন্সর ছিল আইকন কলেজ অফ টেকনোলজি অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট।

অরিন বেগম: সাফল্যের এক অনন্য দৃষ্টান্ত

অরিন বেগম। জন্ম বাংলাদেশে। চার বছর বয়সে মা-বাবার সাথে ব্রিটেনে আসেন। পাচঁ ভাইবোনের সবার বড় অরিন। বাবা মোহাম্মদ আবদুল ওয়াদুদ রেস্টুরেন্টে শেফ হিসেবে কাজ করতেন এখন অবসর জীবন যাপন করছেন।

টাওয়ার হ্যামলেটসের জর্জ গ্রীন স্কুল থেকে জিসিএসই পাশ করেন ২০১০ সালে। ২০১২ সালে এ লেভেলে চমৎকার ফলাফল করে বিশ্বখ্যাত অক্সফোর্ডে আইন শাস্ত্রে পড়াশোনার জন্য ভর্তি হন। অরিন মেয়র লুৎফুর রহমানের বিশেষ শিক্ষা সহায়তা প্রকল্প 'ইউনিভার্সিটি বার্সারি' লাভকারী প্রথম শিক্ষার্থীদের একজন।

অক্সফোর্ডে তিনি সেখানকার সেন্টার ফর ইসলামিক স্টাডিজ থেকে স্কলারশীপ নিয়ে পড়াশোনা করেন এবং ২০১৬ সালে গ্রাজুয়েশন সম্পন্ন করেন। এরপর নামকরা আইনী প্রতিষ্ঠান ক্লিফোর্ড চান্সে প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেন।

এরপর অরিন ২০২৩ সালে নরডিক এভিয়েশন ক্যাপিটালে লিগ্যাল ডিপার্টমেন্টে ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে যোগদান করেন। এই প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন এয়ারলাইন্সে উড়োজাহাজ লীজ দিয়ে থাকে।

অরিন এখন স্বামী-সংসার নিয়ে নর্থ ইংল্যান্ডের ব্ল্যাকবার্নে বসবাস করেন। বাংলাদেশে অরিনের পৈতৃক নিবাস সিলেটের গোলাপগঞ্জ উপজেলার

গোয়াইনঘাট প্রবাসী পরিষদের নির্বাচন সম্পন্ন

নিয়াজ মুর্শেদ সভাপতি মিছবাহ সাধারণ সম্পাদক

সিলেটের গোয়াইনঘাট উপজেলার প্রবাসে অবস্থানরতদের প্রথম ও সর্ববৃহৎ অনলাইন ভিত্তিক সংগঠন গোয়াইনঘাট প্রবাসী সমাজকল্যাণ পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির

ত্রি-বার্ষিক নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে। গত ৩০ নভেম্বর শনিবার উৎসবমুখর পরিবেশে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

সম্পূর্ণ ডিজিটাল পদ্ধতির এ নির্বাচনে সভাপতি পদে নিয়াজ মুর্শেদ, সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ মিছবাহ্ উদ্দিন, সাংগঠনিক সম্পাদক পদে সায়েম আহমেদ শাহীন, অর্থ ও পরিকল্পনা সম্পাদক আব্দুল ওয়ারিস এবং প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক মিজানুর রহমান নির্বাচিত হয়েছেন। বিশ্বের বিভিন্ন শাখার সভাপতি,সাধারণ সম্পাদক এবং সাংগঠনিক সম্পাদকের অনলাইন নির্বাচনে এই পাঁচ পদে মোট ১১জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা

করেন এবং শতভাগ ভোট কাস্ট হয়।

এদিকে নির্বাচনকে ঘিরে গোয়াইনঘাট উপজেলার বিভিন্ন দেশে অবস্থানরত প্রবাসীদের মধ্যে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। ফেইসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ সহ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পোস্টার, প্রচারণা শুরু হয়। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণ প্রবাসী ভোটারদের সমর্থন চেয়ে যোগাযোগ করতে থাকেন। এতে করে ভালোবাসা ও পারস্পরিক সম্পর্কের উন্নতি হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন।

নির্বাচন কমিশনের প্রধান উপদেষ্টা আমেরিকা প্রবাসী আব্দুল লতিফ বাবুল, প্রধান নির্বাচন কমিশনার সৌদি আরব প্রবাসী আব্দুল আহাদ মনির, সদস্য সচিব দুবাই প্রবাসী নজরুল ইসলাম, কমিশন সদস্য যুক্তরাজ্য প্রবাসী মোহাম্মদ ইউসুফ এবং যুক্তরাজ্য প্রবাসী কাউন্সিলর আব্দুল মুবিনের সরাসরি তত্ত্বাবধানে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

সভাপতি পদে নিয়াজ মুর্শেদের সাথে ওমান প্রবাসী এনামুল হক চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক পদে মিছবাহ্ উদ্দিনের সাথে দুবাই প্রবাসী আক্তারুজ্জামান, সাংগঠনিক সম্পাদক পদে এস.এ. শাহীনের সাথে জাহেদ আহমদ ও বুরহান উদ্দিন, অর্থ ও পরিকল্পনা বিষয়ক সম্পাদক পদে আব্দুল ওয়ারিসের সাথে বদরুল ইসলাম, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক পদে মিজানুর রহমানের সাথে নাজমুল ইসলাম প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। নির্বাচন শেষে প্রাপ্ত ফলাফলের ওপর সকল প্রার্থীর সন্তুষ্টি থাকায় সাথে সাথে প্রধান নির্বাচন কমিশনার আব্দুল আহাদ মনির অনলাইনে ফলাফল প্রকাশ করেন।

নবনির্বাচিত নেতৃবৃন্দ আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করে নির্বাচন কমিশন, ভোটারগণ, সকল প্রবাসী সহ সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। পাশাপাশি তারা তাদের অর্পিত দায়িত্ব পালনে সকলের দোয়া ও সহযোগিতা কামনা করেন।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

ক্যাম্পেইন কমিটি ফর ফুললি ফাংশনাল ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট ব্রাডফোর্ডে শাখা গঠন

ক্যাম্পেইন কমিটি ইউকে ফর ফুললি ফাংশনাল ওসমানী ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টের উদ্যোগে ব্রাডফোর্ডে সভা ও ক্যাম্পেইন কমিটির শাখা গঠিত হয়েছে। গত ২৫ নভেম্বর সোমবার ব্রাডফোর্ডের মানিংহাম

এলাকার শাপলা কমিউনিটি হলে এই সভা হয়।

সভায় হাজী মোঃ সিরাজ মিয়ার সভাপতিত্বে ও বাবরুল হোসেন বাবুলের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ক্যাম্পেইন কমিটির আহবায়ক কে এম আবু তাহের চৌধুরী। শুরুতেই কোরআন থেকে তেলওয়াত করেন মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম খান।

অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কমিটির সদস্য সচিব এম এ রব, অর্থ সচিব সলিসিটর মোহাম্মদ ইয়াওর উদ্দিন, কাউন্সিলার ইসমাইল উদ্দিন, মোহাম্মদ আলী সালেহ, মোহাম্মদ ইলিয়াস আলী, ভিপ ম্যানেজার লোকমান মিয়া, আশরাফ মিয়া, হেলাল আহমদ, জমির উদ্দিন, এন টিভির সাংবাদিক সরওয়ার হোসেন, মোঃ হুশিয়ার আলী, চ্যানেল এস এর প্রতিনিধি নূরে আলম রব্বানী, লুৎফুর রহমান ও তোফাজ্জল আলী।

অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মাওলানা মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর খান, মোঃ ফরিদ মিয়া, আব্দুল মতিন, হাফিজ ফারুক আহমদ, মোঃ হারুন মিয়া, আরশাদ আলী, সদিকুল ইসলাম, মোঃ মোকতাদির আলী, আব্দুল কাইয়ুম, লয়লু মিয়া, আনছার মিয়া, হুমায়ুর রহমান, সাইফুল আলম, সানাউল হক, আবির আহমদ, এফ রহমান শাহা, হাছিব আলী, জামাল আলী, আমিনুল ইসলাম, সমসুউদ্দিন, সাদ মিয়া, মোহাম্মদ ইউসুফ, মোহাম্মদ ইয়াছির প্রমুখ।

সভায় ক্যাম্পেইন কমিটি ফর ফুললি ফাংশনাল ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট ব্রাডফোর্ডে শাখা গঠন করা হয়। সভায় হাজী মোহাম্মদ আলী সালেহকে আহবায়ক, বাবরুল হোসেন বাবুলকে মেম্বার সেক্রেটারী ও সমসু মিয়াকে অর্থ সচিব করে ৪৫ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়।

সভায় গৃহীত প্রস্তাবে অনতিবিলম্বে ওসমানী বিমান বন্দরে বিদেশী ফ্লাইট চালু, হাই কমিশনের মাধ্যমে এন আইডি কার্ড প্রদান, পাওয়ার অব এটরনি প্রদানের বেলায় বৃটিশ পাসপোর্টকে আইডি হিসাবে গ্রহণ ও প্রবাসীদের সহায় সম্পত্তি রক্ষার আহ্বান জানানো হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

পপলারে স্বাস্থ্য ও সুস্থতা বিষয়ক ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত

স্বাস্থ্য ও সুস্থতা এবং এর জন্য গতিশীলতা বৃদ্ধির কার্যকারিতা নিয়ে এক ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২৩ নভেম্বর শনিবার পূর্ব লন্ডনের পপলারে এবার ফিন্ডি নেইবারহুড সেন্টারের হলরুমে ওয়ান্ডার, ইস্টহ্যান্ড এবং টাওয়ার হ্যামলেটস কেয়ারার অ্যাসোসিয়েশনের যৌথ উদ্যোগে এই ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হয়।

এতে ওয়ার্কিং পার্টনার হিসেবে ছিলো টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল।

ওয়ার্কশপ শুরুতে ওয়ান্ডারের ভলান্টিয়ার ডিরেক্টর মোঃ জামিল ভূঁইয়ার সঞ্চালনায় শুরুতে বক্তব্য রাখেন ইস্ট হ্যান্ডসের প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর সাংবাদিক আহাদ চৌধুরী বাবু। ওয়ার্কশপের প্যানেলিস্ট মোহাম্মদ এন উদ্দিন এইচসিপিসি, এমসিএসপি ক্রনিক নিউরো মাস্কুলোস্কেলিটাল এর উপর বক্তব্য উপস্থাপন করেন।

ওয়ান্ডার ডিরেক্টর মুহাম্মদ আর করিম পলাশ এইচসিপিসি, এমসিএসপি, এনএইচএস ভঙ্গুরতা এড়ানো এবং পতন প্রতিরোধ করানিয়ে আলোকপাত করেন। এছাড়া তিনি ব্যায়াম, ফিটনেস এবং গতিশীলতা বৃদ্ধির বিষয়ে কথা বলেন।

সর্বোচ্চ এবং স্বাধীনতা বজায় রাখা বিষয়ে গ্রুপ ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়। এই বিষয় নিয়ে আলোকপাত করেন মুহাম্মদ আর করিম পলাশ, মোহাম্মদ এন উদ্দিন ও মোঃ জহিরুল হক। ওয়ার্কশপে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সহযোগী প্রফেসর-ইউসিএল-কুইন স্কয়ার ইনস্টিটিউট অফ নিউরোলজি, ওয়ালটারের উপদেষ্টা শাহ জালাল সরকার।

কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদে হাতে সার্টিফিকেট তুলে দেন ইস্ট হ্যান্ডস চ্যারাটির সিইও সাংবাদিক আ স ম মাসুম।

ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারীরা মনে করেন ওয়ান্ডার, ইস্টহ্যান্ড এবং টাওয়ার হ্যামলেটস এবং টাওয়ার হ্যামলেটস কেয়ারার অ্যাসোসিয়েশনের এই যৌথ উদ্যোগ সময় উপযোগী। যা শরীর ও মনে উদ্দীপনা যোগাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এতে কেয়ারার অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানান সেক্রেটারী লিটন আহমদ।

অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন উপদেষ্টা শাহান চৌধুরী, জগলু খান, রেদওয়ান আহমদ।

ইস্টহ্যান্ডের চেয়ার নবাব উদ্দিন বলেন, ইস্টহ্যান্ডস এ ধরনের ওয়ার্কশপ এবং কেয়ার ওয়ার্কারদের সেবার মান বাড়ানো তাদের নিজেদের শরীর গঠনের বিষয় এবং সার্ভিস প্রভাইডারদের আরও যত্নশীল হওয়ার বিষয় নিয়ে কাজ করবে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

হেফাজতে ইসলাম গ্রীস শাখার আহবায়ক কমিটি গঠিত

হেফাজতে ইসলামের গ্রীস শাখার আহবায়ক কমিটি গঠন করা হয়েছে। গত ১৮ নভেম্বর মঙ্গলবার এই কমিটি গঠন করা হয়েছে। এতে সর্বসম্মতিক্রমে বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন মাওলানা ফজলুর রহমান কাসেমিকে আহবায়ক ও ড: মাওলানা ছফিউল্লাহ ইরানীকে যুগ্ম আহবায়ক ও মাওলানা ফখরুদ্দিন আল মোবারক ও হাফিজ মাওলানা কাউসার হামিদকে সহ যুগ্ম আহবায়ক করে ১৫ সদস্য বিশিষ্ট আহবায়ক কমিটি গঠন করা হয়।

এ উপলক্ষে আয়োজিত সভায় প্রধান অতিথি হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় সহ আন্তর্জাতিক সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা আবদুল কাদির সালেহ ও বিশেষ অতিথি হেফাজতে ইসলাম যুক্তরাজ্য শাখার সদস্য মাওলানা আনিসুর রহমান।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাওলানা আবদুল কাদির সালেহ বলেন, ইসলামের সুরক্ষা ও মুসলিম উম্মাহর ঐক্য প্রতিষ্ঠায় উলামায়ে কেরামের দায়িত্ব অপরিসীম। তিনি বলেন, এই দায়িত্ব পালনে ২০১৩ সালে শাপলার শহীদদের রক্তদান উলামায়ে কেরামকে ঋণগ্রস্ত করে গেছে।তিনি শাপলা চত্তর ও মূর্তিবিরোধী আন্দোলনে গণহত্যার তদন্তে কমিশন গঠন ও বিচারের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য সরকারের প্রতি জোর দাবী জানান।

বিশেষ অতিথি মাওলানা আনিসুর রহমান বলেন, বাতিল শক্তি এখনও ইসলামী আকিদা বিশ্বাস ও ভিত্তিমূলকে বাংলার জমিনে অপ্রাসঙ্গিক করে তুলতে সক্রিয় রয়েছে। সকল ইসলামী দল ও উলামায়ে কেরামকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে হেফাজতের আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যতে হবে।

প্রধান অতিথি নব গঠিত কমিটিকে অনধিক তিন মাসের মধ্যে গ্রীসের সর্বস্তরের উলামায়ে উলামায়ে কেরামের সমন্বয়ে পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠনের ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য দায়িত্ব প্রদান করেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

লন্ডন মহানগরী জমিয়তের সীরাত সম্মেলন অনুষ্ঠিত

জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ইউকে লন্ডন মহানগর শাখার উদ্যোগে সীরাত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ১৬ নভেম্বর শনিবার বিকেলে পূর্ব লন্ডনের একটি রেস্টুরেন্টে ইনসাফ ভিত্তিক আদর্শ রাষ্ট্র গঠনে মহানবী সা. এর অবদান শীর্ষক সীরাত সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ইউকে লন্ডন মহানগর শাখার সভাপতি মাওলানা আশফাকুর রহমানের সভাপতিত্বে ও সেক্রেটারী মুফতী সৈয়দ রিয়াজ আহমদের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথির আলোচনা পেশ করেন জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ইউকের সভাপতি প্রিন্সিপাল মাওলানা শুয়াইব আহমদ।

বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন হেফাজতে ইসলাম ইউকের সভাপতি শাইখুল হাদিস মুফতি আব্দুর রহমান মনোহরপূরী, ইউকে জমিয়তের সিনিয়র সহ সভাপতি মাওলানা মুফতি আবদুল মুনতাকিম, খেলাফত মজলিস যুক্তরাজ্য সাউথ শাখার সভাপতি মাওলানা সাদিকুর রহমান, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস যুক্তরাজ্য শাখার সহ সভাপতি মাওলানা ফয়েজ আহমদ, ইউকে জমিয়তের সহ সভাপতি মাওলানা সৈয়দ তামীম আহমদ, হাফিজ হোসাইন আহমদ বিশ্বনাথী, মহা-সচিব মাওলানা সৈয়দ নাঈম আহমদ। প্রোগ্রামের শুরুতে কোরআন তেলাওয়াত করেন আন্তর্জাতিক ক্বারী শায়খ আহমদ হাসান।

সীরাত সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ইউকে জমিয়তের উপদেষ্টা আলহাজ্ব খালিছ মিয়া, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা

মঈন উদ্দীন, লন্ডন মহানগর জমিয়তের সহ সভাপতি হাফিজ মাওলানা মুশতাক, সহ সভাপতি হাফিজ জিয়া উদ্দীন, সহ সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আরিফ আহমদ, সহ সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা শামছুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক হাফিজ মাওলানা আব্দুল হাই, সহ প্রচার সম্পাদক হুসাইন আহমদ, মাওলানা রাশেদ আহমদ, মাওলানা আব্দুল করিম, হাফিজ মাওলানা মাহফুজ আহমদ, হাফিজ মাওলানা সৈয়দ মুমিন আহমদ, মাওলানা দিলওয়ার হোসাইন, মাওলানা উবায়দুর রহমান,ইমরান মিয়া, হাজী লাক মিয়া, হাজী আব্দুল হান্নান, যাকারিয়া আহমদ প্রমুখ।

জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ইউকে লন্ডন মহানগরের সীরাত সম্মেলনে বক্তারা বলেন, মহানবী (সা.) সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য শান্তির দূত হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন। তাই ইনসাফ ভিত্তিক রাষ্ট্র গঠন করতে হলে মহানবী (সা.) এর রাষ্ট্র পরিচালনা পদ্ধতিকে সর্বক্ষেত্রে অনুসরণ করতে হবে। রাষ্ট্রের প্রধান থেকে শুরু করে প্রতিটি সেক্টরের দায়িত্বশীলদেরকেও মহানবী (সা.) এর আদর্শ ও তাঁর প্রবর্তিত মদীনা সনদকে মডেল বানিয়ে শাসন ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে। মহানবী (সা.) এর রাষ্ট্র পরিচালনার এক পর্যায়ে একজন নারীর চুরির অপরাধ প্রমাণিত হওয়ার পর শাস্তি কার্যকর করার আগে তার শাস্তি মওকুফ করার সুপারিশ আসলে উক্ত সুপারিশের জবাবে মহানবী (সা.) বলেছিলেন, আমার কন্যা ফতেমাও যদি চুরি করত, তাহলে আমি অবশ্যই চুরির শাস্তি হিসেবে তার হাত কর্তন করার আদেশ দিতাম। ইনসাফ ভিত্তিক একটি আদর্শ রাষ্ট্র গঠনে মহানবী (সা.) পৃথিবীর মানুষকে যে পথ দেখিয়ে গেছেন, একমাত্র সে পথই পারে মানুষকে মুক্তির পথ দেখাতে। এর বিপরীতে অন্যকোন পথে সকল প্রকার বৈষম্য দূর করে একটি আদর্শ রাষ্ট্র বিনির্মাণ কখনোই সম্ভব নয়। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মধ্যদিয়ে দীর্ঘ ১৬ বছরের আওয়ামী ফ্যাসিবাদী দুঃশাসন উৎখাতের পর এখন দেশের সর্বস্তরে বৈষম্য দূর করে ইনসাফ ও সুবিচার প্রতিষ্ঠার আওয়াজ জোরদার হয়েছে। শান্তি, সহনশীলতা ও মানবাধিকার সমুন্নত রাখার কথা বলা হচ্ছে। জাতীয়

সিলেটে প্রেমিককে নিয়ে স্বামীকে খুন : স্ত্রীসহ তিনজনের মৃত্যুদণ্ড

সিলেট প্রতিনিধি, ৬ ডিসেম্বর ২০২৪: সিলেটের জাফলংয়ে স্বামীকে খুনের দায়ে স্ত্রী, কথিত প্রেমিক ও তার সহযোগীকে ফাঁসির আদেশ দিয়েছেন আদালত। গত বৃহস্পতিবার (২৮ নভেম্বর) সকালে সিলেটের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালত ৪ এর বিচারক শায়লা শারমিন এ রায় প্রদান করেন।

বেঞ্চ সহকারী হিসেবে ছিলেন সিলেটের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালত ৪ এর বিচারক মো. কবির হোসেন। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন আদালতের অতিরিক্ত পিপি আইনজীবী মোঃ জালাল উদ্দীন।

দণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন, খুশনাহার (২২), মাহমুদুল হাসান (২২) ও নাদিম আহমদ নাইম (১৯)।

পুলিশ ও আদালত সুত্রে জানা যায়, ২০২৩ সালের ১৬ এপ্রিল গোয়াইনঘাটে রিভারভিউ হোটেলের ড্রেনে আল ইমরান নামের এক পর্যটকের মরদেহ পাওয়া যায়। পরে লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। ঘটনার পর পালিয়ে যায় তার স্ত্রী খুশনাহার বেগম।

পুলিশ আরো জানায়, নিহতের স্ত্রীর সাথে মাহমুদুল হাসান নামে এক যুবকের বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক ছিলো। এর জের ধরে আল ইমরানকে ঘুমের ঔষধ খাইয়ে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করে তারা।

নিহত আল ইমরান কিশোরগঞ্জের নিকলির গুরই ইউনিয়নের আব্দুল জব্বারের ছেলে। সে সময় স্ত্রীসহ সিলেটের জাফলং বেড়াতে এসে স্থানীয় রিভারভিউ আবাসিক হোটেলে ওঠেন তিনি।

এ হত্যাকাণ্ডের পর নিহতের পিতা বাদি হয়ে গোয়াইনঘাট থানা একটি মামলা দায়ের করেন। পরে, কথিত প্রেমিক মাহমুদুল হাসন ও তার সহযোগী নাদিমকেও গ্রেফতার করতে সক্ষম হয় পুলিশ।

রায়ের প্রতিক্রিয়ায় পিপি এডভোকেট জালাল উদ্দীন বলেন, রায়ের সময় আসামিরা আদালতে উপস্থিত ছিলেন। এ হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত আরেক আসামি আব্দুর রকিব নাবালক হওয়ায় তার বিচারকার্য শিশু আদালতে হচ্ছে। এ রায়ে আমরা সন্তুষ্ট।

২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলা মামলা

তারেক রহমানসহ সব আসামি খালাস পাওয়ায় সিলেটে আনন্দ মিছিল

সিলেট প্রতিনিধি, ৬ ডিসেম্বর ২০২৪: ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলা মামলায় বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানসহ সব আসামি খালাস পাওয়ায় আনন্দমিছিল করেছেন সিলেট জেলা ও মহানগর বিএনপি এবং যুবদলের নেতা-কর্মীরা। রায় ঘোষণার খবর পাওয়ার পরই গত ১ নভেম্বর রোববার বিকেলে পৃথকভাবে তাঁরা এ কর্মসূচি পালন করেন।

সিলেট জেলা ও মহানগর বিএনপি যৌথভাবে নগরের কোর্ট পয়েন্ট এলাকা থেকে আনন্দমিছিল শুরু করে। নগরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে চৌহাট্টা এলাকায় গিয়ে শেষ করে। সেখানে এক সংক্ষিপ্ত সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন সিলেট মহানগর বিএনপির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি রেজাউল হাসান। সমাবেশ সঞ্চালনা করেন সিলেট জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক এমরান আহমদ চৌধুরী।

সমাবেশে বক্তব্য দেন মহানগর বিএনপির ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক নজিবুর রহমান, সহসভাপতি জিয়াউল গণি ও সাদিকুর রহমান, জেলা বিএনপির উপদেষ্টা কামরুল হাসান, মহানগর বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক সৈয়দ সাফেক মাহবুব, জেলা বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক হাসান আহমদ পাটওয়ারী প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, বিজয়ের মাসে প্রথম দিনে আরেকটি বিজয়ের খবর এসেছে। বিগত দিনগুলোতে বিএনপি ন্যায়বিচার পায়নি। মিথ্যাভাবে আওয়ামী লীগ সরকারের সাজানো ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলা মামলায় তারেক রহমানসহ বিএনপির অনেক নেতা-কর্মীকে আসামি করা হয়েছিল। উচ্চ আদালত সেই মিথ্যা মামলায় তারেক রহমানসহ সব আসামিকে বেকসুর খালাস দিয়েছেন। শেখ হাসিনার সরকার তারেক রহমানকে জেলে পাঠাতে একের পর এক মিথ্যা মামলা দিয়েছে। অবিলম্বে তারেক রহমানের নামে যত মিথ্যা মামলা আছে, সব প্রত্যাহার এবং তাঁকে বাংলাদেশে ফিরিয়ে আসার ব্যবস্থা করতে হবে।

এদিকে জেলা ও মহানগর যুবদলও পৃথকভাবে নগরে আনন্দমিছিল করেছে। মিছিল-পরবর্তী সংক্ষিপ্ত সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন সিলেট জেলা যুবদলের সভাপতি মুমিনুল ইসলাম। সিলেট জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ মকসুদ আহমদ ও মহানগরের সাধারণ সম্পাদক মির্জা মো. সম্রাটের যৌথ সঞ্চালনায় স্বাগত বক্তব্য দেন মহানগরের সভাপতি শাহ নেওয়াজ বখত তারেক।

মুমিনুল ইসলাম বলেন, উচ্চ আদালতের আপিল বিভাগের রায়ে তারেক রহমান সুবিচার পেয়েছেন। এর মাধ্যমে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তারেক রহমানের জনপ্রিয়তায় ঈর্ষান্বিত হয়ে শেখ হাসিনা ব্যক্তিগত আক্রোশে তাঁকে এ মামলায় জড়িয়েছিলেন। এর মাধ্যমে আধিপত্যবাদী শক্তি তারেক রহমানকে বাংলাদেশের রাজনীতিতে মাইনাস করার চক্রান্ত করেছিল। কিন্তু আদালতের রায়ে তাদের সে চক্রান্ত ভেস্তে গেছে। তারেক রহমান সব ষড়যন্ত্র মোকাবিলা

জামিন পেলেও মুক্তি পেলেন না

ফের কারাগারে বড়লেখায় ইউপি চেয়ারম্যান জুয়েল

সিলেট প্রতিনিধি, ৬ ডিসেম্বর ২০২৪: জামিনে জেল থেকে মুক্তির পর মৌলভীবাজারের বড়লেখা সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও জেলা যুবলীগ নেতা ছালেহ আহমদ জুয়েল আবারও গ্রেপ্তার হয়েছেন। গত বৃহস্পতিবার (২৮ নভেম্বর) সন্ধ্যায় মৌলভীবাজার জেলা কারাগার থেকে ছাড়া পাওয়ার পরই জেলগেট থেকে ডিবি পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করেছে। এরপর ডিবি তাকে মৌলভীবাজার মডেল থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করে। পরে ওইদিন রাতেই পুলিশ তাকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠায়।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, সরকার পতনের পর বড়লেখা থানায় করা পাঁচটি মামলার এজাহার নামীয় আসামি বড়লেখা সদর ইউপি চেয়ারম্যান ও যুবলীগ নেতা ছালেহ আহমদ জুয়েল গত বৃহস্পতিবার (২৮ নভেম্বর) জামিন পান। এরমধ্যে তিনটি মামলায় উচ্চ আদালত থেকে এবং দুটি মামলায় বড়লেখা সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত থেকে তার জামিন হয়।

মৌলভীবাজারে পিকআপ ভ্যান ও মোটর সাইকেলের সংঘর্ষ, দুই তরুণ নিহত

সিলেট প্রতিনিধি, ৬ ডিসেম্বর ২০২৪: মৌলভীবাজারের রাজনগরে পিকআপ ভ্যানের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে মোটরসাইকেল আরোহী দুই তরুণ নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় একজন আহত হয়েছেন। গত ২ নভেম্বর সোমবার রাত আটটার দিকে রাজনগর-ফেঞ্চুগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়কের মশুরিয়া মাদ্রাসার কাছে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত দুজন হলেন রাজনগর উপজেলার উত্তরভাগ ইউনিয়নের সুপরাকান্দি গ্রামের নুরুল ইসলামের ছেলে রাফি আহমদ (২১) ও হলদিগুল গ্রামের লেবু মিয়ার ছেলে সাকিন আহমদ (১৯)। দুজনই ঘটনাস্থলে মারা গেছেন। অপর মোটরসাইকেল আরোহী রাজু ধর (১৮) আহত হয়েছেন। রাজু ধর উপজেলার খলাগাঁও গ্রামের মনজু ধরের ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মোটরসাইকেলে করে সমবয়সী তিনজন নিজ এলাকা থেকে মৌলভীবাজার শহরের উদ্দেশে রওনা হয়েছিলেন। ফেঞ্চুগঞ্জ-মৌলভীবাজার আঞ্চলিক মহাসড়কের মশুরিয়া নামক স্থানে দ্রুতগতির মোটরসাইকেলের সঙ্গে বিপরীত দিক থেকে আসা পিকআপ ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে। পরে স্থানীয় লোকজন মোটরসাইকেল আরোহী তিনজনকে উদ্ধার করে মৌলভীবাজার ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক দুজনকে মৃত ঘোষণা করেন। আহত রাজু ধরকে উন্নত চিকিৎসার জন্য সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

SKILLED WORKERS UK
International Visa Consultants
We Specialise in Sponsor Licence Applications and Self Sponsorship.
Also, We process Visas for Schengen countries and all other countries for all nationalities in the UK.
• Competitive fees • Excellent services
SKILLED WORKERS UK
First Floor
East London Business Centre
93-101 Greenfield Road
London E1 1EJ
Visit our website: skilledworkersuk.com
Email: info@skilledworkersuk.com
Tel: 033 3335 6013 Mob: 07907 851 560

EC
STANDARD EXCHANGE COMPANY (UK) LTD
(Fully owned by Standard Bank Limited, Bangladesh)
দ্রুত ও নিরাপদে টাকা পাঠানোর বিশ্বস্ত মাধ্যম
স্ট্যান্ডার্ড এক্সচেঞ্জ ইউকে
M: 07365 998 422 T: 020 7377 0009
info@standardexchangeuk.com
www.standardexchangeuk.com
101 Whitechapel Road, London E1 1DT
■ আকর্ষণীয় রেট
■ বিকাশ সার্ভিস
■ ইন্সটেন্ট ট্রান্সফার
■ একাউন্ট ট্রান্সফার
■ ঘরে বসে আলাইনে ট্রান্সফার
■ ব্যুরো ডি চেঞ্জ

দূতাবাসের নিরাপত্তা, ভিয়েনা কনভেনশনে কী আছে?

দেশ ডেস্ক, ৬ ডিসেম্বর ২০২৪ : ভারতের আগরতলায় বাংলাদেশের সহকারী হাইকমিশন কার্যালয়ে হামলার পর এটিকে ভিয়েনা কনভেনশনের লঙ্ঘন বলে বিবৃতি দিয়েছে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। এর বাইরেও বিএনপিসহ বিভিন্ন দল ও সংগঠন এই ঘটনার প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে ভিয়েনা

কনভেনশনের কথা উল্লেখ করেছে।

মঙ্গলবার ঢাকায় নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার প্রণয় কুমার ভার্মাকে ডেকে নিয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

'পরিকল্পিতভাবে' বাংলাদেশ হাইকমিশনে হামলা চালানো হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন কর্মকর্তারা। হামলার সময় ভারতীয় পুলিশের সদস্যরা সেটি না থামিয়ে নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে বলেও অভিযোগ করেছেন তারা।

হামলার ঘটনার পর নিরাপত্তাহীনতার কারণ দেখিয়ে সকল প্রকার ভিসা ও কনস্যুলার সেবা কার্যক্রম অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে আগরতলার বাংলাদেশ সহকারী হাইকমিশন।

যদিও হামলায় দুঃখ প্রকাশ করে ভারত বলছে, বাংলাদেশের সঙ্গে তারা একটি স্থিতিশীল সম্পর্ক বজায় রাখতে চায়। ঘটনা তদন্তে দেশটি ইতোমধ্যে একটি কমিটি গঠন করেছে। জড়িত সন্দেহে আটকও করা হয়েছে বেশ কয়েকজনকে।

তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, আগরতলায় বাংলাদেশের কূটনৈতিক মিশনের নিরাপত্তা প্রদানের দায়িত্ব ছিল ভারত সরকারের। কিন্তু এক্ষেত্রে ব্যর্থ হওয়ায় দেশটি ভিয়েনা কনভেনশন 'স্পষ্ট লঙ্ঘন' করেছে।

কিন্তু ভিয়েনা কনভেনশন আসলে কী? ওই কনভেনশনে একটি দেশের দূতাবাসের নিরাপত্তার বিষয়ে কী বলা হয়েছে? আর ভারত যদি সেটি লঙ ঘন করে থাকে, তাহলে বাংলাদেশ তার বিরুদ্ধে কী ধরনের ব্যবস্থা নিতে পারবে?

ভিয়েনা কনভেনশন কী?

কূটনৈতিক সম্পর্কের অংশ হিসেবে বহুকাল আগে থেকেই এক দেশের কূটনীতিকরা আরেক দেশে অবস্থান করে আসছেন।

তবে স্বাগতিক দেশে তারা কী ধরনের সুযোগ-সুবিধা পাবেন, তাদের আচরণ কেমন হবে, কূটনীতিকদের প্রতি গ্রহীতা দেশের দায়িত্ব কী হবে ইত্যাদি বিষয়ে গত শতাব্দীর ষাটের দশকের আগ পর্যন্ত আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত অভিন্ন কোনো নিয়ম-নীতি ছিলো না।

ফলে সেই প্রয়োজনীয়তা থেকেই ১৯৬১ সালের এপ্রিলে অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনায় একটি সম্মেলনের আয়োজন করে জাতিসংঘ। সদস্য দেশের প্রতিনিধিরা ওই সম্মেলনে অংশ নিয়ে কূটনৈতিক সম্পর্ক ও আচরণের বিষয়ে একটি চুক্তি সাক্ষর করেন, যা 'ভিয়েনা কনভেনশন অন ডিপ্লোম্যাটিক রিলেশনস' নামে পরিচিত।

মূলত আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত কিছু নিয়ম-নীতি তৈরি এবং সেগুলো অনুসরণের মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলাই ওই চুক্তির অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিলো বলে জানাচ্ছেন বিশ্লেষকরা।

চুক্তিটিতে মোট ৫৩টি ধারা রয়েছে, সাক্ষরকারী রাষ্ট্রসমূহ যেগুলো সব সময় মেনে চলার চেষ্টা করে। কোনো দেশ ওইসব ধারার পরিপন্থী কাজ করলে সেটাকে 'চুক্তির বরখেলাপ' হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

গত শতাব্দীর ষাটের দশক পর্যন্ত যেসব দেশ স্বাধীন ছিল, তারাই প্রাথমিকভাবে জাতিসংঘের ওই চুক্তিতে সই করেছিল। তবে পরবর্তীতে অন্য যেসব দেশ স্বাধীনতা অর্জন করে, তারাও ধাপে ধাপে নিজেদেরকে চুক্তিটিতে অন্তর্ভুক্ত করে।

১৯৬৫ সালে ভারত 'ভিয়েনা কনভেনশন অন ডিপ্লোম্যাটিক রিলেশনস' চুক্তিতে সাক্ষর করে।

সিরিয়ায় বিদ্রোহীদের দখলে আরো ৪ শহর, বিপাকে আসাদ

দেশ ডেস্ক, ৬ ডিসেম্বর ২০২৪ : সিরিয়ার বিদ্রোহীরা মঙ্গলবার ভোরে চারটি নতুন শহর দখল করেছে, এতে দেশের কেন্দ্রীয় শহর হামার কাছাকাছি চলে এসেছে তারা। বিদ্রোহী যোদ্ধারা বলেছেন, সরকারী বাহিনী গত সপ্তাহে কিছু অঞ্চল পুনরুদ্ধার করেছে।

মঙ্গলবার (৩ ডিসেম্বর) এক প্রতিবেদনে এ খবর দিয়েছে ফ্রান্স টুয়েন্টিফোর।

তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়্যেপ এরদোগান, যার দেশ বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলির প্রধান সমর্থক। তিনি বলেছেন, সিরিয়ার সরকারকে পরিস্থিতির আরও অবনতি রোধ করতে একটি প্রকৃত রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় জড়িত হতে হবে।

সালাফি জিহাদি হায়াত তাহরির আল-শামের নেতৃত্বাধীন বিদ্রোহীদের পাশাপাশি তুরস্ক-সমর্থিত বিরোধী যোদ্ধাদের দ্বারা শহরগুলো দখল করা সর্বশেষ ঘটনা। বিদ্রোহীরা এখন দেশের চতুর্থ বৃহত্তম শহর হামা থেকে প্রায় ১০ কিলোমিটার (৬ মাইল) দূরে রয়েছে।

সর্বশেষ এই পরিস্থিতি সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাশার আসাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহীদের ব্যাপক আক্রমণের অংশ যা গত কয়েকদিন ধরে দেশটির সবচেয়ে বড় আলেপ্পো শহরের উত্তরাঞ্চলের বড় অংশ দখল করেছে। সেইসাথে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় ইদলিব প্রদেশের দক্ষিণাঞ্চলের শহর ও গ্রামগুলোও বিদ্রোহীরা দখল করেছে।

সিরীয় সংঘাতে এবার রাশিয়া-তুরস্ক মুখোমুখি হওয়ার শঙ্কা

দেশ ডেস্ক, ৬ ডিসেম্বর ২০২৪ : সিরিয়ার সামরিক বাহিনী রোববার (১ ডিসেম্বর) দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে বিদ্রোহীদের থামানোর জন্য বাড়তি সৈন্য মোতায়েন এবং বিমান হামলা পরিচালনা করে। একই সময় বিদ্রোহীদের অপ্রত্যাশিত অভিযান

প্রতিহত করতে ইরান সিরিয়ার সরকারকে সমর্থন করার অঙ্গীকার করেছে।

সিরিয়ার দীর্ঘ-স্থায়ী গৃহযুদ্ধে ইরান সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদকে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক এবং সামরিক সমর্থন দিয়ে আসছে। কিন্তু গত বুধবার শুরু হওয়া এই সর্বশেষ লড়াই-এ তেহরান দামেস্ককে কী ধরনের সমর্থন দিতে পারবে, তা পরিষ্কার নয়।

কথিত জিহাদি সংগঠন হায়াত তাহরির আল-শাম-এর নেতৃত্বে বিদ্রোহীরা আলেপ্পো এবং সংলগ্ন ইদলিব প্রদেশের মফস্বল অঞ্চলে হামলা চালায়। এরপর তারা হামা প্রদেশের উদ্দেশ্যে রওনা হয়।

সংঘর্ষ বেড়ে যাওয়ার ফলে মধ্যপ্রাচ্যে অস্থিতিশীলতার আরেকটি জানালা খুলে যাবার সম্ভাবনার সৃষ্টি হলো, যখন ইসরাইল গাজায় হামাস এবং লেবাননেন হিজবুল্লাহর সঙ্গে লড়াই করছে। এর ফলে রাশিয়া এবং তুরস্ক একে ওপরের বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, কারণ সিরিয়াতে তাদের দুজনের নিজস্ব স্বার্থ রয়েছে।

বিদ্রোহীরা বুধবার তাদের অভিযান ঘোষণা করে, ঠিক যখন ইসরাইল এবং হিজবুল্লাহর মধ্যে যুদ্ধবিরতি শুরু হয় এবং আঞ্চলিক শান্তির জন্য আশা সৃষ্টি হয়। এই অভিযান প্রেসিডেন্ট আসাদের জন্য ভীষণ বিব্রতকর, এবং এটা এসেছে এমন সময় যখন তার মিত্র দেশগুলো–ইরান এবং তার সমর্থিত গোষ্ঠীগুলো আর রাশিয়া–তাদের নিজস্ব সংঘাত নিয়ে ব্যস্ত।

ইরানি পররাষ্ট্রমন্ত্রীর দামেস্ক সফর

আসাদের দফতর থেকে আসা বিবৃতি অনুযায়ী, ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাগাহচি দামেস্ক সফরে এসে সিরিয়ার নেতাকে আশ্বস্ত করেন এই বলে যে, তেহরান সিরিয়া সরকারের পা□া-অভিযানে সমর্থন দিতে প্রস্তুত।

জর্ডানের রাজা দ্বিতীয় আব্দুল্লাহ এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের প্রেসিডেন্ট শেখ মোহাম্মেদ বিন যায়েদ আল নাহিয়ানসহ আরব নেতারা আসাদকে ফোন করে সংহতি প্রকাশ করেছেন।

বিদ্রোহীরা শনিবার আলেপ্পোর বেশির ভাগ এলাকা

গাজাজুড়ে ইসরাইলি ভয়াবহ হামলায় নিহত ৩৬

দেশ ডেস্ক, ৬ ডিসেম্বর ২০২৪ : ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজায় ইসরাইলি ভয়াবহ হামলায় অন্তত ৩৬ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। এরফলে উপত্যকাটিতে নিহতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪৪ হাজার ৫০২ জনে। এছাড়া গত বছরের অক্টোবর থেকে চলা এই হামলায় আহত হয়েছেন

আরও লক্ষাধিক ফিলিস্তিনি।

মঙ্গলবার (৩ ডিসেম্বর) এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে বার্তাসংস্থা আনাদোলু।

গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, গাজা উপত্যকায় ইসরাইলের চলমান হামলায় কমপক্ষে আরও ৩৬ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। এতে করে গত বছরের অক্টোবর থেকে এ পর্যন্ত মোট মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৪৪ হাজার ৫০২ জনে পৌঁছেছে বলে।

মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, দখলদারদের হামলায় আরও অন্তত এক লাখ ৫ হাজার ৪৫৪ ফিলিস্তিনি আহত হয়েছেন।

মন্ত্রণালয়ের তথ্য মতে, গত ২৪ ঘণ্টায় ইসরাইলি বাহিনীর অব্যাহত আগ্রাসনে ৩৬ জন নিহত এবং আরও ৯৬ জন আহত হয়েছেন। অনেক মানুষ এখনও ধ্বংসস্তূপের নিচে এবং রাস্তায় আটকা পড়ে আছেন কারণ উদ্ধারকারীরা তাদের কাছে পৌঁছাতে পারছেন না।

ফিলিস্তিনি স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ মনে করছে, গাজা উপত্যকা জুড়ে ধ্বংস হওয়া বাড়ির ধ্বংসস্তূপের নিচে এখনো ১০ হাজারেরও বেশি লোক নিখোঁজ রয়েছেন। মূলত গাজায় অবিলম্বে যুদ্ধবিরতির দাবি জানিয়ে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাব সত্ত্বেও ইসরায়েল অবরুদ্ধ এই ভূখণ্ডে তার নৃশংস আক্রমণ অব্যাহত রেখেছে।

উল্লেখ্য, গত ৭ অক্টোবর হামাসের নজিরবিহীন আন্তঃসীমান্ত হামলার পর থেকে ইসরাইল গাজা উপত্যকায় অবিরাম বিমান ও স্থল হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। ইসরাইলি এই হামলায় হাসপাতাল, স্কুল, শরণার্থী শিবির, মসজিদ, গির্জাসহ হাজার হাজার ভবন ক্ষতিগ্রস্ত বা ধ্বংস হয়ে গেছে।

এছাড়া ইসরাইলি আগ্রাসনের কারণে প্রায় ২০ লাখেরও বেশি বাসিন্দা তাদের বাড়িঘর ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন।

মূলত ইসরাইলি আক্রমণ গাজাকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছে। জাতিসংঘের মতে, ইসরাইলের বর্বর আক্রমণের কারণে গাজার প্রায় ৮৫ শতাংশ ফিলিস্তিনি বাস্তুচ্যুত হয়েছেন। আর খাদ্য, বিশুদ্ধ পানি এবং ওষুধের তীব্র সংকটের মধ্যে গাজার সকলেই এখন খাদ্য নিরাপত্তাহীন অবস্থার মধ্যে রয়েছেন।

এছাড়া অবরুদ্ধ এই ভূখণ্ডের ৬০ শতাংশ অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত বা ধ্বংস হয়ে গেছে। ইসরাইল ইতোমধ্যেই আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে গণহত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছে।

ইস্ট লন্ডন মসজিদের জুমার খুতবা-প্রসঙ্গ অজুতে পানির অপচয় : ‘প্রবাহমান নদীর পাশে বসে অযু করলেও প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি ব্যবহার করা যাবেনা’

‘একদিন রাসুল (সা.) দেখলেন, একজন সাহাবি অযু করার সময় অতিরিক্ত পানি ব্যবহার করছেন। তিনি তাঁকে প্রশ্ন করলেন, এমন কেন করছো? প্রতি উত্তরে সাহাবি জানতে চাইলেন- ‘হে রাসুল (সা.) অযু করার সময়ও কি একটু বেশি পানি ব্যবহার করা যাবে না?” উত্তরে রাসুল (সা.) বললেন, ‘নাহ, করা যাবেনা। এমনকি যদি তুমি প্রবাহমান নদীর পানি দিয়েও অজু করো।’ (সূত্র: ইবনে মাজাহ)।

অযু করার সময় প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি ব্যবহার ও অপচয় প্রসঙ্গে রাসুল (সা.)-এর উপরোক্ত হাদীসটি জুমার খুতবায় উদ্বৃত করেন ইস্ট লন্ডন মসজিদের ইমাম ও খতীব শায়খ আব্দুল কাইয়ুম। গত ২৯ নভেম্বর শুক্রবার জুমার খুতবায় তিনি ফেইথ ইন এনভায়রনমেন্ট (ধর্মের আলোকে পরিবেশ) বিষয়ে খুতবা দেন।

তিনি বলেন, আমরা ইস্ট লন্ডন মসজিদে ফেইথ ইন এনভারনমেন্ট বা ধর্মের আলোকে পরিবেশ বিষয়ে বিভিন্ন প্রচার প্রচারণা অব্যাহত রেখেছি। এই প্রচার প্রচারণায় পানির অপচয় রোধকে আমরা অন্যতম প্রধান অগ্রাধিকার হিসাবে দেখছি। তাই আজকের খুতবায় আমি অযু এবং পরিবেশের মধ্যকার সুন্দর সংযোগ নিয়ে আমার কিছু চিন্তাভাবনা আপনাদের

সামনে তুলে ধরছি। এটি এমন একটি বিষয় যা সারা বিশ্বে দিন দিন আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে।

তিনি বলেন, অযু আমাদের ঈমানের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যা নামাজের প্রস্তুতি ছাড়াও আরো অনেক কিছু বহন করে । আমাদের প্রিয় নবী (সা.) অযুকে উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করেছেন, আমাদের শিক্ষা দিয়ে বলেছেন, ”পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক” (সহীহ মুসলিম)। তিনি আমাদের সুসংবাদ দিয়েছেন যে, যারা নিয়মিত অজু করেন কিয়ামতের দিন তাদের শরীরের ধোয়া অংশগুলো বিশেষ এক আলোর মাধ্যমে আলোকিত হবে-তাদের মুখ হবে দীপ্তিমান, তাদের হাত হবে ঝলমলে এবং তাদের পা হবে জ্যোতিময় (সূত্র: সহীহ বুখারি ও মুসলিম)।

তিনি বলেন, সঠিক নিয়মে অযু করার পুরস্কার অনেক বড়। সহীহ মুসলিমে বর্ণিত একটি হাদিসে নবী (সা.) বলেছেন, যখন কেউ সতর্কতার সাথে অযু করে, তার শরীরের প্রতিটি অংশ থেকে পাপ দূর হয়ে যায়, এমনকি নখের নিচ থেকেও ।

বাড়িতে অযু তৈরি করে মসজিদে যাওয়া একটি বিশেষ ফজিলত বহন করে। নবী (সা.) বলেছেন, (মসজিদের পথে হেঁটে যাওয়ার সময়) একটি পা পাপ মোচন করে এবং অন্য পা জান্নাতে মর্যাদা বৃদ্ধি করে”। এছাড়াও, তিনি (রাসুল সা.) আমাদের শিখিয়েছেন যে, যারা ঘরে অজু করে মসজিদে যায় নামাজের জন্য, তাদের জন্য বিশেষ পুরস্কার রয়েছে (সহীহ মুসলিম)।

এটি লক্ষণীয় যে, নবী (সা.) মাত্র ৬৫০ গ্রাম (এক মুদ) পানি ব্যবহার করে অযু সম্পন্ন করতেন এবং গোসলের জন্য এক সা’ অর্থাৎ ২.৬ লিটার পানি ব্যবহার করতেন। এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ করে যখন আমরা অযু করার সময় টেপ ছেড়ে রেখে প্রচুর পানি অপচয় করি। মসজিদের অজুখানায় আমরা প্রায়ই দেখি, পানির টেপ ছেড়ে দেওয়ার পর পুরো গতিতে পানি পড়তে থাকে, কখনও কখনও কয়েক মিনিট ধরে পানি পড়তে থাকে। এই অভ্যাস আমাদের ধর্মীয় শিক্ষা এবং পরিবেশ সুরক্ষার দায়িত্বের বিপরীত।

পবিত্র কুরআনে আমাদেরকে অপচয় সম্পর্কে স্পষ্টভাবে সতর্ক করা হয়েছে, সূরা আল-আরাফের ৩১নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, ‘অপচয় করো না; নিশ্চয়ই তিনি অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না’ এটি আমাদের প্রতিটি কাজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। বিশেষ করে অজু করার সময় পানির ব্যবহারের ক্ষেত্রে। যখন আমরা দেখি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে লাখ লাখ মানুষ বিশুদ্ধ পানির অভাবে ভুগছেন, তখন পানির সংরক্ষণ আমাদের জন্য আরও জরুরী হয়ে পড়ে।

অজুর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো মিসওয়াক ব্যবহার। রাসুল (সা.) বলেছেন, ‘যদি আমার উম্মতের জন্য এটি কষ্টদায়ক না হতো, তবে আমি তাদের প্রতি ওয়াক্তের নামাজের জন্য মিসওয়াক ব্যবহার বাধ্যতামূলক করতাম’ (সহীহ আল-বুখারি) । এই সুন্নাহ কেবল মৌখিক স্বাস্থ্য সুরক্ষা করে না, বরং নামাজের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতাও বাড়িয়ে তুলে। যারা সঠিক পন্থায় অজু করে পানি ব্যবহারে সচেতন থাকে, তাদের জন্য একটি বিশেষ দোয়া রয়েছে । অযু সম্পন্ন করার পর রাসুল (সা.) আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন এই দোয়া পড়তে; ‘আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শরীকা লাহু, ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আব্দুহু ওয়া রাসুলুহু।’ রাসুল (সা.) প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, যে কেউ সঠিকভাবে অজু করে এই দোয়া আন্তরিকভাবে পড়বে, জান্নাতের আটটি দরজা তার জন্য খুলে দেওয়া হবে (সহীহ মুসলিম)।

আমাদের মসজিদে, আমরা মুসল্লিদের অযুর সময় পানি ব্যবহারে যত্নবান হতে বাস্তবমুখী কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করছি । পানি সাশ্রয়ী টেপ স্থাপন করেছি এবং পানি অপচয় রোধের কথা মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য অযুর স্থানগুলোতে নোটিশ দিয়েছি । এই প্রচেষ্টা আমাদের ধর্মীয় দায়িত্ব এবং পরিবেশ সুরক্ষার দায়িত্বের সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ।

আসুন, আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এই শিক্ষাগুলো চর্চা করি । আমরা যেন অজুকে পরিপূর্ণ করতে পারি এবং একইসাথে পানি ব্যবহারে যত্নবান হতে পারি। এভাবেই আমরা আল্লাহর সৃষ্টির যত্ন নেওয়ার মাধ্যমে আমাদের ঈমান এবং দায়িত্ব উভয়কে পালন করতে পারি। প্রতিটি বাঁচানো পানির ফোঁটা আমাদের পরিবেশ সুরক্ষার জন্য একেকটি পদক্ষেপ ।

আল্লাহ তায়ালা যেন আমাদেরকে ভেতর ও বাইরের দিক থেকে পরিশুদ্ধ মানুষের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেন এবং তাঁর অমূল্য সম্পদ সংরক্ষণের প্রচেষ্টাগুলো কবুল করেন। আমিন।

অল্প আমল, অধিক সওয়াব

শরিফ আহমাদ

চাশতের নামাজ : ইসলামে নফল নামাজের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অনেক। নফল নামাজ মুমিন জীবনে আধ্যাত্মিক উন্নতি ঘটায় এবং আল্লাহপাকের নৈকট্য অর্জনে সহায়তা করে। নফল নামাজের মধ্যে অন্যতম চাশতের নামাজ। আনুমানিক বেলা ১১টায় চাশতের নামাজ পড়া ভালো। সাধারণ নফল নামাজের নিয়মে দ্বিপ্রহরের আগ পর্যন্ত আদায় করা যায়। এ সংক্রান্ত কয়েকটি হাদিস উল্লেখ করা হলো।

মুআজা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা.)কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ (সা.) কি চাশতের সালাত আদায় করতেন? উত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ। ৪ রাকাত সালাত আদায় করতেন। আল্লাহ চাইলে কখনো কখনো বেশিও পড়তেন। (মুসলিম, হাদিস : ১৬৯৬; ইবনে মাজাহ, হাদিস : ১৩৮১)।

আবু সাঈদ খুদরি (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবি কারিম (সা.) চাশতের নামাজ এমনভাবে আদায় করতেন যে, আমরা বলতাম (মনে মনে) তিনি এ নামাজ আর ছাড়বেন না। আবার কখনো ছেড়ে দিতেন। আমরা বলতাম তিনি এ নামাজ আর পড়বেন না। (মুসনাদে আহমাদ, হাদিস : ১১৩১২, মুসান্নাফ ইবনে আবি শাইবা, হাদিস : ৭৮৮৮)।

আবদুল্লাহ ইবনে সাদ (রা.) থেকে বর্ণিত। নবি কারিম (সা.) সূর্য হেলার পর জোহরের আগ পর্যন্ত ৪ রাকাত সালাত আদায় করতেন এবং বলতেন, এ সময় আকাশের দরজা খুলে দেওয়া হয়। আমার একান্ত ইচ্ছা, এ সময় আমার কোনো সৎকাজ আল্লাহর দরবারে পৌঁছাক। (তিরমিজি, হাদিস : ৪৭৮; শরহুস সুন্নাহ, হাদিস : ৭৯০)।

আলি (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি জোহরের আগে ৪ রাকাত সালাত আদায় করতেন এবং বলতেন, সূর্য হেলার সময় নবি কারিম (সা.) এ সালাত আদায় করতেন এবং তাতে দীর্ঘ কিরাত পড়তেন। (সুনানুল কুবরা নাসায়ি, হাদিস : ৩৩৩, শামায়েলে তিরমিজি, হাদিস : ২৮১)। আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাকে তিনটি বিষয়ে উপদেশ দিয়েছেন। ঘুমের আগে বিতর পড়া। চাশতের নামাজ দুই রাকাত পড়া এবং প্রতি মাসে তিন দিন রোজা রাখা। (সহিহ ইবনে হিব্বান, হাদিস : ২৫৩৬)।

আবু জার গিফারি (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা.) বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন ভোরে ওঠে, তখন তার প্রতিটি জোড়ার ওপর একটি সদকা রয়েছে। প্রতি সুবহানাল্লাহ সদকা, প্রতি আলহামদুলিল্লাহ সদকা, প্রতি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ সদকা, প্রতি আল্লাহু আকবার সদকা, আমর বিল মা’রুফ (সৎকাজের আদেশ) সদকা, নাহী আনিল মুনকার (অসৎকাজের নিষেধ) সদকা, অবশ্য চাশতের সময় দুই রাকাত নামাজ আদায় করা এসবের পক্ষ থেকে যথেষ্ট। (মুসলিম, হাদিস : ১৫৪৪)।

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আবু জার (রা.)-এর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। তখন আমি তাকে বলি যে, হে চাচা! আমাকে কল্যাণী উপদেশ দান করুন। তিনি বললেন, তুমি যেমন আমাকে জিজ্ঞেস করছ, তেমনি আমিও রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে এমনটি জিজ্ঞেস করেছিলাম। তখন তিনি বলেছিলেন, যদি তুমি চাশতের নামাজ দুই রাকাত পড়, তাহলে তোমাকে গাফেলদের মাঝে গণ্য করা হবে না। আর যদি চার রাকাত পড়, তাহলে তোমাকে নেককারদের মাঝে গণ্য করা হবে। আর যদি তুমি ছয় রাকাত পড়, তাহলে তোমাকে আনুগত্যকারীদের অর্ন্তভুক্ত করা হবে। আর যদি তুমি আট রাকাত পড়, তাহলে তোমাকে সফলকাম ব্যক্তিদের তালিকায় লেখা হবে। আর যদি ১০ রাকাত পড়, তাহলে সেদিন তোমার আমলনামায় কোনো গোনাহ লেখা হবে না। আর যদি বারো রাকাত পড়, তাহলে তোমার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করা হবে। (সুনানুল কুবরা বায়হাকী, হাদিস : ৪৯০৬, মুসনাদুল বাজ্জার, হাদিস : ৩৮৯০)।

নামাজের সময়সূচী

দিন	তারিখ	ফজর	সানরাইজ	যোহর	আসর	মাগরিব	এশা
শুক্রবার	০৬	৬:০৬	৭:৪৮	১১:৫৭	২:০৭	৩:৫৫	৫:৩২
শনিবার	০৭	৬:০৭	৭:৪৯	১১:৫৭	২:০৬	৩:৫৫	৫:৩২
রবিবার	০৮	৬:০৮	৭:৫০	১১:৫৮	২:০৬	৩:৫৫	৫:৩২
সোমবার	০৯	৬:০৯	৭:৫১	১১:৫৮	২:০৬	৩:৫৫	৫:৩২
মঙ্গলবার	১০	৬:১১	৭:৫৩	১১:৫৯	২:০৬	৩:৫৫	৫:৩২
বুধবার	১১	৬:১২	৭:৫৪	১১:৫৯	২:০৬	৩:৫৫	৫:৩২
বৃহস্পতিবার	১২	৬:১৩	৭:৫৫	১২:০০	২:০৬	৩:৫৫	৫:৩২

বিশেষ সাক্ষাৎকারে যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রদূত হুমায়ুন কবীর

ভারতকে বুঝতে হবে বাংলাদেশের মানুষ কী চায়

এম হুমায়ুন কবীর। কূটনীতিক ও যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রদূত। তিনি বর্তমানে বেসরকারি গবেষণাপ্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ এন্টারপ্রাইজ ইনস্টিটিউটের (বিইআই) সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন। ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকার বিদায় নেওয়ার পর বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কে যে টানাপোড়েন চলছে, তা নিয়ে প্রথম আলোর সঙ্গে কথা বলেছেন এই কূটনীতিক।

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন সোহরাব হাসান

প্রথম আলো: অন্তর্বর্তী সরকারের সাড়ে তিন মাসের মাথায় বাংলাদেশ ও ভারতের সম্পর্কটা কোন পর্যায়ে আছে?

এম হুমায়ুন কবীর: আমার মনে হয়, জটিলতা বাড়ছে। দুই দেশের সম্পর্ক তো বহুমাত্রিক ও বহুমুখী। বর্তমানে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড চলছে অনেকটা একপক্ষীয়। আমরা বিদ্যুৎ আমদানি করছি, ডিজেল আমদানি করছি। ভারত থেকে চাল, পেঁয়াজ, আলুও আসছে। কিন্তু বাংলাদেশ থেকে পণ্য রপ্তানি হচ্ছে না। নিকট প্রতিবেশী দেশ হিসেবে দুই দেশের সম্পর্ক রাজনৈতিক, কূটনৈতিক ও বাণিজ্যিক। আমাদের সাংস্কৃতিক বন্ধনটাও দীর্ঘদিনের। তৃতীয় অনেক দেশের ভিসার জন্য বাংলাদেশের অনেক শিক্ষার্থী ও চাকরিপ্রার্থীকে দিল্লি যেতে হয়। গত ১৫ বছর ভারত সহজে ভিসা দিত। গত আগস্ট থেকে ভিসা খুব সীমিত করা হয়েছে। ভিসা সহজ করা ভারতের সদিচ্ছার প্রথম ধাপ হতে পারে।

প্রথম আলো: তাহলে দুই দেশের টানাপোড়েনটা বাড়ল কেন?

এম হুমায়ুন কবীর: ৫ আগস্টের পর ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের টানাপোড়েনের কারণ বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক বাস্তবতা তারা মানতে পারেনি। এ জন্য নানা সমস্যা তৈরি হচ্ছে। আমি মনে করি, সমস্যা সমাধানে দুই পক্ষকেই এগিয়ে আসতে হবে। আমাদের সজাগ থাকতে হবে পরিস্থিতিটা যেন কোনোভাবে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে না যায়। দুই দেশের মধ্যে যেসব সমস্যা আছে, কূটনৈতিকভাবেই সমাধান করতে হবে। বাস্তবতা ও প্রয়োজনীয়তার আলোকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। জনপরিসরে উত্তেজনা তৈরি করা যাবে না।

প্রথম আলো: সাম্প্রতিক কিছু কিছু ঘটনা তো পরিস্থিতি আরও নাজুক করে তুলেছে। যেমন কলকাতায় বাংলাদেশ উপদূতাবাসের সামনে বিক্ষোভ হয়েছে। সেখানে বিজেপির সমর্থকেরা বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা পুড়িয়ে দিয়েছেন।

এম হুমায়ুন কবীর: এটি উদ্বেগজনক ঘটনা। প্রথম কথা হলো যেকোনো দেশের মিশন ও তার কর্মীদের নিরাপত্তা দেওয়ার দায়িত্ব স্বাগতিক দেশের। বাংলাদেশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে ঘটনার প্রতিবাদ করার পাশাপাশি কূটনীতিকদের নিরাপত্তায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানানো হয়েছে। আমরা আশা করব, এ বিষয়ে ভারত যা যা করণীয়, সেটা করবে। প্রতিবেশী হিসেবে আমরা কেউ কাউকে অগ্রাহ্য করতে পারি না। আমাদেরও যেমন ভারতের প্রয়োজন আছে, তেমনি ভারতেরও বাংলাদেশের প্রয়োজন আছে।

প্রথম আলো: সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও ভারতের সংবাদমাধ্যমে বাংলাদেশে ভারতের জাতীয় পতাকার অবমাননার খবর ছাপা হয়েছে। এটা নিয়ে তো তাদের ক্ষুব্ধ হওয়ার কারণ আছে।

এম হুমায়ুন কবীর: এটা কোনোভাবে বাঞ্ছনীয় নয়। সব পক্ষকে সংবেদনশীল আচরণ করতে হবে। কারও এমন কোনো কাজ করা ঠিক হবে না, যাতে সামাজিক অস্থিরতা ও অবিশ্বাস বাড়ে।

প্রথম আলো: ভারতের সঙ্গে বোঝাপড়া বাড়াতে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে কোনো কূটনৈতিক ঘাটতি আছে বলে মনে করেন?

এম হুমায়ুন কবীর: আমাদের দিক থেকে ঘাটতি আছে, বলব না। রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস তাঁর বার্তায় স্পষ্ট ভাষায় সমতা ও সমমর্যাদার ভিত্তিতে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক এগিয়ে নেওয়ার কথা বলেছেন। বাংলাদেশের অবস্থা সরেজমিনে দেখতে ভারতের সাংবাদিকদের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। অনেকে এসেছেন। ভারতের বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধির সঙ্গে সাক্ষাৎকারেও প্রধান উপদেষ্টা দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কোন্নয়নের ওপর জোর দিয়েছেন। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে চেষ্টা ছিল সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশন চলাকালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে প্রধান উপদেষ্টার একটি বৈঠক করার। কিন্তু সেটা হয়নি। যদিও ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জয়শঙ্কর ও বাংলাদেশের পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেনের মধ্যে বৈঠক হয়েছে। এরপর আমরা কূটনৈতিক ক্ষেত্রে তেমন অগ্রগতি দেখিনি। সেটা হওয়া উচিত ছিল।

প্রথম আলো: ভূরাজনৈতিক বিষয়েও ভারতের উদ্বেগ আছে। তারা মনে করে, পাকিস্তানের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্কের উন্নয়ন হলে তাদের ভূরাজনৈতিক স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

এম হুমায়ুন কবীর: পাকিস্তানের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক নিয়ে ভারতের দুশ্চিন্তার কোনো কারণ দেখি না। পাকিস্তান বা অন্য কোনো দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ককে নেতিবাচক দৃষ্টিতে দেখা ঠিক নয় তাদের। বাংলাদেশ ও ভারতের সম্পর্কে যে বহুমাত্রিকতা আছে, সেটা পাকিস্তানের সঙ্গে থাকবে না বাস্তব কারণেই। অর্থনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কেউ কারও প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, বরং সহযোগী। আমি বলব, এ নিয়ে ভারতের বাড়তি চিন্তার কোনো কারণ নেই।

প্রথম আলো: বাংলাদেশেও তো ভারতবিরোধী প্রচারণা আছে।

এম হুমায়ুন কবীর: বাংলাদেশ থেকে সরকারিভাবে ভারতবিরোধী প্রচারণা চালানো হয় না। কোনো কোনো মহল চালাতে পারে। আমি বলব, সরকার ও মূলধারার রাজনৈতিক নেতারা দায়িত্বশীল আচরণ করছেন। কিন্তু ভারতের চিত্রটা ভিন্ন। সেখানে সরকার, গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যেসব প্রচারণা চলছে, সেগুলোও বন্ধ হওয়া প্রয়োজন। এটাই সম্পর্ক স্বাভাবিক করার উপায়। আমার ধারণা, ভারত কোনো ইতিবাচক পদক্ষেপ নিলে বাংলাদেশ তাতে অনুকূল সাড়া দেবে। অতীতেও দিয়ে এসেছে। এ ক্ষেত্রে বেসরকারি থিঙ্কট্যাংক বা চিন্তক সংগঠনগুলোও ভূমিকা রাখতে পারে।

প্রথম আলো: তাহলে সমস্যাটি কোথায়?

এম হুমায়ুন কবীর: সমস্যাটি হলো বাংলাদেশে যে এত বড় একটা রাজনৈতিক পরিবর্তন হলো, সেটা ভারতের নীতিনির্ধারকেরা মেনে নিতে পারেননি। তাঁরা মনে করেছেন বাংলাদেশের একটি দলের সঙ্গে সম্পর্ক রাখলেই দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক টেকসই হবে। বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে কখনো কখনো তাদের হস্তক্ষেপও মানুষ ভালোভাবে নেয়নি। ২০১৪ সালের নির্বাচনের আগে ভারতের পররাষ্ট্রসচিব সুজাতা সিং কীভাবে নির্বাচনকে প্রভাবিত করেছিলেন, সেটা সবার জানা। এরপর ২০১৮ ও ২০২৪ সালেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি দেখতে পেলাম। বাংলাদেশের মানুষ কী চায়, সেটা ভারতের নীতিনির্ধারকদের উপলব্ধি করতে হবে। এখানকার মানুষ আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ ছিল তিনটি নির্বাচনে ভোট দিতে না পারার কারণে। ক্ষমতাসীনেরা কোনো প্রকার বিরোধিতা সহ্য করেনি। কেবল বিরোধী দলের নেতা-কর্মী নয়, সাধারণ মানুষও নিগ্রহের শিকার হয়েছে। এসব কারণেই আগস্টে ছাত্র-জনতার হয়েছে। এর সঙ্গে ভারতের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ককে মেলানো ঠিক নয় কোনোভাবে।

প্রথম আলো: অচলাবস্থা নিরসনের উপায় কী?

এম হুমায়ুন কবীর: বাস্তবতার আলোকে দ্বিপক্ষীয় সমস্যাগুলো সমাধানের পথ খুঁজতে হবে। এতে দুই দেশের মানুষই লাভবান হবে। ভারতের ভিসা বন্ধ থাকায় বাংলাদেশের পর্যটকেরা সেখানে যেতে পারছেন না। রোগীরাও আগের মতো চিকিৎসা নিতে পারছেন না। এতে যেমন বাংলাদেশের মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, তেমনি বাংলাদেশ থেকে পর্যটক ও রোগী না যাওয়ায় ভারতও তো অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

প্রথম আলো: ১০ ডিসেম্বর দুই দেশের পররাষ্ট্রসচিব পর্যায়ে বৈঠকের কথা আছে। বাংলাদেশ এই বৈঠক নিয়ে আশাবাদী, যা ইতিমধ্যে পররাষ্ট্রসচিবের বক্তব্যে উঠে এসেছে। অন্যদিকে ভারতের পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র বলেছেন, এখনো দিনক্ষণ ঠিক হয়নি, ঠিক হলে জানানো হবে।

এম হুমায়ুন কবীর: পররাষ্ট্রসচিব পর্যায়ের বৈঠকটি (ফরেন অফিস কনসালটেশন–এফওসি) ১০ ডিসেম্বর ঢাকায় করার জন্য প্রস্তাব গেছে দিল্লিতে। ভারতীয় একটি সূত্র বলেছে, দিনক্ষণ চূড়ান্ত হলে জানিয়ে দেওয়া হবে। পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের দিকটি ঠিক রেখে এখন আস্থার জায়গা তৈরি করা জরুরি। এসব কারণেই আমি মনে করি, বৈঠকটি হওয়া প্রয়োজন। দুই দেশের মধ্যকার যেকোনো সমস্যার সমাধান করতে হলে আলোচনার বিকল্প নেই। যদি কোনো ভুল-বোঝাবুঝি থাকে, সেটাও নিরসন করতে হবে আলোচনার মাধ্যমে। আলোচনা হলে বাংলাদেশিদের ভিসা সমস্যার সুরাহা হবে। দুই দেশের জনগণের মধ্যে আসা-যাওয়া থাকলে ব্যবসা-বাণিজ্যও বাড়বে। এফওসি একটি নিয়মিত বিষয় হলেও ভারতের সঙ্গে এবারের এফওসির আলাদা তাৎপর্য আছে। বর্তমান অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে দুই দেশের সম্পর্ক স্থিতিশীল করার জন্য বৈঠকটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ।

প্রথম আলো: সম্প্রতি বে অব বেঙ্গল সম্মেলনে ভারতের কূটনীতিকেরাও যোগ দিয়েছিলেন। তাঁদের বক্তব্যে কি পরিবর্তিত বাস্তবতা মেনে নেওয়ার লক্ষণ আছে বলে মনে করেন?

এম হুমায়ুন কবীর: কিছু কিছু বিষয় উঠে এসেছে। পুরোটা নয়। এ ধরনের আলোচনা আরও হওয়া উচিত।

প্রথম আলো: দুই দেশের মধ্যকার বকেয়া সমস্যাগুলো কি পেছনেই পড়ে থাকল? যেমন তিস্তার পানিবণ্টন সমস্যা, গঙ্গার পানিবণ্টন চুক্তি নবায়ন নিয়ে আলোচনা, সীমান্তে মানুষ হত্যা।

এম হুমায়ুন কবীর: দ্বিপক্ষীয় বৈঠক হলে এসব বিষয়ও আসতে পারে। তবে এ মুহূর্তে জরুরি হলো দুই দেশের সম্পর্কে যে অস্থিরতা আছে, সেটা কাটানো। অর্থাৎ দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কে স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনা।

প্রথম আলো: বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন হচ্ছে দাবি করে ভারত উদ্বেগ জানাচ্ছে। সে দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জয়শঙ্কর লোকসভায় বিবৃতিও দিয়েছেন। এটাকে কীভাবে দেখছেন?

এম হুমায়ুন কবীর: ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে যে বাতাবরণ তৈরি হয়েছে, সেটা প্রশমন করতেও তিনি এই বিবৃতি দিতে পারেন। একই সঙ্গে নিজেদের অবস্থান ব্যাখ্যা করলেন। আর বাংলাদেশে সংখ্যালঘু পরিস্থিতির ওপর ভারতের নজরদারি প্রসঙ্গে আমি বলব, সবারই নিজের দিকে তাকানো প্রয়োজন। আমাদের এখানেও যাতে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত না হয়, সে জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। সরকার নিচ্ছেও। কিন্তু সমস্যা হলো ভারতের সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে বাংলাদেশের সংখ্যালঘু সমস্যাটি অতিরঞ্জিতভাবে দেখা হচ্ছে।

প্রথম আলো: কিন্তু ৫ আগস্টের পরিবর্তনের পর তো বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার ঘটনা ঘটেছে।

এম হুমায়ুন কবীর: কিছু ঘটনা ঘটেছে অস্বীকার করছি না। দেখতে হবে সরকার ও জনগণ কেমন প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে। আমি এখানে তিনটি ঘটনার কথা বলব। ৫ আগস্টের পর তিন দিন সরকার ছিল না। ৮ আগস্ট সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির দ্রুত উন্নতি হয়। সরকারের পাশাপাশি রাজনৈতিক দল, ছাত্রনেতৃত্ব ও জনসমাজও এগিয়ে এসেছে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তায়। দ্বিতীয়ত দুর্গোৎসবের সময় সরকার শান্তি রক্ষায় কঠোর অবস্থান নিয়েছে। রাজনৈতিক দল, ছাত্রসংগঠন ও নাগরিক সমাজও পাহারায় ছিল। এ কারণে কোনো অঘটন ঘটেনি। তৃতীয় ঘটনা হলো সম্মিলিত সনাতনী জাগরণ মঞ্চের নেতা চিন্ময় কৃষ্ণ দাসের জামিন না হওয়ার পর তাঁর অনুসারীরা অরাজক পরিস্থিতি তৈরি করেন। একজন আইনজীবীকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। এরপর সরকারের পক্ষ থেকে অত্যন্ত সতর্কতামূলক ব্যবস্থার কারণে পরিবেশ শান্তিপূর্ণ ছিল এবং এখনো আছে। সে ক্ষেত্রে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তায় সরকারের পক্ষ থেকে কোনো ঘাটতি ছিল, এটা বলা ঠিক হবে না।

প্রথম আলো: তাহলে সমাধান কী।

এম হুমায়ুন কবীর: সমাধান হলো বাংলাদেশের রাজনৈতিক বাস্তবতা মেনে নিয়ে ভারতকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। সমস্যা হলো এখনো তারা সেটি মানতে পারছে না। ৫ আগস্টের পর ভারতের বেশ কয়েকজন কূটনীতিকের সঙ্গে আমরা কথা হয়েছে। তাঁরা বাংলাদেশের ঘটনায় বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন। বেশ কয়েকটি পত্রিকা ও টেলিভিশনও মতামত জানতে চেয়েছিল। আমি তাদের বলেছি, এটা ছাত্রদের স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন, যাতে সর্বস্তরের মানুষের সমর্থন ছিল। এর পেছনে পাকিস্তানের আইএসআই, চীন ও যুক্তরাষ্ট্র আছে বলে তাদের ধারণা অমূলক।

প্রথম আলো: বাংলাদেশ ও ভারতের সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে তৃতীয় কোনো দেশ কি ভূমিকা রাখতে পারে? আমরা তো দেখেছি, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকতে যুক্তরাষ্ট্র এ বিষয়ে ভূমিকা রেখেছে।

এম হুমায়ুন কবীর: বাংলাদেশে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর মার্কিন সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডোনালড লু বাংলাদেশে এসেছিলেন দিল্লি হয়ে। আবার ঢাকা থেকে ফিরেও গেছেন দিল্লি হয়ে। এ বিষয়ে কোনো পক্ষ আনুষ্ঠানিক বিবৃতি না দিলেও আমরা মনে করি, পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। ভারত বাংলাদেশের বাস্তবতা মেনে নিলে সমস্যার সমাধান অনেক সহজ হবে। ভারতের উদ্বেগের কিছু ভিত্তি আছে, আবার কিছু ক্ষেত্রে নেইও। আলোচনার টেবিলে বসলে সবকিছু নিয়ে কথা হতে পারে। আমাদের বা ভারতের উদ্বেগ কমাতে হলে আলোচনার বিকল্প নেই।

প্রথম আলো: বাংলাদেশে রাজনৈতিক পালাবদলে বহির্বিশ্বে একটি ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা গেছে। ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে সরকার গঠিত হওয়ায় অনেকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। কিন্তু সাড়ে তিন মাস পরও পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে তেমন সাফল্য দেখা যাচ্ছে না।

এম হুমায়ুন কবীর: ইউরোপীয় ইউনিয়ন, যুক্তরাষ্ট্র, চীন, জাপানসহ সব বৃহৎ শক্তিই ইতিবাচক মনোভাব দেখিয়েছিল। বিশেষ করে জাতিসংঘে সাধারণ পরিষদের অধিবেশন চলাকালে ড. মুহাম্মদ ইউনূসের যে ভাবমূর্তি আমরা দেখেছি, সেটা খুবই আশাব্যঞ্জক। এ থেকে আমরা কোনো সুফল পাইনি, সেটা বলা যাবে না। প্রধান উপদেষ্টার একটি টেলিফোনে সংযুক্ত আরব আমিরাতে আটক অর্ধশতাধিক বাংলাদেশিকে দেশে ফেরত আনা সম্ভব হয়েছে। মালয়েশিয়ায় আমাদের শ্রমবাজার বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। প্রধান উপদেষ্টার উদ্যোগে ফের সেটি চালু হয়েছে।

প্রথম আলো: কিন্তু বিনিয়োগের ক্ষেত্রে আমরা নেতিবাচক পরিস্থিতি লক্ষ করছি। বিদেশি বিনিয়োগ যে হারে আসার কথা, সেটা আসছে না।

এম হুমায়ুন কবীর: বিনিয়োগের জন্য দেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা প্রয়োজন। সেই পরিবেশ আমরা এখনো তৈরি করতে পারিনি। একটা টালমাটাল অবস্থা। সব দেশই চায় তারা যে বিনিয়োগ করবে, সেটা যাতে ফেরত পায়। আশা করি, ধীরে ধীরে রাজনৈতিক পরিবেশও স্বাভাবিক হয়ে আসবে। সরকার অনেকগুলো সংস্কার প্রস্তাব নিয়েছে, সেগুলো সম্পন্ন করে নির্বাচনের দিকে এগোলে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আসবে আশা করা যায়।

বৃটেন নিয়ে অস্বস্তি, লন্ডনে বক্তৃতা করবেন হাসিনা

বলছে, ওই সমাবেশে শেখ হাসিনাকে ভার্চুয়ালি যুক্ত করার চেষ্টা করছেন আয়োজকরা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সমাবেশটি হবে কিনা? বা তিনি আদৌ বক্তৃতা করবেন কিনা? তা নিয়ে এখনো যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। ওই আয়োজনের ভেন্যু হিসেবে আপাতত ইস্ট লন্ডনের ইম্প্রেশন হল ঠিক হয়েছে। সেই সমাবেশ থেকে প্রবাসী সরকার গঠনেরও চেষ্টা করা হতে পারে বলেও আয়োজকরা বলছেন।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বশীল সূত্র বলছে, উপরোল্লিখিত বিষয়াদি বিবেচনায় নিয়ে ঢাকায় নিযুক্ত বৃটিশ হাইকমিশনার সারাহ কুককে বুধবার ডেকে ছিলেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা। সাধারণত যে কোনো বিষয়ে অসন্তোষ জানাতে রাষ্ট্রদূত বা হাইকমিশনারকে অতিরিক্ত সচিব বা মহাপরিচালক পর্যায়ে ডাকা হয়। কিন্তু বৃটেন যেহেতু শুরু থেকে অন্তর্বর্তী সরকারকে প্রকাশ্যে সাপোর্ট দিয়ে আসছে তাই স্পর্শকাতর বিষয়গুলো নিয়ে উপদেষ্টা নিজেই রাষ্ট্রদূতকে ডেকে কথা বলেছেন। তাছাড়া বৃটেনের সঙ্গে বাংলাদেশের ঐতিহাসিক সম্পর্কের বিষয়টিও বিবেচনায় ছিল। তাই দূতকে তলব নয় বরং উপদেষ্টা কথা বলার আগ্রহ ব্যক্ত করেছেন মর্মে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। হাইকমিশনার সারাহ কুকের সঙ্গে বিদায়ের পর উপদেষ্টা মিস্টার হোসেন গণমাধ্যমকে ব্রিফ করেন। সেখানে তিনি কোনো প্রশ্ন নিবেন না বলে আগেই ঘোষণা দেন। বলেন আমি কেবলই স্টেটম্যান্ট করবো। ফলে বৃটেনে আওয়ামী লীগের সমাবেশ নিয়ে হাইকমিশনারের সঙ্গে কী কথা হয়েছে বা আদৌ তিনি বিষয়টি তুলেছিলেন কিনা তা জানা সম্ভব হয়নি।

বৃটেন বিষয়ে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা যা বললেন:

পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন বুধবারের সংবাদ ব্রিফিংয়ে কথা শুরু করেন এভাবে- 'বৃটিশ হাইকমিশনারকে আমি ডেকেছিলাম দুটো কারণে, ছোটো ছোটো দুটো ঘটনা ঘটেছে। একটা হচ্ছে, ২ তারিখে বৃটিশ পার্লামেন্টে কয়েকজন এমপি বক্তব্য দিয়েছেন, বাংলাদেশের সংখ্যালঘু পরিস্থিতির ওপরে এবং সেখানে কিছু মিসইনফরমেশন আছে, এটা আমি হাইকমিশনারকে জানিয়েছি এবং বলেছি যে, চারিদিকে যে তথ্যের প্রবাহ চলছে, সেটা থেকে মনে হয় যেন তারা তা নিয়েছেন। আর দুয়েকটা সংগঠন যারা কথাবার্তা বলেছেন, সেগুলো মোটামুটি বৃটেন-বেইজড। এখানে যেটা পরিস্থিতি সেটার প্রতিফলন বৃটিশ পার্লামেন্টে ঘটেনি।' উপদেষ্টা বলেন, আমি যেটা বলেছি, পার্লামেন্ট মেম্বাররা তো যা ইচ্ছা তা বলবেন। এটাতে কারও-ই কিছু করার নাই, আমাদেরও কিছু করার নেই। কিন্তু আমাদের অবস্থানটা তারা যেন তাদের চ্যানেলে তুলে ধরেন। উনিও (বৃটিশ হাইকমিশনার) বলেছেন, আপনারা আপনাদের মিশনের মাধ্যমে জানান, আমরাও জানাবো। অল পার্টি পার্লামেন্টারি গ্রুপের একটা বিবৃতি এসেছে বেশ বড়সড়। সেখানে খুব দুঃখজনকভাবে যেটা এসেছে, আমি বলেছিও তাকে যে আমরা খুবই কষ্ট পেয়েছি। সেখানে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে, ৫ই আগস্টের পরে বেশি মৃত্যু হয়েছে। এ জিনিসটি পুরোপুরি মিথ্যা। ৫ই আগস্টের আগে নিহতের সংখ্যা দেখানো হয়েছে মোট ২৮০ জন! আমি বলেছি বিষয়টা মোটেও তা না। ৫ই অগাস্ট বা তার আগে অন্তত দেড় হাজার ছেলেমেয়ে মারা গেছেন। তার মধ্যে ৭৮০ জনের তো আমরা একেবারে বাই নেইম পরিচয় জানি। বাকি অনেকের পরিচিয় নিশ্চিত করা যায়নি। তবে ডেডবডি পাওয়া গেছে এবং তারা নিহত এতে কোনো সন্দেহ নেই।

উপদেষ্টা বলেন, ৫ই আগস্টের পর বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু রিপোর্টটা যেভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে সেটা একেবারেই সঠিক নয়; বরং দুঃখজনক যে, এখানে জুলাই-আগস্ট জুড়ে এখানে এত বড় বড় ঘটনা ঘটেছে, সেটার কোনো উল্লেখ নেই তাদের রিপোর্টে। এটাও উল্লেখ নেই যে এখানে বিপুলসংখ্যক ছাত্রকে রাস্তাঘাটে গুলি করে মারা হয়েছে। পররাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, আমি বলেছি, তারা তাদের কথা বলছেন কিন্তু আমাদের তো সত্যটা এবং বাস্তবতাটা জানাতে হবে। আমাদের অবস্থানটা ব্যাখ্যা করার সুযোগ থাকতে হবে। বৃটিশ দূতকে বলেছি আপনি একটু ব্যাখ্যা করুন আপনার সরকারের কাছে এবং আপনার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কাছে। এটাই।'

লন্ডন সমাবেশ নিয়ে যা বললেন সৈয়দ ফারুক

লন্ডন সমাবেশের বিষয়ে জানতে চাইলে আয়োজক যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ সাজিদুর রহমান ফারুক বলেন, আমরা আশা করছি শেখ হাসিনা ভার্চুয়ালি যুক্ত হবেন এবং প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তৃতা করবেন। তার সঙ্গে তাদের সরাসরি কথা হয়েছে কিনা? অর্থাৎ কীভাবে আমন্ত্রণ জানানো হলো? এমন প্রশ্নে তিনি বলেন, বিভিন্ন মারফতে যোগাযোগ হয়েছে। ওই সমাবেশের জন্য বৃটিশ গভর্মেন্টের অনুমতি নিয়েছেন কিনা?

জানতে চাইলে তিনি বলেন, হলরুমে অনুষ্ঠানের অনুমতি লাগে না। কেবলমাত্র ১০ ডাউনিং স্ট্রিট এবং পার্লামেন্টের সামনে অনুষ্ঠান করতে অনুমতি লাগে। বাস্তবতাকে অগ্রাহ্য করে শেখ হাসিনাকে তারা এখানো কীভাবে 'প্রধানমন্ত্রী' বলে যে প্রচার চালাচ্ছেন? সে বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, বিদ্যমান সংবিধানে তো অন্তর্বর্তী সরকার বলে কিছু নেই। পরবর্তী নির্বাচিত সরকার দায়িত্ব নেয়া পর্যন্ত তারা এমনটাই বলতে চান বলে জানান ওই নেতা।

৪০০ মিলিয়ন পাউন্ডের সম্পদ

অনুসন্ধানে তৎকালীন বাংলাদেশি ক্ষমতাসীনদের হাত দিয়ে ব্রিটেনের আবাসন খাতে ৪০০ মিলিয়ন পাউন্ড বা এর বেশি পরিমাণ অর্থে সম্পদ কেনার তথ্যও পাওয়া গেছে।

মাঝারিমানের ফ্ল্যাট থেকে শুরু করে বিলাসবহুল ম্যানশনসহ প্রায় ৩৫০টি সম্পদের হদিস পাওয়া গেছে। যুক্তরাজ্যের পাশাপাশি বেশকিছু বিত্তশালী বাংলাদেশির বেনামি প্রতিষ্ঠান এসব সম্পদের মালিক। এর সঙ্গে হাসিনা সরকারের দুই সাবেক মন্ত্রীর নাম জড়িয়ে আছে।

তবে অভিযুক্তদের দাবি, বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার বিষয়টিকে রাজনৈতিক হাতিয়ারে পরিণত করেছে। অর্থের উৎস যথাযথভাবে যাচাই না করেই বিদেশিদের সম্পদ পড়ার বিষয়টি ব্রিটেনের জন্য মানহানিকর। দেশটির বড় বড় ব্যাংক, আইনি ও আবাসন প্রতিষ্ঠান এসব বহু মূল্যবান সম্পদের সার্ভিস চার্জ নিয়ে থাকে। টিআই ও অবজারভারের অনুসন্ধানে এসব ব্রিটিশ প্রতিষ্ঠানের পরিচালননীতি নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয়েছে। উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন ব্রিটিশ এমপিরাও।

টিআই (ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল) বলছে, লন্ডনকে দুর্নীতিবিরোধী বিশ্বের রাজধানী হিসেবে গড়ে তোলার যে উচ্চাকাঙ্ক্ষা তা যেন 'প্রথম পরীক্ষা'র মুখে পড়ল। শেখ হাসিনা বাংলাদেশ থেকে পালানোর বেশ কয়েকদিন পর প্রভাবশালী ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বেক্সিমকোর ভাইস চেয়ারম্যান সালমান এফ রহমানকে গ্রেপ্তার করা হয়। বলা হয়, তিনিও পালানোর সময় ধরা পড়েন। সালমান ছিলেন হাসিনার বেসরকারি বিনিয়োগ উপদেষ্টা। অনেকে তাকে হাসিনা সরকারের সবচেয়ে প্রভাবশালীদের অন্যতম বলে মনে করেন।

ঢাকার অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি) সালমান এফ রহমানের বিরুদ্ধে টাকা পাচারের অভিযোগের তদন্ত করছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক গোয়েন্দা বিভাগ (বিএফআইইউ) তার ও পরিবারে সদস্যদের ব্যাংক হিসাব জব্দ করেছে।

যুক্তরাজ্যে সালমানের পরিবারের সাতটি বিলাসবহুল অ্যাপার্টমেন্ট আছে। বেনামি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এগুলো নেওয়া হয়েছে। ২০২২ সালের মার্চে একটি অ্যাপার্টমেন্ট কেনা হয় ২৬.৭৫ (২৬০ লাখ ৭৫ হাজার পাউন্ড) মিলিয়ন পাউন্ডে। ব্রিটিশ ভার্জিন আইল্যান্ডসের একটি প্রতিষ্ঠানের মালিক সালমানের ছেলে আহমেদ শায়ান রহমান। তিনি লন্ডনের মেফেয়ার জেলার অভিজাত গ্রভনোর স্কয়ারে সাড়ে ৩৫ মিলিয়ন পাউন্ড দামের এক অ্যাপার্টমেন্টের মালিক।

একই ও কাছাকাছি এলাকায় সালমান পরিবারের অপর সদস্য আহমেদ শাহরিয়ার রহমান ২৩ মিলিয়ন পাউন্ডের চারটি সম্পদের মালিক। তিনি বেশ কয়েকটি বেনামি প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণ করেন। আহমেদ শায়ান রহমান ও আহমেদ শাহরিয়ার রহমানের আইনজীবীরা বলেছেন, এসব সম্পদ যথাযথ আইন মেনেই কেনা হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আহসান এইচ মনসুর অবজারভারকে বলেন, 'যারা দেশের টাকা চুরি করেছেন তাদের বিরুদ্ধে এটি আইনসংগত প্রক্রিয়া। আমরা সেগুলো ফেরত আনতে চাই।'

আরও এক ব্যক্তি তদন্তের আতশকাঁচের নিচে। তিনি হলেন সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী। বিএফআইইউ তার ব্যাংক হিসাব জব্দ করেছে। আদালত তার ও পরিবারের অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন। তার অবৈধভাবে অর্জিত কয়েকশ মিলিয়ন ডলার নিয়ে তদন্ত করছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। তার ওপর দেওয়া হয়েছে ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞাও।

যুক্তরাজ্যের ভূমি অফিস ল্যান্ড রেজিস্ট্রি জানিয়েছে, দেশটিতে সাইফুজ্জামান চৌধুরী ও তার পরিবারের ১৬০ মিলিয়ন পাউন্ডের ৩০০টির বেশি সম্পদ সম্পর্কে জানতে চান তদন্তকারীরা।

গত মাসে সংবাদমাধ্যম আল জাজিরার প্রতিবেদকরা লন্ডনে সাবেক ভূমিমন্ত্রীকে তার ১৪ মিলিয়ন পাউন্ডের ম্যানশনের বাইরে দেখতে পান। তবে তিনি অবজারভারকে এ বিষয়ে কিছু বলতে রাজি হননি। তার দাবি, বাংলাদেশের বাইরে সম্পদ গড়ার বিষয়ে তিনি আইন মেনে চলেছিলেন। শুধু মন্ত্রীরাই নন, যুক্তরাজ্যে সম্পদ আছে সাবেক আওয়ামী লীগ সরকারের অন্য ঘনিষ্ঠদেরও।

এই তালিকায় আছে শাহ আলম নামে পরিচিত বাংলাদেশের অন্যতম শীর্ষ ধনী বসুন্ধরা গ্রুপের প্রধান আহমেদ আকবর সোবহান ও তার পরিবারের সদস্যদের নামও। সুরে এস্টেটে তাদের বাড়ি আছে। সাউথ ইয়র্কশায়ারের ওয়েন্টওর্থে সোবহান পরিবারের ১৩ মিলিয়ন পাউন্ডের দুটি বিশাল সম্পত্তি আছে। ব্রিটিশ ভার্জিন আইল্যান্ডসের প্রতিষ্ঠান, গোলডেন ওক ভেনচার লিমিটেড ও কালিয়াক্রা হোলডিংস লিমিটেডের মাধ্যমে এগুলো কেনা হয়েছে। সংবাদমাধ্যম অবজারভার শাহ আলমের ছেলেদের মালিকানাধীন ফরাসি স্থাপত্য নকশায় ম্যানশন তৈরির কাজ দেখতে পেয়েছে।

গত ২১ অক্টোবর শাহ আলমসহ তার পরিবারের ছয় সদস্যের বিরুদ্ধে ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা দেন ঢাকার একটি আদালত। বিএফআইইউ তাদের ব্যাংক হিসাবও জব্দ করেছে।

বাংলাদেশ সরকার মনে করে, দেশে কঠোরনীতি বজায় থাকলেও বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার অবৈধ উপায়ে সিঙ্গাপুর ও দুবাই হয়ে অন্যান্য দেশে ছড়িয়ে পড়েছে।

লন্ডনের কেনসিংটনে শাহ আলমের ছেলে ও বসুন্ধরা গ্রুপের ভাইস চেয়ারম্যান সাফওয়ান সোবহানের ১০ মিলিয়ন পাউন্ডের ম্যানশন আছে। এটি কেনা হয়েছিল ব্রিটিশ ভার্জিন আইল্যান্ডসে নিবন্ধিত অস্টিনো লিমিটেডের মাধ্যমে। কিন্তু, যুক্তরাজ্যের ভূমি অফিসের ফাইলে দেখা যায় এটি কিনতে সরাসরি যোগাযোগ করা হয়েছিল দুবাইয়ের এক নির্মাণ সামগ্রীর প্রতিষ্ঠান অ্যাট্রো ইন্টারন্যাশনালের সঙ্গে।

প্রায় পাঁচ দশমিক ছয় মিলিয়ন পাউন্ডের চেলসি ওয়ারফ্রন্ট প্রপার্টির মালিক সাফওয়ানের ভাই। এটি নিতে খরচ করা হয়েছে ২৮ মিলিয়ন পাউন্ড। এই অ্যাপার্টমেন্টটি কেনা হয়েছিল ব্রিটিশ ভার্জিন আইল্যান্ডসে নিবন্ধিত রেড পাইন ট্রেডিংয়ের মাধ্যমে। কিন্তু এর ঠিকানা দেওয়া আছে সিঙ্গাপুর। সাফওয়ান সোবহান নিজের ও ভাইয়ের পক্ষে অবস্থান নিয়ে সব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। গত সেপ্টেম্বরে তিনি হাউস অব কমনসের গবেষণা-তথ্যের বরাত দিয়ে বলেছিলেন, 'আমরা মনে করি, তদন্তগুলো দুর্বল ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।'

তবে তিনি ব্রিটিশ ভার্জিন আইল্যান্ডসে নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে যুক্তরাজ্যে সম্পত্তির মালিক হওয়ার পেছনে দুবাই ও সিঙ্গাপুরের ভূমিকা নিয়ে কোনো প্রশ্নের জবাব দেননি।

টাকা পাচারের অভিযোগে বাংলাদেশে নাসা গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান নজরুল মজুমদারকে নিয়েও তদন্ত করছে সিআইডি। বিএফআইইউ তার সম্পদ জব্দ করেছে। দক্ষিণ-পশ্চিম লন্ডনের কেনসিংটনে ৩৮ মিলিয়ন পাউন্ডে নজরুল মজুমদার ও তার পরিবারের পাঁচটি বিলাসবহুল সম্পদের বিষয়ে জানতে চেয়েছে বাংলাদেশ সরকার।

স্থানীয় সূত্রের বরাত দিয়ে অবজারভার আরও জানিয়েছে, অধিকাংশ সম্পদ ভাড়া দেওয়া। এগুলোকে তার আয়ের উৎস হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। নজরুল মজুমদারের ঘনিষ্ঠ সূত্র জানিয়েছে, তিনি এসব অভিযোগের বিরুদ্ধে লড়াই করবেন। বাস্তবতা হচ্ছে-বাংলাদেশি রাজনীতিবিদ ও ব্যবসায়ীদের সম্পদ সম্পর্কে অবজারভার যতটুকু জানতে পেরেছে এর প্রকৃত পরিমাণ আরও বেশি।

ব্রিটিশ পার্লামেন্টের অল পার্টি পার্লামেন্টারি গ্রুপের চেয়ারম্যান জো পোয়েল তার দেশে অর্থপাচার রোধে আরও কঠোর হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। লন্ডন হয়ে আসা অর্থের উৎসগুলো আরও খতিয়ে দেখার কথা বলেছেন। অর্থপাচার বিষয়ে বাংলাদেশকে সব ধরনের সমর্থন দেবেন বলেও জানিয়েছেন।

যুক্তরাজ্যের আর্থিক খাত দেখভাল ও এই খাতের নীতিমালা হালনাগাদের দায়িত্বে থাকা সিটি মিনিস্টার টিউলিপ সিদ্দিক সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছোটবোন শেখ রেহানার মেয়ে।

২০২২ সালে টিউলিপের মা শেখ রেহানা আওয়ামী লীগের সবচেয়ে ক্ষমতাধর ব্যক্তিদের একজন ছিলেন। তিনি লন্ডনে যে বাসায় ভাড়া-ছাড়া থাকতেন তার মালিক আহমেদ শায়ান রহমান।

টিআই সতর্ক করে বলেছে, যুক্তরাজ্য এখনো 'সন্দেহজনক সম্পদে বিনিয়োগের প্রধান কেন্দ্র'। এমন সম্পদ জব্দে তিনি বাংলাদেশসহ সারাবিশ্বকে সহায়তার ওপর জোর দিয়েছেন। সোয়াস ইউনিভার্সিটি অব লন্ডনের অধ্যাপক মুশতাক খান মনে করেন যুক্তরাজ্যের উচিত এমন পরিস্থিতিতে সংকট কাটাতে বাংলাদেশকে আর্থিক সহায়তা দেওয়া। এই সহায়তা দেওয়ার সময় গণঅভ্যুত্থানে নিহতদের পরিবারগুলোর দিকে খেয়াল রাখা দরকার বলেও মনে করেন তিনি। তার ভাষ্য, 'বাংলাদেশের ইতিহাসে এটি ছিল সবচেয়ে বড় হত্যাযজ্ঞ। আমরা আন্দোলনকারীদের ব্যর্থ হতে দেবো না।' সূত্র : দ্য গার্ডিয়ান

অফস্টেড রিপোর্টে প্রতিটি ক্ষেত্রে ‘গুড’

মাসে এখন সম্পূর্ণ ‘গুড’ হিসেবে গ্রেড লাভ করেছে । স্কুলের প্রধান শিক্ষক আশিদ আলী এই অর্জনের জন্য স্কুলের শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকদের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমরা এই গ্রেড অর্জন করতে পেরেছে। এমন সহযোগিতা অব্যাহত থাকলে ভবিষ্যতে আমরা আরো ভালো গ্রেড অর্জন করতে পারবো।

গত ২৯ নভেম্বর শুক্রবার দুপুরে একাডেমি হলে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলন প্রধান শিক্ষক আশিদ আলী এই আ

শাবাদ ব্যক্ত করেন। এতে তিনি স্কুলের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে গৃহিত বিভিন্ন পদক্ষেপের কথা তুলে ধরেন। এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন উপ-প্রধান শিক্ষক আ শরাফ খান, ক্যারিয়ার লিড মুহি মিকদাদ, শিক্ষার্থী সুরাইয়া ভূইয়া, কিমুর কোজোগুলভ, সালাহুদ্দিন বৌদালি, সায়িদ কুতুব ও ফাহিমা মাহমুদ ।

লিখিত বক্তব্যে প্রধান শিক্ষক আশিদ আলী বলেন, ২০২২ সালে স্কুলের শিক্ষার্থীদের আচরণ, নিরাপত্তা এবং ব্যক্তিগত উন্নয়ন ‘গুড’ হলেও পুরো স্কুলের জন্য ‘রিকোয়ার্স ইম্প্রুভমেন্ট’ পাওয়ায় আমরা হতাশ ছিলেন । তবে ২০২৪ সালের নতুন অফস্টেড মানদ–ের অধীনে এই পরিবর্তন ঘটে, যেখানে পুরোপুরি গ্রেডিংয়ের পরিবর্তে পৃথক পৃথক ক্ষেত্রে মূল্যায়ন করা হয় । লন্ডন এন্টারপ্রাইজ একাডেমি ২০১৪ সালে ফ্রি স্কুল হিসেবে চালু হয় । আমরা গর্বিত যে, এই একাডেমী ২০২৪ সালের গ্রীষ্মে জিসিএসই পরীক্ষায় জ াতীয় গড়ের চেয়ে ভালো ফলাফল অর্জন করেছে । বিশেষ করে ইংরেজি, গণিত এবং বিজ্ঞান বিষয়ে । এছাড়া, গত মাসে স্কুলটি তার দশম বার্ষিকী উদযাপন করেছে এবং প্রথম ব্যাচের শিক্ষার্থীদের গ্র্যাজুয়েশনও হয়েছে।

অফস্টেড রিপোর্টের কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক: স্কুলটি একটি সমৃদ্ধ পাঠ্যক্রম ডিজাইন করেছে যা জাতীয় পাঠ্যক্রমের পরিসর এবং লক্ষ্যকে পুরোপুরি ধারণ করে।

শিক্ষার্থীরা স্কুলের আচরণ সম্পর্কিত উচ্চ প্রত্যাশাগুলি ভালভাবে বুঝতে পারে এবং আচরণের জন্য একটি সুষ্ঠু এবং স্পষ্ট ব্যবস্থা রয়েছে । যেকোনো আচরণগত ঘটনা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ এবং সমাধান করা হয় । স্কুলটি শিক্ষার্থীদের জন্য বিভিন্ন ধরনের সমৃদ্ধকরণ সুযোগ প্রদান করে, যা তারা অত্যন্ত মূল্যায়ন করে। সেন্ড শিক্ষার্থীদের জন্য স্কুলের সহায়তা কার্যকর এবং শিক্ষকরাও উপযুক্ত অভিযোজনের মাধ্যমে তাদের জন্য শিখন কার্যক্রম সহজ তর করেন। ব্যক্তিগত উন্নয়ন পাঠ্যক্রমের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যেখানে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য মূল্যবান অভিজ্ঞতার সুযোগ দেওয়া হয়। নিরাপত্তা বিষয়ক ব্যবস্থা সঠিকভাবে কার্যকর। সাপ্তাহিক এসেম্বলীতে নিরাপত্তা এবং গুরুত্বপূর্ণ বার্তা বিষয়ক আলোচনা হয় । স্কুলটির ট্রাস্ট স্কুলের কার্যক্রম ভালোভাবে জানে এবং লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করে। শিক্ষকরা বলেন, স্কুলের নেতৃত্ব তাদের সুস্থতা এবং কর্মব্যস্ততার প্রতি অত্যন্ত যত্নবান।

আশিদ আলী আরো বলেন- আমরা এই সুযোগটিকে স্বাগত জানাই যাতে আমাদের অগ্রগতির বিষয়টি পরিদর্শকদের কাছে তুলে ধরতে পারি। তারা লক্ষ্য করেছেন যে, আ মাদের শিক্ষার্থীরা আনন্দিত এবং আমাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষী পাঠ্যক্রম এবং অতিরিক্ত পাঠ্যক্রম কার্যক্রমের সুফল পাচ্ছে । বিশেষ করে আমাদের পাঠ্যক্রম, অতিরিক্ত পাঠ্যক্রম প্রস্তাবনা,পড়াশোনায় গুরুত্ব দেওয়া এবং আচরণগত উচ্চ মানের প্রশংসা পেয়েছি।”

একাডেমির ক্যারিয়ার লিড ও কমিউনিটি এনগেজমেন্ট অফিসার মুহি মিকদাদ বলেন: ”এটি একটি বড় অর্জন, তবে আমাদের কঠোর পরিশ্রম এখানেই থেমে থাকবে না । আমরা আগামী অফস্টেড পরিদর্শনে ‘আউটস্ট্যান্ডিং’ গ্রেড পেতে আরও কঠোর পরশ্রম চালিয়ে যাব

‘তুমি তাঁকে আমার করে দাও, যেন বিয়ে করতে পারি’

ীবন কাটাতে পারেন।

এমন অসংখ্য চিঠি পাওয়া গেছে কিশোরগঞ্জের পাগলা মসজিদের দানের সিন্দুক খুলে। সেখানে ২৯ বস্তা টাকার সঙ্গে এক বস্তা চিঠি পাওয়া গেছে। প্রিয়জনকে পেতে কিংবা মনের নানা বাসনা পূরণের জন্য তাঁরা চিঠি লিখেছেন।

সৌদির এক পুরুষকে ভালোবাসেন জানিয়ে এক নারী লিখেছেন, ‘হে মহান আল্লাহ, তুমি তাঁকে আমার করে দাও, যেন বিয়ে করতে পারি। (সুম্মা আমিন)। হে আ মার রব, তুমি আমাকে খালি হাতে ফিরিয়ে দিও না। হে রব, তুমি আমাকে নবীর দেশের পবিত্র মাটিতে জন্মগ্রহণ করার সৌভাগ্য দিয়েছ, আমি যেন আবার সেই সৌভাগ্য নিয়ে তোমার পবিত্র মাটিতে মৃত্যুবরণ করতে পারি। (আ মিন)। আমি যেন পড়ালেখায় ভালো হতে পারি, আমার পরিবারে যেন শান্তি বয়ে আসে। (আমিন)। আমি যেন হালাল রুজি-রোজগার করতে পারি। (আমিন)। হে রব, হে মহান আল্লাহ, তোমার কাছে দুই হাত তুলে চাইছি তুমি আমাকে মক্কার উত্তম, দ্বিনি, সুদর্শন লোকের সঙ্গে বিয়ে করিয়ে দাও।’

কিশোরগঞ্জ সদরের এক পুরুষ নিজের নাম সংক্ষেপে ‘এম’ উল্লেখ করে বাজিতপুরের এক তরুণীর নাম ‘টি’ উল্লেখ করে চিঠি লিখেছেন। তিনি লিখেছেন, ‘আল্লাহ আমি তোমার এক বান্দিকে আমার জীবনের থেকে বেশি ভালোবেসে ফেলেছি। আল্লাহ, আমি তাঁকে সঙ্গে নিয়ে তোমার এবাদত করতে চাই। সে যদি আমার নসিবে থাকে, তাহলে তোমার রহমতের দ্বারা তাঁকে আমার সঙ্গে মিলিয়ে দাও। সে যদি আমার নসিবে নাও থাকে, তাহলে তুমি তাঁকে আমার নসিব করে দাও। আল্লাহ তুমি তো সবার মন পড়তে পারো, তুমি ওর মনে আমার জন্য ভালোবাসা সৃষ্টি করে দাও। আল্লাহ, তুমি তাঁকে আমার সহধর্মিণী করে দাও। আল্লাহ, তোমার পরে যদি কাউকে ভালোবেসে থাকি, তাহলে সেটা ওকে।’

মসজিদ কমিটির প্রশাসনিক কর্মকর্তা মোঃ শওকত উদ্দিন ভূঁইয়া বলেন, প্রতিবারই সিন্দুক খোলার সময় অনেক চিঠি পাওয়া যায়। তবে অন্যবারের তুলনায় এবার সংখ্যাটা বেশি। ২৯ বস্তা টাকার সঙ্গে প্রায় এক বস্তা চিঠি পাওয়া গেছে। এমনিতেই সিন্দুক ঠাসাঠাসি থাকে। সে জন্য আ গের ৯ সিন্দুকের জায়গায় এবার আরও দুটি সিন্দুক বাড়িয়ে ১১টি করা হয়েছে। কিন্তু এসব চিঠির কারণে জায়গা হয় না। অনেকে সিন্দুকে টাকা দিতে পারেন না। এসব অহেতুক চিঠির কারণে কর্তৃপক্ষ অনেকটা বিরক্ত। কেউ যাতে এসব চিঠি মসজিদের দানবাক্সে না ফেলেন, সে জন্য তিনি সবার প্রতি অনুরোধ জানিয়েছেন।

টাকা ও চিঠি ছাড়াও পাগলা মসজিদের সিন্দুক খুলে স্বর্ণালংকার ও বৈদেশিক মুদ্রা পাওয়া যায়। এ ছাড়া অনেকে তাঁর মুরগির দেওয়া প্রথম ডিম, গাছের প্রথম লাউ, প্রথম নারিকেল, অল্প মরিচ, মুরগি-গরু-ছাগলসহ নানা কিছু পাগলা মসজিদে দান করেন। এখানে খাস নিয়তে কোনো কিছু চাইলে মনোবাসনা পূরণ হয়, সেই বিশ্বাস তাদের মনে।

গত ৩০ নভেম্বর শনিবার পাগলা মসজিদের দানের সিন্দুক খুলে এযাবৎকালের সর্বোচ্চ ৮ কোটি ২১ লাখ ৩৪ হাজার ৩০৪ টাকা পাওয়া গেছে।

চট্টগ্রামে আইনজীবী সাইফুল হত্যার প্রধান আসামি গ্রেফতার

ছেলে চন্দন। চন্দনের ট্রেন থেকে নেমে তার ভৈরবের মেথরপট্টিতে অবস্থিত শ্বশুর বাড়িতে যাওয়ার কথা ছিল। তিনি মামলার ১নং আসামি বলে পুলিশ জানায়। বর্তমানে চন্দনকে ভৈরব থানা হেফাজতে রাখা হয়েছে।

ওসি মোঃ শাহিন মিয়া জানান, ঘটনার পর মামলা হলে প্রধান আসামি চন্দনকে ধরতে চট্টগ্রাম ডিবি গত দুদিন ধরে ভৈরবে অবস্থান করছিল। ডিবি জানতে পারে আসামি চন্দনের শ্বশুরবাড়ি ভৈরব এলাকায়। কিন্তু ডিবি তার খোঁজ পাচ্ছিল না। বুধবার তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে জানতে পারে তিনি ভৈরবে অবস্থান করছেন। পরে এ খবর আমাদেরকে জানানো হলে পুলিশ সন্ধ্যার পর থেকে ভৈরব রেলস্টেশনে অবস্থান নেয়। রাত ১১টার দিকে ওসি শাহিন মিয়ার নেতৃত্বে একদল পুলিশ অভিযান চালিয়ে তাকে রেলস্টেশন এলাকা থেকে আটক করতে সক্ষম হয়।

ওসি আরও বলেন, চন্দন ট্রেনে চট্টগ্রাম থেকে রওনা হয়ে রাত সাড়ে ৭টায় ভৈরব রেলস্টেশনে নামেন। তার শ্বশুরবাড়ি ভৈরবের মেথরপট্টিতে। ট্রেন থেকে নেমে তিনি স্টেশনে ঘোরাঘুরি করছিলেন। তার ইচ্ছা ছিল রাত গভীর হলে শ্বশুরের বাসায় আশ্রয় নেবে। এরই মধ্য আমরা তাকে গ্রেফতার করি। বর্তমানে থানা হেফাজতে তাকে রাখা হয়েছে। গ্রেফতারের বিষয়টি চট্টগ্রাম কোতোয়ালি থানা পুলিশকে অবগত করা হয়েছে। পুলিশ চট্টগ্রাম থেকে আসলেই তাকে হস্তান্তর করা হবে।

গত ২৬ নভেম্বর চট্টগ্রামের এসি দত্ত রোডের এক বিলডিংয়ের সামনে আইনজীবী সাইফুল ইসলামকে হত্যা করা হয়। হত্যার ঘটনায় নিহতের বাবা জামাল উদ্দিন বাদী হয়ে চট্টগ্রাম কোতোয়ালি থানায় ৩১ জনের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাত ১০/১৫ জনকে আসামি করে একটি হত্যা মামলা করে। উক্ত মামলার ১নং আসামি চন্দন। এ মামলায় পুলিশ আগেই ৯ জনকে গ্রেফতার করলেও প্রধান আসামি চন্দন ঘটনার পর থেকে পলাতক ছিল। অবশেষে তিনি পুলিশের হাতে গ্রেফতার হলেন।

আ’লীগ যেভাবে লুট করেছে চিন্তাও

পরিচালনা করেন যুক্তরাজ্য বিএনপির সাধারণ সম্পাদক কয়সর এম আহমেদ।

এছাড়াও বিএনপির আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক ব্যারিস্টার নাসির উদ্দিন অসীম, নির্বাহী কমিটির সদস্য গিয়াস আহমেদসহ যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন শহর এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে হাজারো নেতাকর্মী সমাবেশে অংশ নেন।

ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলায় বাংলাদেশের সহকারী হাইকমিশনে হামলা, পতাকা নামিয়ে আগুন দেওয়া, কলকাতায় বাংলাদেশ সহকারী হাইকমিশনের সামনে সহিংস বিক্ষোভ, সিলেট ও বেনাপোল সীমান্ত দিয়ে উগ্রবাদী ভারতীয়দের বাংলাদেশে প্রবেশের চেষ্টার প্রতিবাদ জানান যুক্তরাজ্য সফররত বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল।

তিনি বলেন, এটা কোন ধরনের বন্ধুত্ব? এটা কোন ধরনের প্রতিবেশীসুলভ আচরণ? বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতন হচ্ছে, এমন একটি মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর তথ্য ছড়িয়ে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বকে হুমকির মুখে ফেলার চেষ্টা করা হচ্ছে।

বিএনপির মহাসচিব বলেন, শেখ হাসিনা গত ১৫ বছরে ২০ হাজার মানুষকে হত্যা করেছেন। শত শত মানুষকে গুম করেছেন। সেই শেখ হাসিনাকে আশ্রয় দিয়েছে ভারত। শেখ হাসিনা ভারতে বসে বাংলাদেশের জনগণের বিরুদ্ধে তার দলবল নিয়ে চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছেন।

ভারতকে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় প্রতিবেশী ও বন্ধু উল্লেখ করে মির্জা ফখরুল বলেন, ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় তারা (ভারত) আমাদের সাহায্য করেছে। ভারতের কাছে আমরা অনুরোধ জানাতে চাই, আপনারা বড় দেশ, তাই বলে যে বাংলাদেশ যুদ্ধ করে, জীবন দিয়ে স্বাধীন হয়েছে, যারা সংগ্রাম করে গণতন্ত্র আদায় করে নিয়েছে, যারা বুকের রক্ত দিয়ে তাদের অধিকার আদায় করেছে, তাদেরকে খাটো করে দেখে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে দাঁড়াবেন না। বাংলাদেশের মানুষ কখনোই তা মেনে নেবে না।

তিনি আরও বলেন, আমরা আমাদের সব রাজনৈতিক দলের কাছে আহ্বান জানাতে চাই, এই বিষয়ে আমরা এক এবং ঐক্যবদ্ধ থাকব। আমরা আমাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে অক্ষুণ্ন রাখতে একজোট হয়ে এই সংগ্রামে টিকে থাকব।

অন্তর্বর্তী সরকারের উদ্দেশ্যে মির্জা ফখরুল বলেন, এই সরকারের দায়িত্বটা কী? এই সরকারের দায়িত্ব হচ্ছে, দ্রুত এই জঞ্জালগুলোকে সাফ করে দিয়ে যত দ্রুত সম্ভব নির্বাচন দেওয়া। তারা মনে করেন নির্বাচনী ব্যবস্থা, প্রশাসন, বিচারব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক ন্যূনতম যে সংস্কারগুলো প্রয়োজন, সেগুলো দ্রুত শেষ করে নির্বাচনের দিকে যাওয়া উচিত। কারণ, তারা এর আগেও বলেছেন, নির্বাচন যত দেরি হবে, সমস্যা তত বাড়তে থাকবে। তত বেশি গণতন্ত্রবিরোধী শক্তি মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে।

হঠকারিতা পরিহারের আহ্বান জানিয়ে বিএনপির মহাসচিব বলেন, আমাদের মধ্যে অনেকেই আছেন, যারা উগ্রতা করেন, হঠকারিতা করেন। হঠকারিতা ও উগ্রতা কখনোই আমাদের সঠিক পথে নিয়ে যাবে না। সুতরাং কোনো বিশৃঙ্খলা নয়, কোনো হঠকারিতা নয়, অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে আমাদের সামনে পা ফেলতে হবে।

বৃটিশ পার্লামেন্টে স্বেচ্ছামৃত্যু বিল পাস

মৃত্যুর জন্য আবেদনকারীদের মানসিকভাবে সক্ষম হতে হবে এবং তাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে, কোনো ধরনের চাপ বা প্ররোচনা ছাড়া। সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় দুজন স্বাধীন চিকিৎসক এবং উচ্চ আদালতের একজন বিচারক সন্তুষ্ট হতে হবে।

এদিকে প্রস্তাবের বিরোধীরা দাবি করেছেন, মরণাপন্ন, বয়স্ক এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা নিজের বা অন্যদের চাপের কারণে এই পদ্ধতিতে যেতে বাধ্য হতে পারেন। কনজারভেটিভ এমপি ড্যানি ক্রুগার এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে বলেছেন, ‘এটি রাষ্ট্র-সমর্থিত আত্মহত্যা সেবা চালু করার সমতুল্য।’

প্রস্তাবকারী লিডবিটার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, বিলটি পাস হওয়ার আগে এর সব দিক পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনা করা হবে। তিনি বলেন, ‘বিলটি কার্যকর করতে দুই বছর সময় লাগতে পারে। কারণ এটি সঠিকভাবে করা বেশি গুরুত্বপূর্ণ।’ সূত্র : বিবিসি

বিজ্ঞানী হাসান শহীদকে নিয়ে প্রেস ক্লাবের বিশেষ অনুষ্ঠান

ফেলো মুকিম আহমদ, প্রেস ক্লাবের সাবেক প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ এমদাদুল হক চৌধুরী, সাবেক প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ বেলাল আহমদ, সাবেক সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট মাহবুব রহমান।

এছাড়া বাংলা মিডিয়ার সাংবাদিকরা সরাসরি প্রশ্ন-উত্তর পর্বে অংশ নেন।

অনুষ্ঠানে জানানো হয়, কুইন মেরি ইউনিভার্সিটির রোবটিক্স বিজ্ঞানী ড. হাসান শহীদ ইতিমধ্যে অনন্য মেধার স্বীকৃতি পেয়েছেন। এবার নেতৃত্ব দিলেন বিশ্বের ক্ষুদ্রতম মালটিরোটর সোলার ড্রোন উদ্ভাবনে ।এর আগে কুইন মেরিতে বিশ্বের প্রথম সোলারকপ্টার উদ্ভাবন ও তাঁর নেতৃত্বে হয়েছে।

বিশ্বের ক্ষুদ্রতম মালটিরোটর সোলার ড্রোন: 'মাইক্রো সোলারকপ্টার' নামে পরিচিত এই সিস্টেমটি একটি রিচার্জেবল রেডিও-নিয়ন্ত্রিত ক্ষুদ্র মালটিরোটর ড্রোন যা গড়ে ৩.৫ মিনিট পর্যন্ত উড়তে পারে । সূর্যের আলোতে ২৫ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় স্ট্যান্ডার্ড টেস্ট কন্ডিশনে এটি চার্জ হতে সময় নেয় ৬৮ মিনিট এবং সূর্যের আলো ছাড়া ৩৮ দিন পর্যন্ত হাইবারনেশনে থাকতে পারে। সূর্যের আলোর উপস্থিতিতে সিস্টেমটি নিজে নিজেই রিচার্জ হতে পারে বিধায় কোনো কাজে ব্যবহৃত হওয়া বা অপারেশনের সময় এটিকে মাঠেই রাখা যায়।

একটি মাইক্রো এরিয়াল ভেহিকল (এমএভি) হিসাবে, বড় কোনো সিস্টেমের তুলনায় এটির অনেক সুবিধা রয়েছে, যেমন কম উচ্চতায় উড়ার ক্ষমতা এবং কম খরচ। একটি ক্ষুদ্র সোলার প্যানেল ব্যবহার করে শক্তি উৎপাদনের ক্ষমতা। মালটিরোটর ব্যবস্থাপনার কারণে সিস্টেমটির স্বয়ংক্রিয়তা বা ওটোনমি বেশি। আকাশের নিচুস্তরে উড়ার সাথে সংশ্লিষ্ট প্রয়োগের জন্য এটি ফিক্সড-উইং সিস্টেমের তুলনায় অনেক বেশি উপযোগী।

এই মাইক্রো সোলার কপ্টারটির উদ্ভাবনের কাজ, কুইন মেরিতে প্রথম সোলার-হাইব্রিড মালটিরোটর ভেহিকল উদ্ভাবনের সাথে সংশ্লিষ্ট । ড. হাসান শহীদের তত্ত্বাবধানে সেটির কাজ ইরাকি বংশোদ্ভূত ছাত্র আলী আ বিদালিকে দিয়ে ২০১১ সালে শুরু হয় এবং সেটিতে সোলার প্যানেল, চার্জ কন্ট্রোলার এবং ব্যাটারি ব্যবহার করা হয়। ২০১২ সালে সেটি উড়তে সক্ষম হয়। এরপর কুইন মেরিতে শুধুমাত্র সৌরশক্তি ব্যবহার করে সোলারকপ্টার উদ্ভাবনের কাজ শুরু হয়। সেটি ছিলো সৌরশক্তি চালিত বিশ্বের প্রথম মালটিরোটর এরিয়াল ভেহিকল, যেটি কোন রকম ব্যাটারির সহায়তা ছাড়া উড়তে সক্ষম হয়। এর মাধ্যমে প্রদর্শন করা সম্ভব হয় যে কোয়াডরোটর ডিজাইনের সোলারকপ্টার ব্যাটারির সহায়তা ছাড়া শুধুমাত্র সূর্যের আলোতে উড়তে পারে। এর পর কুইন মেরি এবং বিশ্বের বিভিন্ন জ ায়গায় সৌরশক্তি চালিত আরো বেশ কয়েকটি মালটিরোটর ভেহিকলের উদ্ভাবন হয়েছে।

দিনে দিনে ড্রোন প্রয়োগের পরিধি বাড়ার সাথে সাথে বাড়ছে আকাশে নিরাপদে বেশি সময় ধরে উড়তে সক্ষম মালটিরোটর ড্রোনের চাহিদা। বেশি সময় ধরে উড়তে পারা ড্রোন এবং অনেকগুলো ড্রোন একসাথে কাজ করতে পারা বা ড্রোন সোয়ার্মের উন্নয়নের সাথে মালটিরোটর সোলার ড্রোন মনিটরিং, ইন্সপেকশন, ফটোগ্রাফি সংশ্লিষ্ট অনেক ধরনের প্রয়োগের উপযোগী হবে। এ ধরনের কয়েকটি কাজরে উদাহরণ হলো, নির্মাণ কাজ মনিটরিং, বনে-জঙ্গলে জীবজন্তুর চলাফেরা এবং বিপদ-আপদের ঝুঁকি মনিটরিং, আবহাওয়া মনিটরিং, ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা, বন্যা এবং ভূমিকম্প কবলিত স্থানে ক্ষয়ক্ষতি এবং ত্রান কাজ মনিটরিং ইত্যাদি। এমনকি এ ধরনের মালটিরোটর সোলার ড্রোনকে স্যাটেলাইট হিসেবেও ব্যবহারের সম্ভাবনা রয়েছে।

উদ্ভাবিত মালটিরোটর মাইক্রো সোলারকপ্টারের মতো মালটিরোটর সিস্টেমের প্রয়োগের পরিধি নিঃসন্দেহে আরো বাড়াবে। মাইক্রো সোলাকপ্টারে সংযুক্ত আছে একটি ফার্স্ট পারসন ভিউ ক্যামেরা যা এটিকে অনেক ধরনের প্রয়োগের জন্য উপযোগী করবে যেমন অবিরাম পরিবেশ মনিটরিং, কোন বিশেষ স্থানের ভিডিও ইন্সপেকশন এবং মঙ্গল গ্রহের মতো স্থানে পরিবেশ মনিটরিং যেখানে চার্য করার কোন স্টেশন নেই। ক্ষুদ্র আ কারের হওয়ার কারণে এ মাইক্রো সোলারকপ্টার সোয়ার্ম বিন্যাসের বা অনেকগুলো একসাথে মিলে কাজ করার জন্য বিশেষ উপযোগী হবে। এভাবে এরা অনেক বড় এলাকা একসাথে মনিটরিং এবং ভিন্ন ভিন্ন কাজ একসাথে করতে পারবে।

ড. হাসান শহীদ-এর সংক্ষিপ্ত পরিচিত: ড. হাসান শহীদ কুইন মেরি ইউনিভার্সিটি অব লন্ডনের স্কুল অব ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ম্যাটিয়ারিয়াল সায়েন্স এর শিক্ষক (রিডার) এবং গবেষক। তার গবেষণা প্রবন্ধের সংখ্যা একশ' এর উপরে। এ পর্যন্ত বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ১৫ জন ছাত্র তার অধীনে পিএইচডি ডিগ্রী সম্পন্ন করেছে এবং বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষকসহ ৫ জন ছাত্র তার অধীনে পিএইচডি গবেষণা করছে। সোলার ড্রোন ছাড়া তিনি মানুষের পরিপাকতন্ত্র ইন্সপেকশন এবং রোগ শনাক্ত করনের উপযোগী ক্যাপসুল রোবট, অনুভূতি সম্পন্ন কৃত্রিম হাত (প্রসথেটিকস), বয়স্ক এবং ডিস্যাবল লোকদের সহায়তা করতে পারে এমনসব রোবট নিয়ে গবেষণা করছেন।

গবেষণার পাশাপাশি বিশ্বাবিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষায় অসামান্য অবদান রাখার জন্য এর আগে ড. হাসান শহীদ ইউকের সবচেয়ে সম্মনাজনক শিক্ষা পুরস্কার 'ন্যাশনাল টিচিং ফেলোশিপ (এনটিএফ)' অর্জন করেছেন। ব্রিটেন এবং সারাবিশ্বে সুপরিচিত এ পুরস্কার ছাত্র-ছাত্রীদের শেখানোর ক্ষেত্রে দৃষ্টান্তমূলক অবদানের জন্য ইউকে হায়ার এডুকেশন আক্যাডেমি ব্যক্তিবিশেষকে প্রদান করে থাকে। বাংলাদেশী আক্যাডেমিক হিসেবে ড. হাসান শহীদ প্রথম এ পুরস্কার পেয়েছেন।

এ পুরস্কারের জন্য ইউকের প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয় তাদের শিক্ষক এবং শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট স্টাফদের মধ্য থেকে সর্বোচ্চ তিনজনকে নির্বাচন করতে পারে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর নির্বাচিত শিক্ষকদের মধ্য থেকে বাছাই করে হায়ার এডুকেশন আক্যাডেমি প্রতিবছর এ পুরস্কার দিয়ে থাকে। যে কারণে ড. শহীদকে এ পুরস্কারের জন্য নির্বাচন করা হয়েছিল, তার মধ্যে রয়েছে- ছাত্র-ছাত্রী কেন্দ্রিক শিক্ষা বা স্টুডেন্ট সেন্টর্ড লার্নিং, গবেষণা-ভিত্তিক শিক্ষা বা রিসার্চ-লেড টিচিং এবং অনেকগুলো পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রজে ক্টের সুপারভিশনে বিশেষ অবদান। উচ্চতর শিক্ষায় উৎকষর্তায় বিশেষ ভূমিকা রাখার জন্য ড. হাসান শহীদ এর আগে কুইন মেরি ইউনিভার্সিটির ড্রেপার্স প্রাইজ এবং ড্রেপার্স টিচিং ফেলোসীপে সম্মানিত হয়েছেন।

ড. হাসান শহীদ বরিশালের বাকেরগঞ্জ থানার হানুয়া গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন এবং বরিশাল ক্যাডেট কলেজ থেকে ততকালীন যশোর বোর্ডের সম্মিলিত মেধা তালিকায় তয় স্থান নিয়ে এসএসসি এবং এইচএসসি পাস করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাপ্লাইড ফিজিক্স এবং ইলেকট্রনিক্স বিভাগ থেকে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান নিয়ে অনার্স এবং মাস্টার্স ডিগ্রী অজ র্ন করেন। তিনি শেফিলড ইউনিভার্সিটি থেকে রোবটিক্সে পিএইচডি ডিগ্রী লাভ করেন এবং কুইন মেরি ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষক ও গবেষক হিসেবে যোগ দেন।

১১১ নারীকে যৌন

এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের আবুধাবিতে ফায়েদের যৌন নিপীড়ন ও ধর্ষণের ঘটনাগুলো ঘটেছে। ভুক্তভোগী কয়েকজন নারীর হয়ে কাজ করেন আ ইনজীবী ব্রুস ড্রামমন্ড। তিনি বলেন, হ্যারডসের ভেতরে দুর্নীতি ও নিপীড়নের যে জাল বোনা হয়েছিল, তা ছিল অবিশ্বাস্য ও খুবই অন্ধকারের।

ভুক্তভোগী এক নারী হ্যারডসের অন্ধকার জগতের বর্ণনা দেন। তিনি বলেন, লন্ডনের পার্ক লেনের একটি বাসায় তাকে ধর্ষণ করেছিলেন ফায়েদ। এতে তার কোনো সম্মতি ছিল না। সেটা ফায়েদকেও জানিয়েছিলেন। তবে কোনো কাজ হয়নি।

তার বিরুদ্ধে ফৌজদারি অপরাধের যত অভিযোগ আনা হয়েছে, তাতে যুক্তরাজ্যের সবচেয়ে কুখ্যাত যৌন নির্যাতনকারীদের একজন হতে চলেছেন তিনি।

এসব ঘটনায় লন্ডনের অভিজাত ডিপার্টমেন্ট স্টোর হ্যারডসের সাবেক মালিক ফায়েদের দুষ্কর্মের সহযোগী হিসেবে পাঁচ সন্দেহভাজনের বিরুদ্ধে তদন্ত চলছে বলে জানিয়েছে লন্ডন মেট্রোপলিটন পুলিশের সদর দপ্তর স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড। তাদের কারও নাম প্রকাশ করা হয়নি।

গত মাসে দ্য গার্ডিয়ান এক খবরে জানিয়েছে, দুর্নীতিগ্রস্ত কতিপয় পুলিশ সদস্য ফায়েদকে তার নারী কর্মীদের ধর্ষণ ও নিপীড়নে সহায়তা করেছেন। ভুক্তভোগীদের মধ্যে কম বয়সী এক তরুণীও ছিলেন, যিনি হ্যারডসের ওই মালিকের যৌন নিপীড়নের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন।

২০০৫ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে অভিযোগকারী ১১১ নারীর মধ্যে ২১ জন নির্যাতনের শিকার হওয়ার কথা পুলিশকে জানান। গত সেপ্টেম্বর মাসে ফায়েদের ওপর বিবিসি একটি তথ্যচিত্র প্রকাশ করার পর ৯০ জন নারী অভিযোগ জানাতে এগিয়ে আসেন।

লন্ডন মেট্রোপলিটন পুলিশ জানিয়েছে, ১৯৭৭ থেকে ২০১৪ সালের মধ্যে ধর্ষণ-যৌন নিপীড়নে আল ফায়েদের যুক্ত থাকার অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ বিষয়ে ইতোমধ্যে ৫০ হাজারের বেশি পৃষ্ঠার প্রমাণ পর্যালোচনা করেছে তারা। প্রমাণের মধ্যে ভুক্তভোগীদের বিবৃতিও রয়েছে।

এদিকে তদন্তের অংশ হিসেবে 'ডাইরেক্টরেট অব প্রফেশনাল স্ট্যান্ডার্ডস'এর গোয়েন্দারা মেট্রোপলিটন পুলিশের সাবেক ও বর্তমান কোনো সদস্য ফায়েদের দুষ্কর্মে সহযোগিতা করেছেন কিনা, তা-ও বের করার চেষ্টা করছেন।

সাক্ষী হিসেবে দেওয়া এক বিবৃতিতে হ্যারডসের একজন সাবেক নিরাপত্তা পরিচালক বব লফটাস (৮৩) দাবি করেছিলেন, লন্ডন মেট্রোপলিটন পুলিশের সাবেক একজন কমান্ডার হ্যারডসকে সহায়তা করার বিনিময়ে বিলাসবহুল উপহার গ্রহণ করেছিলেন। তার এ বক্তব্যও খতিয়ে দেখছেন গোয়েন্দারা।

এর আগে লফটাস দাবি করেন, একজন গোয়েন্দা কনস্টেবল ফায়েদের অনৈতিক চাওয়া-পাওয়া পূরণ করে দেওয়ার বিনিময়ে ঘুস হিসেবে নিয়মিত অর্থ নিতেন। এমনকি হ্যারডস থেকে গোপনে একটি মুঠোফোন দেওয়া হয় তাকে।

হ্যারডসে ১৯৮৭ থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন লফটাস। তিনি অসুস্থ থাকায় দ্য গার্ডিয়ান তার কোনো মন্তব্য নিতে পারেনি। তবে তার সহকারী ইমন কোল বলেন, লফটাসের ওই বিবৃতি সঠিক হতে পারে।

প্রসঙ্গত, ছেলে দোদি ও ডায়ানার মৃত্যুর পেছনে ব্রিটিশ রাজপরিবারের ষড়যন্ত্রের অভিযোগ তুলেছিলেন আল ফায়েদ। প্রিন্স ফিলিপের নির্দেশে তাদের হত্যা করা হয়েছিল বলে অভিযোগ ছিল তার। গত বছর ৯৪ বছর বয়সে আল ফায়েদের মৃত্যু হয়। সূত্র: দ্য গার্ডিয়ান

যুবলীগ নেতার রেস্টুরেন্ট

জানা গেছে, বিয়ানীবাজার কলেজ রোড মসজিদে শুক্রবার (২৯ নভেম্বর) জুমার নামাজের পূর্বে সেই মসজিদের ইমাম ও খতিব মাওলানা মশাহিদ আহমদ সরকারি নির্দেশনায় ধর্মীয় উগ্রবাদবিরোধী আলোচনা করছিলেন। এসময় হোটেল ব্যবসায়ী যুবলীগ নেতা খতিবকে বয়ান করতে বাধা দেন। এসময় ইমামের পক্ষ নিয়ে কথা বলায় একজন প্রবাসীর সাথে তিনি বাক বিতন্ডায় জড়িয়ে পড়েন। নামাজের পরপরই ঘটনাটি বিভিন্ন মহলে ছড়িয়ে পড়ে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে যুবলীগ নেতা জসিম উদ্দিনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও নিন্দার ঝড় উঠে। সর্বস্তরের তৌহিদি জনতার পক্ষ থেকে জসিমের মালিকানাধীন বিয়ানীবাজারের জিম্মি হোটেল এন্ড রেস্টুরেন্ট, হট পিপার এবং বড়লেখা পৌরশহরের জিম্মি রেষ্টুরেন্ট এন্ড পার্টি সেন্টার বয়কটের দাবি উঠে। এক পর্যায়ে বিক্ষুব্দ জনতা বড়লেখা ও বিয়ানীবাজারের তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো সীলগালা করে দৃষ্টান্তমুলক শাস্তির দাবী তোলেন। এরপর তৌহিদি জ নতা যুবলীগ নেতা জসিম উদ্দিনের বড়লেখা ও বিয়ানীবাজারের হোটেলগুলো বন্ধ করে দেয়। রোববার বিকেলে সরেজমিনে গিয়ে জিম্মি রেষ্টুরেন্ট এন্ড পার্টি সেন্টার বন্ধ থাকতে দেখা গেছে। সাটারে সেঁটে দেওয়া হয়েছে সর্বস্তরের তৌহিদি জনতার বয়কটের নানা লিপলেট।

এব্যাপারে ইমাম ও খতিব মশাহিদ আহমদ জানান, তিনি রাষ্ট্রীয় নির্দেশনায় ধর্মীয় উগ্রবাদের বিরুদ্ধে আলোচনা করছিলেন। এসময় মসজিদ কমিটির সাবেক সদস্য ও ব্যবসায়ী তাকে আক্রমনাত্মক ভাষায় এসব ওয়াজ করতে নিষেধ করেন। প্রতিবাদে একজন প্রবাসী ইমামকে ওয়াজ চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানালে তিনি তার সাথে বাক বিতন্ডায় জড়িয়ে পড়েন। যুবলীগ নেতা জসিম উদ্দিন ভিডিও বার্তায় জানান, তিনি ইমামকে সরলমনে বাধা দিয়েছেন। এতে ইমাম কষ্ট পেয়ে থাকলে তিনি যেন তাকে ক্ষমা করে দেন। ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা না ঘটানোর প্রতিশ্রুতি দেন।

প্রবাসী কাজী হুমায়ুন জানান, খতিবের ওয়াজে এভাবে বাধা দেয়ার কারণে তিনি শুধু প্রতিবাদ করেন। তার দাবী আগের ফ্যাসিস্ট সরকারের সময় এভাবে খতিবদের ইসলামি বয়ানে বাধা দেয়া হত।

বিয়ানীবাজার থানার ওসি (তদন্ত) সফেদ আলী বলেন, এই ঘটনা থানায় মৌখিকভাবে জানানো হয়েছে, লিখিত অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা নেবেন।

বৃটেনের যেখানে বাংলাদেশী সেখানেই আমরা

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH

দেশ

সত্য প্রকাশে আপোসহীন

SAMUEL ROSS SOLICITORS

Legal Aid (Family, Housing & Crime)

Our contact: 07576 299951

Tel: 020 7701 4664, E: solicitors@samuelross.com

বিশ্বের ক্ষুদ্রতম মালটিরোটর সোলার ড্রোন উদ্ভাবন

বিজ্ঞানী হাসান শহীদকে নিয়ে প্রেস ক্লাবের বিশেষ অনুষ্ঠান

লন্ডন, ৬ ডিসেম্বর ২০২৪: বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত রোবটিক্স বিজ্ঞানী ড. হাসান শহীদের নেতৃত্বে কুইন মেরি ইউনিভার্সিটি অব লন্ডনের বিজ্ঞানীরা বিশ্বের ক্ষুদ্রতম মালটিরোটর সোলার ড্রোন উদ্ভাবন করেছেন। ১৫ সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্য এবং ১৫ সেন্টিমিটার প্রস্থের মূল ফ্রেমের এই ড্রোনের ওজন মাত্র ৭১ গ্রাম। কয়েক বছরের প্রচেষ্টায় এটা সম্ভব হয়েছে।

লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের আয়োজনে কুইন মেরি ইউনিভার্সিটির পিপলস প্যালেস হলে অনুষ্ঠিত "অ্যান ইন্সপায়ারিং ইভিনিং উইথ ড. হাসান শহীদ" শীর্ষক বিশেষ অনুষ্ঠান এ ব্যাপারে বাংলা মিডিয়ার সামনে বিস্তারিত তুলে ধরা হয় ।

প্রেস ক্লাব সভাপতি মুহাম্মদ জুবায়ের-এর সভাপতিত্বে ও জেনারেল সেক্রেটারি তাইসির মাহমুদের সঞ্চালনায় এতে মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন ড. হাসান শহীদ। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট তারেক চৌধুরী, ট্রেজারার সালেহ আহমদ, প্রেস ক্লাবের লাইফ মেম্বার এবং কুইন মেরি ইউনিভার্সিটির অনারারি - ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

ধনকুবের ফায়েদ

১১১ নারীকে যৌন নিপীড়নে অভিযুক্ত

দেশ ডেস্ক, ৬ ডিসেম্বর ২০২৪ : লন্ডনের অভিজাত ডিপার্টমেন্ট স্টোর হ্যারডসের সাবেক মালিক আল ফায়েদ শুরুতে ঠাণ্ডাপানীয় বিক্রেতা ছিলেন। এরপর সেলাইমেশিনের বিক্রয়কর্মী হিসেবে কাজ করেছেন। মধ্যপ্রাচ্য ও ইউরোপে তিনি আ বাসন ও জাহাজ নির্মাণ কাজের ব্যবসা করেন। এভাবে নিজের ভাগ্য গড়ে তোলেন মিসরীয় ধনকুবের ফায়েদ।

চার দশকে ১১১ জনের বেশি নারীকে ধর্ষণ ও যৌন নিপীড়নের অভিযোগ উঠেছে এই ধনকুবেরের বিরুদ্ধে। তাদের মধ্যে সবচেয়ে কম বয়সি ভুক্তভোগীর বয়স ছিল মাত্র ১৩ বছর।

ফায়েদের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ এনে লন্ডনের মেফেয়ার এলাকার

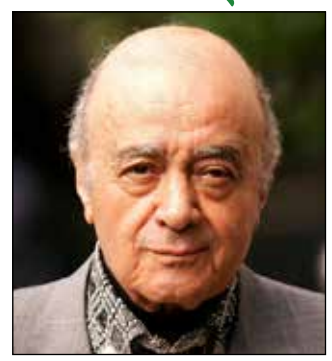

ওই নারী জানান, ঘটনার সময় তিনি ছিলেন একজন কিশোরী। ফায়েদ একজন রাক্ষসের মতো ছিলেন। তার মধ্যে কোনো নৈতিকতা ছিল না। হ্যারডসের সব কর্মী তার কাছে ছিলেন 'খেলনার' মতো।

লন্ডন, ফ্রান্সের প্যারিস ও সেন্ট ত্রোপেজ এলাকা - ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

কিশোরগঞ্জের পাগলা মসজিদে এক বস্তা চিঠি

'তুমি তাঁকে আমার করে দাও, যেন বিয়ে করতে পারি'

দেশ ডেস্ক, ৬ ডিসেম্বর ২০২৪ : এক প্রেমিক চেয়েছেন, তিনি যাঁকে ভালোবাসেন, সেই ভালোবাসার মানুষের মনে যেন তাঁর জন্য প্রেম জ াগে। তিনি যেন তাঁকে বিয়ে করতে পারেন। আরেক প্রেমিকা লিখেছেন, তিনি সৌদি আরবের এক পুরুষকে ভালোবাসেন। সৃষ্টিকর্তা যেন তাঁকে তাঁর করে দেন, তিনি যেন তাঁকে বিয়ে করে একসঙ্গে জ - ২২ নং পৃষ্ঠা ...

লন্ডন এন্টারপ্রাইজ একাডেমির সংবাদ সম্মেলন

অফস্টেড রিপোর্টে প্রতিটি ক্ষেত্রে 'গুড' গ্রেড অর্জন

দেশ ডেস্ক, ৬ ডিসেম্বর ২০২৪ : লন্ডন এন্টারপ্রাইজ একাডেমি এবারের অফস্টেড রিপোর্টে প্রতিটি ক্ষেত্রে 'গুড' গ্রেড অর্জন করেছে। ২০২২ সালের অফস্টেড পরিদর্শনে স্কুলটি যেখানে 'রিকোয়ার্স ইম্প্রুভমেন্ট' হিসেবে মূল্যায়িত হয়েছিল, সেখানে ২০২৪ সালের অক্টোবর - ২২ নং পৃষ্ঠা ...

বিয়ানীবাজারে জুমার বয়ানে খতিবকে বাধা

যুবলীগ নেতার রেস্টুরেন্ট বন্ধ করে দিল জনতা

সিলেট প্রতিনিধি, ৬ ডিসেম্বর ২০২৪: রাষ্ট্রীয় নির্দেশে জুমার নামাজ পূর্ব ধর্মীয় উগ্রবাদ বিরোধী সচেতনতামূলক বয়ানের সময় মসজিদের খতিবকে বাধা প্রদানের জেরে যুবলীগ নেতা জসিম উদ্দিনের মালিকানাধীন বড়লেখা পৌরশহরের জিম্মি রেস্টুরেন্ট এন্ড পার্টি সেন্টার ও বিয়ানীবাজারের জি ম্মি রেস্টুরেন্ট বন্ধ করে দিয়েছে সর্বস্তরের তৌহিদী জনতা। জসিম উদ্দিন বিয়ানীবাজার উপজেলার সাবেক চেয়ারম্যান আওয়ামী লীগ নেতা আবুল কাশেম পল্লবের অনুসারী এবং বিয়ানীবাজার কলেজ রোড মসজিদের সদ্যবিলুপ্ত কমিটির সদস্য।

- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

চট্টগ্রামে আইনজীবী সাইফুল হত্যার প্রধান আসামি গ্রেফতার

দেশ ডেস্ক, ৬ ডিসেম্বর ২০২৪ : চট্টগ্রাম আদালতের আইনজীবী অ্যাডভোকেট সাইফুল ইসলাম আলিফ হত্যা মামলার প্রধান আসামি চন্দনকে (৩৫) গ্রেফতার করেছে পুলিশ। গত ৪ ডিসেম্বর বুধবার রাত পৌনে ১২টার দিকে ভৈরব থানার ওসি মো. শাহিনে নেতৃত্বে একদল পুলিশ অভিযান চালিয়ে রেলওয়ে স্টেশন থেকে তাকে গ্রেফতার করে। চট্টগ্রাম বান্ডেল রোডের সেবক কলোনির মেথরপট্টি এলাকার মৃত ধারীর - ২২ নং পৃষ্ঠা ...

Editor: Taysir Mahmud

Published By: Reflect Media Ltd
31 Pepper Street, Tayside House, Canary Wharf, London E14 9RP

Telephone:
0203 540 0942 ● Advert: 07940 782 876

Email:
info@weeklydesh.co.uk ● advert@weeklydesh.co.uk